Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 05-05-2026 09:29 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২১ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ৫ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৭৬ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

শ্যামাপ্রসাদের বাংলায় ফুটল পদ্ম

‘এই জয় হিন্দুত্বের’, বললেন শুভেন্দু

টিঙ্কু দত্ত ● নয়া জামানা

দুশো পার বিজেপির । হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন, এবার দুশো পার করল বিজেপি । যেই স্লোগান একুশে উঠেছিল এবার তা সত্যি হল । এক্কেবারে ২০৬ টি আসন পেল বিজেপি । শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী মাত্র ৮০টি আসনে আটকে টিএমসি। অবশেষে পালাবদল, শেষরক্ষা হল না । পরিবর্তন হল রাজ্যে । পনেরো বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে নীল-সাদা প্রাসাদে এবার গেরুয়া আবির। সোমবার দুপুরে গণনার ট্রেন্ড স্পষ্ট হতেই নিশ্চিত হয়ে যায়, লাল দুর্গ ধসে যাওয়ার ঠিক দেড় দশক পরে ফের পালাবদল দেখল বাংলা। নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের হাত ধরে ‘অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ’ জয়ের যে শপথ বিজেপি নিয়েছিল, ওড়িশা ও বিহারের পর এবার বাংলার মসনদ দখলের মাধ্যমে সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। ভবানীপুরের ঘরের মাঠে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ১৫ হাজার ১০৫ ভোটে পরাজিত হলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হারের পর কমিশনের বিরুদ্ধে ‘ভোট লুঠ’ ও ‘অনৈতিক জয়ের’ বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে মমতা জানিয়েছেন, ‘উই উইল বাউন্স ব্যাক’। তবে দিনভর টানটান উত্তেজনার পর স্পষ্ট হয়ে গেল, আগামী পঁচিশে বৈশাখ তথা ৯ মে বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছে বিজেপি। ১৯৫১ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে যে ভারতীয় জনসঙ্ঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার আদর্শে বিশ্বাসী দল দীর্ঘ ৭৫ বছর অপেক্ষার পর বাংলার শাসনক্ষমতায় বসার সুযোগ পেল। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি।

সকালেই দক্ষিণ কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের গণনাকেন্দ্রে পৌঁছেছিলেন মমতা। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরাজয় নিশ্চিত বুঝে বেরিয়ে আসার সময় তিনি ক্ষোভ উগরে দেন। মমতার দাবি, ‘বিজেপি অনৈতিক কায়দায় জিতেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন কমিশন যা করেছে তা অনৈতিক এবং অবৈধ। একশোর বেশি আসন লুঠ করেছে। আমাদের জোর করে হারিয়ে দিয়েছে।’ এমনকি ভিতরে তাঁকে ‘লাথি মারা হয়েছে’ বলেও মারাত্মক অভিযোগ করেন তিনি। যদিও জয়ের শংসাপত্র হাতে নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে ছিলেন। তাঁর কথায়, ‘আমাকে জিতিয়েছেন ভবানীপুরের হিন্দু, জৈন, শিখ সমাজ। আমি তাঁদের প্রণাম জানাই। এ জয় হিন্দুত্বের জয়, বাংলার জয়, মোদীজির জয়।’ নিজের এই জয়কে তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রাণ উৎসর্গ করা ৩০০ বিজেপি কর্মীর প্রতি উৎসর্গ করেন। ভবানীপুরে জয়ের পর তিনি নিজের গড় নন্দীগ্রামের দিকে রওনা দেন, যদিও সেখানে তাঁর জয়ের ব্যবধান ছিল ১০ হাজারের কম। নন্দীগ্রামে কেন জয়ের ব্যবধান কমল, সেই প্রশ্নে শুভেন্দু সাফ জানান, ‘সংখ্যালঘুদের ভোট না পাওয়ার কারণেই নন্দীগ্রামে জয়ের মার্জিন কম হয়েছে।’বাংলার এই ফল দিল্লির রাজনীতিতেও বড় প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিরোধী দলগুলি আশা করেছিল, বাংলায় বিজেপিকে আটকানো গেলে তার প্রভাব পড়বে সারা দেশে। কিন্তু মোদী-শাহের নিখুঁত রণকৌশলে সেই আশা বাস্তবায়িত হয়নি। জয়ের খবর নিশ্চিত হতেই এক্স হ্যান্ডেলে বাংলার কর্মীদের অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সন্ধ্যায় বিজেপির সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী হাজির হন তসরের পাঞ্জাবি ও ময়ূরপুচ্ছ ধুতি পরে, যা ছিল নজরকাড়া। তাঁকে স্বাগত জানান দলের সভাপতি নীতিন নবীন। ১৯৭২ সালের পর এই প্রথম কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা কোনও দল রাজ্যেও সরকার গড়ল। দৃশ্যত এই মুহূর্তটি ২০১১ সালের সেই দিনটির কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরাজিত হয়ে সদর দপ্তরে বসেছিলেন। তখন মিছিল থেকে স্লোগান উঠেছিল ‘সিপিএম মরে গেল’। আজ সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি যেন কালীঘাটের বাড়ির সামনে, যেখানে ‘জয় শ্রী রাম’ ধ্বনি দিয়ে যুবকরা পৌঁছে গিয়েছিলেন।তৃণমূলের এই পরাজয়ের নেপথ্যে একাধিক কারণ দেখছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। একদিকে ছিল তীব্র প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি, অন্যদিকে মমতার তৈরি করা বিভিন্ন ভাতার পাল্টা ‘মাস্টারস্ট্রোক’ দিয়েছিল বিজেপি। দলের ১৫ দফার ‘সংকল্পপত্রে’ মহিলাদের জন্য মাসে ৩০০০ টাকা আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূলের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে ম্লান করে দিয়েছিল গেরুয়া শিবির। সঙ্গে ছিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং সরকারি

চাকরিতে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি। অমিত শাহের ঘোষিত এই সংকল্পপত্রে দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ এবং সিন্ডিকেট রাজের অবসান ঘটানোর যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, মানুষ তাতেই আস্থা রেখেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এ ছাড়াও অবিবাহিত ছাত্রীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কন্যাশ্রীর মোকাবিলা করতে সাহায্য করেছে বিজেপিকে। মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি পরিবহণে যাতায়াতের সুবিধাও ভোটারদের টানে।বাংলার এই ঐতিহাসিক পতনে ধরাশায়ী হয়েছেন তৃণমূলের একঝাঁক হেভিওয়েট মন্ত্রী। শশী পাঁজা, স্বপন দেবনাথ, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, অরূপ বিশ্বাস, মলয় ঘটক, সন্ধ্যারানি টুডু, বীরবাহা হাঁসদা এবং সুজিত বসুর মতো নেতারা পরাজিত হয়েছেন। তবে শুধু তৃণমূল নয়, ধাক্কা খেয়েছে কংগ্রেসও। বহরমপুরের নিজের খাসতালুকে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্রের কাছে ১৭ হাজারেরও বেশি ভোটে হেরে গিয়েছেন বর্ষীয়ান নেতা অধীর চৌধুরী। মালদহের মালতীপুর থেকে হেরেছেন মৌসম বেনজিরও। উত্তরবঙ্গে নিজেদের দাপট বজায় রাখার পাশাপাশি এবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও থাবা বসিয়েছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রচারের সময় যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে তৃণমূল অনেক জেলায় খাতা খুলতে পারবে না, ফলাফল ঠিক সেই পথেই হেঁটেছে। কলকাতা, হাওড়া, দুই চব্বিশ পরগনার ফল তৃণমূলের জন্য ছিল চরম বিপর্যয়ের।রাজ্যের বাম শিবির অবশ্য এই ফলকে তৃণমূলের অপশাসনের ফসল হিসেবেই দেখছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এক লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট হচ্ছে তৃণমূলের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বৈরাচারী রাজত্ব, অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছেন। রাজ্যের জনগণ তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের পতন চেয়েছেন। এই ক্ষোভের ফয়দা তুলেছে বিজেপি।’ তাঁর অভিযোগ, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে রাজ্যে একটি ভীতির আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা না হওয়াকেও বিজেপির উত্থানের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। তবে দীর্ঘ সময় পর বিধানসভায় এবার বাম বিধায়করা থাকছেন, যা আন্দোলনের নতুন জমি তৈরি করবে বলে সেলিমের দাবি। তিনি আরও আহ্বান জানান যাতে কোনও রাজনৈতিক হিংসা বা সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের চেষ্টা না হয়।ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর আসতে শুরু করেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ; সর্বত্রই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যানের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। বহু জায়গায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও হেস্টিংসের গণনাকেন্দ্রে যাওয়ার সময় ‘চোর চোর’ স্লোগান শুনতে হয়েছে। অভিষেক প্রার্থী না হওয়ায় কমিশন তাঁকে গণনাকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। যদিও রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নির্বাচনের প্রচার শেষে শান্তির বার্তা দিয়েছিলেন এবং কারও মনে আঘাত দিয়ে থাকলে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলেন, তবুও ফল প্রকাশের পর উত্তাপ কমেনি। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূলের প্রতি সাধারণ মানুষের ‘ঘোর অবিশ্বাস’ থেকেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ মনে করছেন, মানুষ তৃণমূলের ওপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ছিলেন। ১৫ বছরের শাসনের ‘দুঃস্বপ্ন’ ঘুচিয়ে বিকাশের পথে হাঁটার স্বপ্নই মানুষকে পদ্ম শিবিরে টেনেছে। শাহ বলেছিলেন, ‘এটা আইনের শাসনের ভরসা। সোনার বাংলা তৈরি করব আমরা।’ সেই ভরসার ওপর ভিত্তি করেই মানুষ পাঁচ বছরের জন্য বিজেপিকে সুযোগ দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপি বলছে এটি জনতার রায়। পরাজিত হয়েও মমতা লড়াই ছাড়েননি, তাঁর ‘সূর্য অস্ত গেলে আপনারা জিতবেন’ নির্দেশ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্মীদের উজ্জীবিত রাখার চেষ্টা করলেও বাস্তব চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনই বিজেপি সরকারের সামনে এখন বিশাল চ্যালেঞ্জ। ভাতার যে পাহাড়প্রমাণ প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছেন, তা পূরণ করার পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করা এখন তাঁদের প্রধান কাজ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাংলায় তাঁর আদর্শের সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় খুশি দিল্লির নেতৃত্ব। কিন্তু বিরোধীদের মতে, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ আর কেন্দ্রীয় শক্তির অপব্যবহারই এই জয়ের মূল ভিত্তি। সব মিলিয়ে বাংলার রাজনীতিতে এখন বসন্তের আবহে পদ্মবনের জয়জয়কার। এই পরিবর্তনের প্রভাব যে সারা দেশে পড়বে, তা বলাই বাহুল্য। তৃণমূলের ‘মাস্টারস্ট্রোক’কে বিজেপির ‘সংকল্পপত্র’ যেভাবে টেক্কা দিল, তা আগামী দিনের ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন আলোচনার জন্ম দেবে। সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন মোদী-শাহ দেখিয়েছেন, তা আগামী পাঁচ বছরে কতটা বাস্তবায়িত হয়, সেদিকেই তাকিয়ে আপামর ভারতবাসী। বাংলা আজ এক নয়া ভোরের অপেক্ষায়, যেখানে শাসনের গদি বদলেছে, বদলেছে রাজনৈতিক সমীকরণও। এখন আজ নতুন সূর্যোদয় দেখবে রাজ্য। উত্তেজনা ও উল্লাসের মাঝে এখন একটাই সুর; বাংলা আজ গেরুয়া। জয় শ্রী রাম স্লোগানে মুখরিত চারপাশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাউন্স ব্যাক’ করার ডাক সমর্থকদের মনে কিছুটা আশা জাগালেও, ক্ষমতা থেকে চ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা এখন তৃণমূল শিবিরের অন্দরে স্পষ্ট। বামেদের পরাজয় আর বিজেপির উত্থান; সব মিলিয়ে বাংলার ইতিহাস আজ এক নতুন অধ্যায় লিখল। শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের বাংলা আজ তাঁর অনুগামীদের হাতে। মোদী-শাহ জুটি আবারও প্রমাণ করলেন, সঠিক কৌশল আর মানুষের মনের নাগাল পেতে পারলে অসাধ্য সাধন সম্ভব।

বাংলার মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়ে তৃণমূলের পনেরো বছরের জমানার ইতি টেনে দিলেন। এখন দেখার, বিজেপির শাসনকালে বাংলা কতটা ‘সোনার বাংলা’ হয়ে ওঠে।পরাজয় মেনে না নিলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে এখন কঠিন সময়। অন্যদিকে শুভেন্দু অধিকারীর জয় কেবল হিন্দুত্বের জয় নয়, বরং রাজনৈতিক কৌশলেরও জয়। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের এই মেলবন্ধন বিজেপিকে যে শক্তি জোগালো, তা আগামী লোকসভা নির্বাচনেও বড় অস্ত্র হবে। বাংলার রাজনীতিতে আজ শুরু হল এক নতুন সরকারের যাত্রা। ১৫ বছর পর বাংলা দেখল এক নতুন রঙ, নতুন স্লোগান আর নতুন নেতৃত্বের জয়গান।

মোদী-শাহের নেতৃত্বে ‘অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ’ জয়ের বৃত্ত আজ সাফল্যের সাথে পূর্ণ হল। শ্যামাপ্রসাদের জন্মভূমিতে এই জয় তাই বিজেপির কাছে কেবল ক্ষমতা দখল নয়, বরং এক দীর্ঘ লড়াইয়ের সার্থকতা। বাংলার মসনদে এখন পদ্মের রাজত্ব। ফাইল ফটো।

গদি ওল্টালেন শুভেন্দু, চূর্ণ মমতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ‘মেজোবোন’ নন্দীগ্রামের পর ‘বড়বোন’ ভবানীপুরেও হারল ঘরের মেয়ে। নিজের খাসতালুকে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাস্ত হলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচ বছর আগে নন্দীগ্রামে হারের ক্ষত ছিলই। এবার ভবানীপুরেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ব্যবধান আরও বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে তাঁকে হারালেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ের শংসাপত্র হাতে নিয়ে শুভেন্দু ঘোষণা করলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সন্ন্যাস হয়ে গিয়েছে।’ একদা মমতাকে ‘গুরু’ বলে মানতেন শুভেন্দু। পরে তৃণমূল ত্যাগ করে তিনি অমিত শাহকে ‘গুরু’ হিসেবে বেছে নেন। পরবর্তী সময়ে শুভেন্দু জানিয়েছিলেন, তিনি আর গুরু পাল্টাবেন না। সেই শিষ্যের হাতেই এবার চেনা ময়দানে ধরাশায়ী হলেন তৃণমূলনেত্রী। সোমবার সকাল থেকেই ভবানীপুরে ছিল চরম উত্তেজনা। ২০ রাউন্ডের গণনাপর্বে প্রতি মুহূর্তেই স্নায়ুর লড়াই চলেছে। শুরুতে মমতা এগিয়ে থাকলেও সপ্তম রাউন্ড থেকে ব্যবধান কমাতে শুরু করেন শুভেন্দু। ষোড়শ রাউন্ডে গিয়ে তিনি লিড নেন এবং শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত করেন। নন্দীগ্রামে ব্যবধান ছিল ১৯৯৬ ভোটের, কিন্তু

ভবানীপুরে জয়ের ব্যবধান এক লাফে পৌঁছল ১৫ হাজারে। সন্ধ্যার দিকে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের গণনাকেন্দ্র ত্যাগ করার সময় মমতার চোখেমুখে ছিল ক্ষোভের ছাপ। তিনি অভিযোগ করেন, ‘আমাকে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। পুরোটা একতরফা। ধাক্কা দিয়েছে, মেরেছে। সিআরপিএফ-এর সামনে। আমি প্রার্থী, আমাকে ঢুকতে দেয়নি। এটা হচ্ছে দানবিক পার্টি। ১০০টারও বেশি সিট লুট করেছে। এই নির্বাচন কমিশন হল বিজেপি কমিশন।’ ফল ঘোষণার আগেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভবানীপুর। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের সামনে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। মমতা যখন গণনাকেন্দ্রে পৌঁছন, তখন তাঁকে লক্ষ্য করে ‘চোর চোর’ স্লোগান ওঠে। অন্যদিকে, জয়ের পর উচ্ছ্বসিত শুভেন্দু এই জয়কে রাম-লক্ষ্মণের জয় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কথায়, ‘যাঁরা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, এই জয় তাঁদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানো খুব দরকার ছিল।’ মমতার দাবি, এই ফলাফল মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন, ‘এটা কী ধরনের জয়! এটা ইমমোরাল ভিক্টি। মোরাল ভিক্টি নয়। পুরোটাই বেআইনি। জোর করে জিতেছে। লুট, লুট, লুট। আমরা ঘুরে দাঁড়াবই।’ মঙ্গলবার বিকেলেই সাংবাদিক বৈঠকে বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুরের এই লড়াই ছিল কার্যত মরণ-বাঁচন যুদ্ধ। দেড় মাস ধরে এখানে প্রচারের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। শুভেন্দুর মনোনয়নে খোদ অমিত শাহ হাজির ছিলেন। অন্যদিকে মমতাও শেষবেলায় সাতটি সভা ও ছ’টি পদযাত্রা করে এলাকা চষে ফেলেছিলেন। ভোটার তালিকা সংশোধন হওয়ায় এবার ৫০ হাজার ভোটার বাদ গিয়েছিলেন, যা ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ‘মিনি ইন্ডিয়া’ খ্যাত এই কেন্দ্রের বিচিত্র জনবিন্যাস ও মিশ্র ভোটব্যাঙ্ক এবার ঝুঁকেছে পদ্মশিবিরের দিকেই। ভোটের দিনও মমতা প্রথা ভেঙে সকাল থেকে বুথে বুথে ঘুরেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। নিজের ‘বড়বোন’ আসনে হারের পর তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের বদলা ভবানীপুরে নিতে গিয়ে উল্টে বড় হারের মুখ দেখলেন তৃণমূলনেত্রী।

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে শপথ বিজেপির

বঙ্গজয়ের পর ‘বাঙালিবাবু’ মোদী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ তসর সিল্কের ঘিয়ে রঙের ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে উত্তরীয়। মালকোঁচা মারা ধুতির খুঁট গোঁজা পাঞ্জাবির পকেটে। সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির সদর দপ্তরে যখন নরেন্দ্র মোদী গাড়ি থেকে নামলেন, তখন তাঁকে দেখে চেনার উপায় নেই। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় গেরুয়া ঝড়ে পরিবর্তনের প্রত্যাশিত জয় আসতেই খোদ প্রধানমন্ত্রী ধরা দিলেন খাঁটি ‘বাঙালি বাবু’র বেশে। আগামী ২৫ বৈশাখ অর্থাৎ ৯ মে, কবিপক্ষের পুণ্যলগ্নেই কলকাতায় শপথ নেবে বাংলার নতুন বিজেপি সরকার, এমনটাই সূত্রের খবর । ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত পদ্ম ফোটানোর যে অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন, এদিন তাকেই ‘ঐতিহাসিক’ বলে তকমা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে আশাতীত সাফল্যের পর এদিন দিল্লিতে বিজয় উৎসবের মেজাজ ছিল তুঙ্গে। শমীক ভট্টাচার্য-সহ বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে মোদী স্পষ্ট করে দেন, বাংলায় এই জয় কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘দীর্ঘদিনের সাধনা যখন সিদ্ধ হয়, তখন যে খুশি আসে, তা আজ দেশের সকল বিজেপি সমর্থকের মুখে দেখছি। আমিও তাঁদের খুশিতে সামিল।’ তাঁর কথায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের সশক্ত বাংলা গড়ার পথে আজ জনতা জনার্দন শিলমোহর দিল। এদিন ভাষণে মোদী বিশেষভাবে স্মরণ করেন

জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। আবেগঘন কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা আজ শান্তি পেলেন। তিনি যে সমৃদ্ধ বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা কয়েক দশক ধরে পূরণ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। আজ বাংলার জনতা আমাদের কার্যকর্তাদের সেই সুযোগ দিয়েছেন।’ রাজ্যে পালাবদল নিশ্চিত হতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। মঙ্গলবারই বিধানসভার চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করবে নির্বাচন কমিশন। এরপর বুধবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং কমিশনের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এস জোশী রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করবেন। গজেট নোটিফিকেশন জারির পরেই সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হবে। সূত্রের খবর, সোমবার রাতেই বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে ফোন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দীর্ঘক্ষণ দু’জনের মধ্যে শলা-পরামর্শ চলে। নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে দ্রুত বৈঠকে বসবে দল, সেখানেই চূড়ান্ত হবে পরিষদীয় দলের নেতার নাম অর্থাৎ কে বসবেন রাইটার্সের মসনদে। নির্বাচনী প্রচারে বিজেপিকে বারবার ‘অবাঙালি’ বা ‘বহিরাগত’ বলে আক্রমণ শানিয়েছিল বিদায়ী শাসকদল। এমনকি বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে; এমন প্রচারও শোনা গিয়েছিল। রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই তকমা ঝেড়ে ফেলতেই এদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিজেকে ‘ষোলোআনা বাঙালি’ হিসেবে মেলে ধরলেন মোদী। শপথ গ্রহণের দিন হিসেবে রবীন্দ্রজয়ন্তীকে বেছে নেওয়াও সেই সাংস্কৃতিক কৌশলেরই অঙ্গ। মোদী এদিন বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ যেমন ভয়মুক্ত মন এবং পরিবেশ চেয়েছিলেন, বিজেপির শাসনে বাংলায় সেই পরিবেশ তৈরি হবে।’ তবে জয়ের আনন্দে আত্মহারা না হয়ে সংযমের বার্তাও দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘বদলা নয়, বদলের কথা বলতে হবে। কে ভোট দিয়েছে, কে ভোট দেয়নি, তা ভুলে বাংলার জন্য কাজ করতে হবে।’ বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে চলা রাজনৈতিক হিংসার প্রসঙ্গ টেনেই মোদী জানান, এবার আর বন্দুকের আওয়াজ নয়, মানুষ নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে গণতন্ত্রকে জয়ী করেছেন। বাংলার ৯৩ শতাংশ ভোটদানকে তিনি ‘ঐতিহাসিক’ বলে উল্লেখ করেন। প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই রাজ্যে ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্প চালু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন,

‘বাংলার পবিত্র ভূমিতে আজ এক নতুন সূর্যোদয় হলো। বাংলার মানুষ তোষণ এবং ভয়ের রাজনীতিকে ছুঁড়ে ফেলেছে।’ এদিন মঞ্চে মোদী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিহার ও ওড়িশার পর বাংলা জয়ের মাধ্যমে পূর্ব ভারতে গেরুয়া আধিপত্য এখন নিশ্ছিদ্র।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

তবু আশা রেখে দাও'

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আবহে ধর্ম স্পষ্টতই এক বলিষ্ঠ রাজনৈতিক হাতিয়ার। জনপরিসরেও এমন ধারণা প্রবল যে, এ বছরের মতো মেরুকরণ পশ্চিমবঙ্গে অতীতে খুব কমই দেখা গিয়েছে। আজকের ভারতে ধর্ম আর রাজনীতি এমন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে, কোনওটাকেই আর আলাদা করে চেনা মুশকিল হয়। পশ্চিমবঙ্গেও তেমনটাই ঘটছে।ঔপনিবেশিক আমলে নিজেদের শাসনতান্ত্রিক সুবিধার্থে ভারতে ধর্ম-জাতপাতের বিভেদ বজায় রাখা ছিল ব্রিটিশের সুপরিচিত রাজনীতি। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার এক অন্য সমীকরণের ইঙ্গিত দেয়। ধর্মীয় সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর ভোট জয়ের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গকে রাজনৈতিক ভাবে মেরুকৃত রাজ্যের তকমা দিয়েছে। কোনও বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে হয় তোষণ, নয় নির্মূল করার নীতি পশ্চিমবঙ্গকে এই ধর্মীয় মেরুবিভাজনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অথচ সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করে দেখিয়েছেন যে, স্বাধীনতার পরবর্তী কালে, বিশেষ করে ষাটের দশকের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক অশান্তির অস্তিত্ব বিশেষ ছিল না।

দেশভাগের প্রত্যক্ষদর্শীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দগদগে স্মৃতি মনে লালন করলেও স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গে তার পুনরাবৃত্তি বড় আকারে অন্তত ঘটেনি।এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে কোনও রাজনৈতিক দল বলছে, ধর্মের জিগির তুলে অপর রাজনৈতিক দল 'মাছে-ভাতে' বাঙালির মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেবে। এর বিরুদ্ধে অন্য রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয়রা বার বার তাঁদের মৎস্যপ্রীতির কথা জাহির করছেন। আবার কোনও রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচারের ভিডিয়োতে দেখাচ্ছে, একটি দলকে বোতাম টিপে ভোট দেওয়া মাত্র শাড়ি-পরা মহিলা বোরখা-পরা মহিলায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের হাজার একটা সমস্যার মাঝে ধর্ম একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে নির্বাচনে।রাজনীতি এবং ধর্মের যোগসাজশ সমাজের প্রগতিশীলদের ন্যায্য ভাবেই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাঁরা দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। কিন্তু এ কথাও মোটামুটি অনস্বীকার্য যে, এ দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মকে পুরোপুরি বাদ দেওয়াও বাস্তবোচিত নয়। শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সমর্থন পাওয়ার তাগিদে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, সাধারণ মানুষের ঐতিহ্যিক মানসিকতার কারণেই ধর্ম ও রাজনীতিকে দু'টি পৃথক পরিসরে রাখার আদর্শগত তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ অনেক সময় দিবাস্বপ্নের শামিল। আশিস নন্দীর মতো পণ্ডিতরা বিদ্যায়তনিক স্তরে সে কথা বহু দিন ধরেই বলে আসছেন। সুতরাং এই অবস্থায় একটি তৃতীয় বিকল্পের উপায় ভাবা খুব দরকার।প্রাচীন ভারতের দিকে তাকানো যাক। প্রিয়দর্শী অশোকও ধর্ম এবং রাজনীতিকে একত্রে জড়িয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও শান্তিকামী সুশাসক হিসাবে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয়। প্রাচীন যুগে রাজার একচ্ছত্র অধিকার বা ধর্মরাষ্ট্রের ধরন নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তর্ক থাকতে পারে অশোকের 'ধম্ম'-প্রয়োগের প্রেক্ষাপট নিয়েও। অশোকের 'ধম্ম' সমাজের সব অংশকে খুশি করতে পেরেছিল কি না, তাও বিতর্কিত। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, অশোক ধর্ম এবং রাজনীতির বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে কী ভাবে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কার্যশীল রাখা যেতে পারে, তা নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার সাহস দেখিয়েছিলেন।তিনি নিজে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর ধম্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মিলও ছিল, তবু বৌদ্ধধর্মকে অবিকল তিনি প্রজাদের উপরে চাপিয়ে দেননি। বিভিন্ন গিরিশাসন থেকে আমরা জানতে পারি, অশোক রাজা হিসাবে প্রজাকুলের ইহলোক এবং পরলোকের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ধর্মের নামে গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রজাদের নৈতিক আচরণ ও সামাজিক কর্তব্যবোধের উন্নতিসাধনে। অশোক পশুবলির উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কিন্তু গা-জোয়ারি করে নয়, তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন অহিংসা আদর্শের দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অশোক তাঁর ধম্ম বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, সে বিষয়ে খোলসা করে কিছু বলেননি। কিন্তু সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যেখানে অ্যারামাইক বা গ্রিক ভাষায় গিরিশাসনগুলি রচিত হয়েছে, সেখান থেকে আমরা খানিক ধারণা পেতে পারি। গ্রিক ভাষায় রচিত গিরিশাসনগুলিতে তিনি ধম্মের পরিবর্তে 'ইউসেবিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, যার অর্থ করুণা।

অন্য দিকে, অ্যারামাইক গিরিশাসনগুলিতে তিনি ব্যবহার করেছেন 'কাসইত' এবং 'দাতা' শব্দদ্বয়, যাদের অর্থ যথাক্রমে জ্ঞান এবং আইন। এখান থেকে একটি বিষয় অন্তত পরিষ্কার; অশোক রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে সাযুজ্য রেখে কী ভাবে জনহিতকারী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা যেতে পারে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন।মোগলশাসিত ভারতবর্ষে প্রথম জীবনের আচারপরায়ণ, রক্ষণশীল, ধর্মপ্রাণ আকবর সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন, ভারতের মতো বহুমাত্রিক সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশে শাসকের ধর্ম শাসিতের উপরে আরোপ করলে তার ফল সুমধুর হবে না। অন্য দিকে, তিনি এ-ও মনে করতেন যে, ঈশ্বর তাঁকে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে শাসন করার জন্য নির্বাচন করেছেন।

বিজেপিকে ভরসা করবে বাংলা?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোট শেষ হয়েছে। এখন রাজ্যজুড়ে কেবল অপেক্ষা ফল ঘোষণার। কিন্তু ভোটগ্রহণ শেষ মানেই রাজনৈতিক উত্তাপ শেষ, এমনটা কখনও হয় না। বরং অনেক সময় ভোটের পরের সময়টাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজনীতির ময়দানে লড়াই সরে গিয়ে শুরু হয় ব্যাখ্যার লড়াই;মানুষ কী ভাবল, কার বিরুদ্ধে রাগ জমল, কে সেই রাগকে ভোটে পরিণত করতে পারল, আর কে পারল না। এবারও ঠিক সেই ছবিই দেখা যাচ্ছে। মোড়ের মাথায় চায়ের দোকান, বাজার, লোকাল ট্রেনে, অফিসপাড়ায়, এমনকী ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপেও একটাই প্রশ্ন ঘুরছে বাংলায় কি সত্যিই পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে? নাকি আবারও শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসই সরকার গড়বে?এবার শাসকদলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ সত্যিই অনেক বেশি। প্রায় পনেরো বছরের শাসনের পরে তৃণমূলকে ঘিরে ক্লান্তি যে তৈরি হয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দুর্নীতির অভিযোগ, শিক্ষক নিয়োগ থেকে সরকারি চাকরির কেলেঙ্কারি, স্থানীয় স্তরে কাটমানি, পঞ্চায়েতের দাদাগিরি, প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব;এই সব বিষয় গত কয়েক বছর ধরে সাধারণ মানুষের আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। ভোটের আগে বহু জায়গায় শোনা গিয়েছে, সরকারকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার।কিন্তু রাজনীতি এত সরল অঙ্কে চলে না যে শাসকের বিরুদ্ধে রাগ মানেই বিরোধীর পক্ষে ভোটের ঢেউ উপচে পড়বে। এখানে বলতেই হয়, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ যতটা গভীর, বিজেপির প্রতি আস্থা ততটা দৃঢ় নয়। অনেক ভোটারই সরকারকে শিক্ষা দিতে চাইলেও, তার জন্য বিজেপিকেই ভরসা করে ভোট দিয়েছেন কি না, তা নিয়ে এখনও অনেকের মনে দ্বিধা আছে।এই দ্বিধার কারণ শুধু দলীয় সংগঠনের ঘাটতি নয়, তার চেয়েও বড় বিষয় আবেগগত দূরত্ব। বিজেপি বাংলায় এখনও সেই রাজনৈতিক জায়গা তৈরি করতে পারেনি, যা বাঙালির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে মিশে যায়। বাংলার ভোটার শুধু উন্নয়ন বা দুর্নীতি দিয়ে ভোট বিচার করেন না; তাঁরা দেখেন ভাষা, সংস্কৃতি, আত্মমর্যাদা, দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক, এবং বাংলাকে কে কতটা বোঝে। এই জায়গায় বিজেপির জাতীয়তাবাদী, হিন্দি-হিন্দুত্ব নির্ভর প্রচারভাষা বহু শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত ভোটারের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিরক্তি থাকলেও বিজেপিকে নিয়ে সেই মানসিক নিশ্চিন্ততা তৈরি হয়নি।সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ির পর্যবেক্ষণও মূলত এই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে। তিনি বলছেন,আমার মনে হয়, তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ থাকলেও বিজেপির প্রতি সরকার গড়ার মতো পর্যাপ্ত সমর্থন নেই। বিজেপিকে সরকারে আসতে হলে দক্ষিণবঙ্গে খুবই ভালো ফল করতে হবে। বিশেষত দুই ২৪ পরগনা এবং কলকাতায়। সেটা যথেষ্ট কঠিন।

অর্ক ভাদুড়ির এই কথার মধ্যেই কোন কোন এলাকার ফল এই নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেই বাস্তব ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গের বহু আসনে বিজেপির প্রভাব থাকলেও কেবল সেই ভরসায় সরকার গড়া সম্ভব নয়। ক্ষমতায় আসতে গেলে দক্ষিণবঙ্গের জনবহুল এবং রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ভাঙতেই হবে। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান;এই সব এলাকায় বিজেপি যদি বড় সাফল্য না পায়, তাহলে বাংলায় সরকার গড়ার হিসেব মেলানো তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আর এই অঞ্চলগুলিতেই বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন রয়েছে।অর্ক ভাদুড়ি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আঙুল তুলেছেন, এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত বিতর্ক। তাঁর কথায়, এসআইআর সংক্রান্ত হয়রানির যথেষ্ট প্রভাব পড়বে। বস্তুত এই নির্বাচনে প্রধান ইস্যু এসআইআর। বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছেন। সেই ভোটের একাংশ যেমন তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট, তেমনই আরেক অংশ নিশ্চিতভাবে এসআইআর সংক্রান্ত হয়রানির বিরুদ্ধে ভোট, নাগরিকত্ব বাঁচানোর উদ্বেগ থেকে দেওয়া ভোট। এই ভোট বিজেপির পক্ষে যাওয়া কঠিন।এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিজেপি যেখানে নির্বাচনকে শাসকবিরোধী রায়ে পরিণত করতে চাইছিল, সেখানে তৃণমূল কৌশলে ভোটার তালিকা সংশোধন, নাম বাদ পড়া, নাগরিক পরিচয় নিয়ে সন্দেহ;এই সব আশঙ্কাকে 'অস্তিত্বের প্রশ্ন' হিসেবে সামনে আনে। বহু সাধারণ ভোটার, বিশেষ করে সংখ্যালঘু ও নিম্নআয়ের মানুষের মধ্যে এই ধারণা তৈরি হয় যে নাগরিক অধিকার নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে।সাংবাদিক সম্বিত পালের বিশ্লেষণ এই কথাকেই আরেকভাবে সামনে আনে। তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন,এবারের নির্বাচনে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কোনো হাওয়া প্রথম দফার ভোট গ্রহণ পর্যন্ত ছিল না। গত কয়েক মাস ধরে এসআইআর একমাত্র ইস্যু ছিল পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে।অর্থাৎ জনঅসন্তোষ থাকলেও তা শুরু থেকেই একমুখী শাসকবিরোধী ঢেউ হয়ে ওঠেনি। বরং ভোটের আবহে নাগরিকত্ব, ভোটাধিকার, নাম বাদ পড়া, প্রশাসনিক হয়রানি;এই সব উদ্বেগ জায়গা দখল করে নেয়। সম্বিত পালের মতে,তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে এবং সংখ্যালঘু বিদ্বেষী হিন্দুদের পুরনো রাগ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। শুধু সেই রাগ দিয়ে ১৪৮ আসন বিজেপির পক্ষে পাওয়া একটু কষ্টকর।এই কথাতেই বিজেপির লড়াইয়ের বড় দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে যায়। বিজেপি শেষ মুহূর্তে তৃণমূলের দুর্নীতি, হিন্দু মেরুকরণ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা;সব একসঙ্গে জোরদার করলেও সেটা ভোটের সার্বিক মেজাজ দখল করতে পেরেছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ ভোটারের মন ইতোমধ্যেই নানা স্তরে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদিকে ক্ষোভ, অন্যদিকে ভয়; একদিকে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে অচেনা বিকল্প নিয়ে সংশয়।সম্বিত পাল আরও নির্দিষ্টভাবে বলেন,ক্ষমতায় আসতে গেলে বিজেপিকে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তৃণমূলের শক্ত দুর্গকে ভাঙতে হবে। দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান মিলিয়ে প্রায় ১০০ টি আসন এবং মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর মিলিয়ে প্রায় ৪০টি আসনে খুব ভাল ফল করতে হবে বিজেপিকে।এই বক্তব্য আসলে জানিয়ে দেয়, যেসব এলাকায় তৃণমূলের সংগঠন খুব শক্ত, মহিলা ভোট অনেকটাই তাদের দিকে, আর স্থানীয় নেতারাও সক্রিয় সেখানে বিজেপি এখনও পুরোপুরি জায়গা করে নিতে পারেনি।তার উপর রয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রশ্ন। একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সংঘাত;এসব নিয়েও মানুষের ক্ষোভ আছে। কিন্তু সেই ক্ষোভ কেবল নবান্নমুখী নয়, অনেক ক্ষেত্রেই দিল্লিমুখীও। বহু গ্রামীণ পরিবার মনে করেছে, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে দিয়ে বাংলাকে চাপের মধ্যে রাখা হচ্ছে। ফলে বিজেপি কেন্দ্রের দল হওয়ায় তাদেরও দায় এড়ানো কঠিন হয়েছে। তৃণমূলের দুর্বলতা বিজেপির সরাসরি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়নি।এখানেই রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুমন কল্যাণ মৌলিক ভরসার প্রশ্নটিকে সামনে আনছেন। তাঁর কথায়,রাজনীতিতে ভরসা একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। আর তারজন্য সমস্ত দল, বিশেষ করে তাদের অগ্রগণ্য নেতৃত্ব তাঁদের ব্যক্তিগত ক্যারিশমার সঙ্গে ভরসাকে যুক্ত করেন।এই নির্বাচনেও বিজেপি বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে;মাসে তিন হাজার টাকা সহায়তা, যুবশক্তির জন্য আর্থিক প্রকল্প, কেন্দ্রীয় হারে ডিএ, স্বাস্থ্যসাথীর বিকল্প আয়ুষ্মান ভারত, দ্রুত পে কমিশন। কিন্তু সুমন কল্যাণ মৌলিক মনে করিয়ে দিচ্ছেন,মানুষ যাতে ভরসা করে তারজন্য একের পর এক প্রচারসভায় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একে মোদির গ্যারান্টি বলে অভিহিত করেছেন।

সমস্যাটা হলো, আর্থিক প্রশ্নে মোদির প্রতিশ্রুতি মানুষকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না।কেন দেয় না? কারণ তাঁর মতে অতীতের অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন, মোদি জমানা শুরু হওয়ার সময় প্রত্যেক ভারতবাসীর অ্যাকাউন্টে বিদেশ থেকে উদ্ধার করে আনা টাকার অংশ হিসাবে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। নির্বাচনে জয়লাভের কিছুদিন পরে সেটিকে বিজেপি নেতৃত্ব নিজেরাই 'জুমলা' বলে স্বীকার করেন। তখন সেটা হাসির খোরাক হয়ে যায়।অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি যত বড়ই হোক, ভোটার এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি হিসেবি। বিশেষ করে নগদ সহায়তা বা বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে তারা অন্য রাজ্যের অভিজ্ঞতাও দেখছেন। লক্ষীর ভান্ডারের বিকল্প হিসাবে তিন হাজার টাকার বিষয়টা প্রথমে চমক সৃষ্টি করলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা লোককে চিন্তিত করে তোলে। মহারাষ্ট্রে এই প্রকল্প শুরুর তিন মাসের মধ্যে একটা বড় অংশের গ্রহীতার নাম বাদ দেওয়া, বিহারে এককালীন টাকা দিয়ে পরে অনেককে টাকা ফেরত দিতে বলা এবং দিল্লিতে নির্বাচনে জিতে আসার পর প্রকল্প চালু না করার বিষয়টা মহিলারা অবগত হয়েছেন।এই পর্যবেক্ষণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তৃণমূলের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচগুলির একটি হলো মহিলা ভোটব্যাঙ্ক। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী;এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সরকার সরাসরি ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। দুর্নীতি বা স্থানীয় ক্ষোভ থাকলেও পরিবারের মহিলা সদস্যদের মধ্যে একটি আর্থিক নির্ভরতা তৈরি হয়েছে। বিজেপি তার বিকল্প প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই ভরসা আদায় করা সহজ নয়।রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকরা যাঁরা ডিএ-র প্রশ্নে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং দীর্ঘ দিন আইনি ও রাস্তার লড়াইয়ে আছেন তাঁদের কাছে বিজেপির কেন্দ্রীয় হারে ডিএ এবং পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে পে কমিশন আশার সৃষ্টি করেছে।অর্থাৎ অসন্তুষ্টির কিছু সুসংগঠিত ক্ষেত্র বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু সেখানেও দ্বিধা রয়ে গিয়েছে। তাঁর কথায়,আবার একই সঙ্গে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসার পর সরকারি কর্মচারীদের পেনশন তুলে দেওয়া নিয়ে কর্মচারী মহলে আশঙ্কাও কম নেই।মানুষের রাগ আছে, বদলও চাইছে, কিন্তু কাকে ভরসা করবে তা নিয়ে এখনও পুরো নিশ্চিন্ত নয়।রেকর্ড ভোটদান নিয়েও তাই একরৈখিক ব্যাখ্যা করা কঠিন। বেশি ভোট পড়েছে মানেই শাসকবিরোধী ঝড়, এই ধারণা বিজেপি প্রচার করছে। কিন্তু তৃণমূলও বলছে, বেশি ভোট তাদের সমর্থনে পড়ছে। বিশেষ করে মহিলা, সংখ্যালঘু, গ্রামের গরিব মানুষ এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা বেশি সংখ্যায় ভোট দেওয়ায় শাসকদল ভরসা পাচ্ছে। ফলে ভোটের হার দিয়ে সরাসরি সরকার বদলের ভবিষ্যদ্বাণী করা যাচ্ছে না। এখন ফল যা-ই হোক, একটি বিষয় স্পষ্ট;বাংলার ভোটাররা তৃণমূলকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন, কিন্তু বিজেপিকে নিঃশর্ত অনুমোদন দিয়েছেন কি না, তার উত্তর এখনও ধোঁয়াশায়।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 05-05-2026 09:30 Page 3

সেনাপতিরা সব ধরাশায়ী, বঙ্গে গেরুয়া সূর্যোদয়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সোমবার ৪ মে প্রকাশিত হল রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ২৯৩টি আসনের চূড়ান্ত ফল। সেই ফলাফলে স্পষ্ট হয়ে গেল একুশের সেই অপ্রতিরোধ্য জয়ের স্মৃতি ফিকে করে রাজ্যে বইছে প্রবল 'গেরুয়া ঝড়'। শাসকদল তৃণমূলের অজেয় দুর্গ বলে পরিচিত একাধিক আসনে ধরাশায়ী হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে তাঁর মন্ত্রিসভার দাপুটে মন্ত্রী এবং দুঁদে রাজনীতিকরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয় এই নির্বাচনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হলেও, ঘাসফুল শিবিরের লম্বা তালিকায় নাম জুড়েছে একাধিক প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিদায়ী বিধায়কের। বিজেপির 'অনামী' মুখ কিংবা 'জেন জি' প্রার্থীদের কাছে হেরে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিয়েছেন বাংলার সাধারণ ভোটাররা। নির্বাচনের সবচেয়ে বড় চমক নন্দীগ্রাম নয়, বরং গোটা রাজ্যের প্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত পরাজয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দীর্ঘদিনের জল্পনা সত্যি করে নিজের একসময়ের অন্যতম সহযোগী তথা অধুনা বিজেপির দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। 'ঘরের মেয়ে'র এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তৃণমূলের পতনের সুরটি যেন এই কেন্দ্রেই চিরস্থায়ী ভাবে বাঁধা হয়ে গিয়েছে। তবে দল হারলেও নিজের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সম্মান রক্ষা করেছেন ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা বন্দর আসন থেকে ৫৬ হাজারেরও বেশি ভোটের বিপুল ব্যবধানে জিতেছেন কলকাতার বিদায়ী মেয়র তথা রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী। বিগত পাঁচ বছরে বিজেপির কাছ থেকে ধেয়ে আসা শ্লেষ ও কটাক্ষ সামলে তিনি প্রমাণ করেছেন নিজের প্রেস্টিজ ফাইটে তিনি আজও অজেয়। বিজেপির রাকেশ সিংহ তাঁর জনপ্রিয়তায় ফাটল ধরাতে পারেননি।রাজধানীর অন্য প্রান্তের চিত্র অবশ্য তৃণমূলের জন্য বিন্দুমাত্র সুখকর নয়। রাসবিহারী কেন্দ্রে শেষ পর্যন্ত ভোটের অঙ্ক মেলাতে পারলেন না দেবাশিস কুমার। এলাকায় 'দেবা' নামে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই নেতা হেরে গেলেন বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্তের কাছে। হারের ব্যবধান প্রায় ২১ হাজার। ২০২১ সালে জয়ী হলেও ২০২৬-এ অভিজাত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির এই কেন্দ্রটি বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে। অন্যদিকে, বালিগঞ্জ কেন্দ্রে ঘাসফুলের মান রেখেছেন আশি-উর্ধ্ব প্রবীণ রাজনীতিক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দীর্ঘদিনের আস্থাভাজন ৬১,৪৭৬ ভোটে হারিয়েছেন বিজেপির শতরূপা এবং বামেদের 'জেন জি' মুখ আফরিন বেগমকে। প্রথমবার বিধানসভা ভোটের ময়দানে পা রেখেই বাজিমাত করেছেন সাংবাদিক-অভিনেতা কুণাল ঘোষ। বেলেঘাটা থেকে তিনি জিতেছেন ২৮ হাজারেরও বেশি ভোটে। ভোটের আগে থেকেই তিনি জয়ের বিষয়ে যে আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছিলেন, গণনাকেন্দ্রে তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।বিপর্যয়ের ছায়া আরও দীর্ঘ হয়েছে টলিউড সংলগ্ন টালিগঞ্জ কেন্দ্রে। তৃণমূলের অন্যতম হেভিওয়েট নেতা অরূপ বিশ্বাস ৬ হাজারের বেশি ভোটে হেরে গিয়েছেন বিজেপির পাপিয়া দে অধিকারীর কাছে। বেহালা পশ্চিমেও ঘটেছে নক্ষত্রপতন। রত্না চট্টোপাধ্যায়কে এ বার দল বেহালা পশ্চিমের টিকিট দিলেও সেখানকার মানুষ তাঁর ওপর ভরসা রাখেননি। ২৪,৬৯৯ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপির ইন্দ্রনীল খাঁ। উত্তর কলকাতায় ধাক্কা খেয়েছে তৃণমূলের পুরনো ঘাঁটিগুলোও। শ্যামপুকুর কেন্দ্রে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজার পুত্রবধূ তথা বিদায়ী মন্ত্রী শশী পাঁজা পরাস্ত হয়েছেন বিজেপির পূর্ণিমা চক্রবর্তীর কাছে। জয়ের ব্যবধান ১৪,৬৩৩ ভোট। কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় অতীন ঘোষের হার আরও সামান্য; মাত্র ১৬৫১ ভোটে তাঁকে হারিয়েছেন বিজেপির রিতেশ তিওয়ারি। মানিকতলায় বাবার জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারলেন না প্রয়াত সাধন-কন্যা শ্রেয়া পাণ্ডে। বিজেপির পোড়খাওয়া নেতা তাপস রায়ের কাছে ১৫,৬৪৪ ভোটে হেরেছেন তিনি।জেলায় জেলাতেও ধরাশায়ী হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। দমদমে ব্রাত্য বসুর পরাজয় বড় ধাক্কা তৃণমূলের কাছে। বিজেপির অরিজিৎ বক্সী ২৫,২৭৩ ভোটে হারিয়েছেন ব্রাত্যকে। মনে করা হয়েছিল ব্রাত্যের লড়াই সহজ হবে, কিন্তু ব্যালট বক্স অন্য কথা বলেছে। উত্তরবঙ্গের ছবিটা তৃণমূলের জন্য আরও করুণ। মেখলিগঞ্জে পরেশচন্দ্র অধিকারী ২৯,৫৮৪ ভোটে হেরে গিয়েছেন বিজেপির দধিরাম রায়ের কাছে। মনে করা হচ্ছে, পরেশ-কন্যা অঙ্কিতার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার প্রভাব পড়েছে ইভিএমে। দিনহাটায় তিনবারের বিধায়ক উদয়ন গুহকেও ফিরতে হয়েছে খালি হাতে। তাঁকে ১৭,৪৪৭ ভোটে হারিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়। রাজগঞ্জে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মণকে প্রার্থী করে তৃণমূল চমক দিতে চাইলেও জয় আসেনি। তিনি ২১,৪৭৭ ভোটে হেরেছেন দীনেশ সরকারের কাছে। শিলিগুড়িতেও 'গেরুয়া হাওয়া' প্রবল। মেয়র গৌতম দেবকে ৭৩,১৯২ ভোটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছেন বিজেপির শঙ্কর ঘোষ।মুর্শিদাবাদের ডোমকলে একদা দাপুটে পুলিশকর্তা হুমায়ুন কবীর এবার আর তৃণমূলের মুখরক্ষা করতে পারলেন না। তিনি ১৬ হাজারেরও বেশি ভোটে হেরেছেন সিপিএমের মহম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের কাছে। মতুয়া গড়েও ধাক্কা খেয়েছে ঘাসফুল। বাগদায় ৩৪,৬১৬ ভোটে হেরে গিয়েছেন সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর। দমদম উত্তরে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য পরাজিত হয়েছেন বিজেপির সৌরভ সিকদারের কাছে। হারের ব্যবধান ২৬ হাজারের বেশি। ভাঙড়েও নওশাদ সিদ্দিকির জয়রথ থামাতে পারেননি শওকত মোল্লা। ক্যানিং পূর্বের এই বিদায়ী বিধায়ককে ৩২, ০৮৮ ভোটে হারিয়ে নিজের জমি শক্ত করেছেন আইএসএফ নেতা নওশাদ।কলকাতার উপকণ্ঠে বিধাননগরেও সুজিত বসুর মতো হেভিওয়েট প্রার্থীর হার হয়েছে। বিজেপির শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি হেরেছেন ৩৭ হাজারের বেশি ভোটে। রাজারহাট-গোপালপুরে গায়িকা অদিতি মুন্সিকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। মধ্যমগ্রামে হারের মুখ দেখেছেন মন্ত্রী রথীন ঘোষ। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর পশ্চিমে জয়ী হয়েছেন বিদায়ী স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উলুবেড়িয়া পূর্বেও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ১১,৮৩৮ ভোটে জিতে দলের সম্মান রক্ষা করেছেন। চন্দননগরে পরাজয় হয়েছে গায়ক-মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের। বিজেপির দীপাঞ্জনকুমার গুহ তাঁকে ১০ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং কেন্দ্রেও আর ভরসা হয়ে উঠতে পারলেন না বর্ষীয়ান মানস ভুঁইয়া। তিনি হেরেছেন বিজেপির অমলকুমার পন্ডার কাছে। আসানসোল উত্তরে দাপুটে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকও রক্ষা পাননি। তাঁকে ১১,৬১৫ ভোটে হারিয়েছেন বিজেপির কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়।রাজ্যের এই নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, তৃণমূলের বহু পুরোনো ও অভিজ্ঞ নেতারাই মূলত বিজেপির নতুন মুখদের কাছে পরাস্ত হয়েছেন। মেখলিগঞ্জ থেকে আসানসোল, কিংবা শিলিগুড়ি থেকে বিধাননগর; সর্বত্রই হারের গ্লানি নিয়ে ফিরতে হয়েছে রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রীদের। মমতার মন্ত্রিসভায় থাকা একাধিক সদস্যের এই পরাজয় রাজনৈতিক মহলে বিস্ময় তৈরি করেছে। বিশেষ করে শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বা সুজিত বসুর মতো নেতাদের হার শাসক শিবিরের সংগঠনে বড়সড় ফাটলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এমনকি যে সব কেন্দ্রে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত বলে মনে করা হয়েছিল, সেখানেও গেরুয়া ঝড়ের ধাক্কায় খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছেন প্রার্থীরা।

এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও কামারহাটির চিত্রটা তৃণমূলের জন্য কিছুটা স্বস্তির। 'কালারফুল বয়' মদন মিত্র ৫৬৪৬ ভোটে জিতে নিজের দুর্গ রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু সামগ্রিক ফলের বিচারে তৃণমূলের এই হেভিওয়েটদের পরাজয় রাজ্যের রাজনীতিতে এক নতুন মেরুকরণের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। 'নকআউট' পর্বে মন্ত্রী-সান্ত্রীদের এই ধরাশায়ী হওয়ার ছবি বঙ্গ রাজনীতির ইতিহাসে বিরল বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সোমবারের এই ফল কেবল জয়-পরাজয়ের পরিসংখ্যান নয়, বরং এক নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার দলিল হয়ে রইল বাংলার ইতিহাসে। জয়ীরা যখন বিজয় উৎসবে মাতোয়ারা, তখন পরাজিতের শিবিরে শুরু হয়েছে ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি। সব মিলিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ, গেরুয়া ঝড়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র যেন এক লহমায় বদলে গেল এই মে মাসের তপ্ত দুপুরে। একসময়ের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো আজ বিজেপির দখলে, আর ঘাসফুলের বড় বড় সেনাপতিরা আজ রণক্ষেত্র ছেড়ে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। এ এক নতুন বাংলার চিত্র, যা আগামী কয়েক বছর বঙ্গ রাজনীতির অভিমুখ নির্ধারণ করে দেবে।

হুমকি দিলে জানান', রাজনৈতিক দলগুলিকে অভয় দিল কমিশন

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ তপ্ত বাংলায় ভোটগণনার উত্তেজনার মধ্যেই জেলায় জেলায় অশান্তির খবর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবার রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সরাসরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। সাফ জানানো হয়েছে, 'কেউ হুমকি দিলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন'। এই মর্মে একটি টোল ফ্রি নম্বরও (১৮০০ ৩৪৫ ০০০৮) চালু করা হয়েছে কমিশনের তরফে। গণনাকেন্দ্রে বা তার বাইরে কোনো দল হুমকির মুখে পড়লে বা নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে তৎক্ষণাৎ এই নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে। রাজ্যের ২৯৩টি আসনে মঙ্গলবার সকাল থেকেই চলছে গণনার কাজ। বেলা গড়াতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের সামনে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের খবর মিলেছে। সেখানে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে,

কলকাতার জগদীশচন্দ্র বোস কলেজের সামনেও ছড়ায় উত্তেজনা। লাঠি হাতে বিজেপি কর্মীদের জমায়েত দেখে তৃণমূল কর্মীদের পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যও ধরা পড়েছে। খোদ কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। অশান্তির আঁচ পৌঁছেছে জেলাতেও। কল্যাণীর মুরাতিপুরে তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। ব্যারাকপুরে আবার তৃণমূল প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির কাউন্টিং এজেন্টের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুলিশকে দ্রুত হস্তক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। প্রতিটি বুথ ও গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন ভবন। কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না বলেও কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, গণনার দিনে অশান্তি রুখতে তৎপর কমিশন। প্রতীকী ফটো।

ডুবল বালুর তরী, হাবড়ায় 'পরিবর্তন'

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ টানা ২৬ বছর অপরাজেয় থাকার রেকর্ড চূর্ণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগাধ আস্থা এবং জেলের অন্ধকার কাটিয়ে ফেরার লড়াই; সবটাই ফিকে হয়ে গেল জনতার রায়ে। ২০১১ সালে যে হাবড়া থেকে 'পরিবর্তনের' কারিগর হিসেবে উত্থান হয়েছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের, ১৫ বছর পর সেই হাবড়াতেই মুখ থুবড়ে পড়লেন তিনি। বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডলের কাছে ২৩ হাজার ৮০০ ভোটে পরাজিত হয়ে প্রাক্তন এই খাদ্যমন্ত্রীর তরী ডুবল সেই 'পরিবর্তনের' পাল্টা ঢেউয়ে। গণনার শুরুতে ব্যবধান বাড়ালেও বেলা গড়াতেই শুরু হয় 'উলটপুরাণ'। শেষ পর্যন্ত বালুর সাম্রাজ্যের পতন নিশ্চিত করে হাবড়া। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু। ২০০১ সাল থেকে উত্তর ২৪ পরগনার রাজনীতির অবিসংবাদিত নেতা।

রেশন দুর্নীতি মামলায় ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ বলে মনে করেছিলেন অনেকে। কিন্তু বালু বুঝিয়েছিলেন, তিনি পার্থ চট্টোপাধ্যায় নন। ১৪ মাস জেল খাটার পর ২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি জামিন পান তিনি। দুর্নীতির দাগ গায়ে মেখেই যখন পার্থকে দল ছেঁটে ফেলেছিল, বালুর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল উল্টো ছবি। মমতা বার বার তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রেও দলনেত্রীর 'আস্থাভাজন' তকমা কাজে দিয়েছিল তাঁর। যদিও বালুর নিজের পছন্দ ছিল বারাসত আসন, যা তাঁর কাছে 'সহজ' মনে হয়েছিল, কিন্তু দল তাঁকে হাবড়াতেই লড়াইয়ের ময়দানে নামায়। জ্যোতিপ্রিয়ের রাজনীতির হাতেখড়ি কংগ্রেসের হাত ধরে। পরে মমতা যখন নতুন দল গড়ছেন, তখন থেকেই তিনি তাঁর অনুগত সৈনিক। জননেতা হওয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে ২০০১ সালে গাইঘাটা থেকে প্রথম বার বিধায়ক হন।

২০০৬ সালেও সেখানে জয়ী হন। ২০১১ সালে আসনটি সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় তিনি পা রাখেন হাবড়ায়। বাম দুর্গ ভেঙে সে বার ২৫ হাজার ভোটে জিতেছিলেন। ২০১৬ সালে সেই জয়ের ব্যবধান পৌঁছেছিল ৪৫ হাজারে। তবে ২০২১ সালে বিজেপির 'ঝড়ে' কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। সে বার মাত্র ৩, ৮৪১ ভোটে কোনো রকমে মান রক্ষা হয়েছিল। এবার আর শেষরক্ষা হল না। দেবদাস মণ্ডলের কাছে পর্যুদস্ত হতে হল তিন বারের এই বিধায়ককে। মন্ত্রিত্বের দশ বছরে বালুকে ঘিরে বিতর্কের শেষ ছিল না। খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বরুণ বিশ্বাসের খুনের ঘটনায় তাঁর দিকে আঙুল তুলেছিল নিহতের পরিবার। বিরোধীদের মুখে মুখে ঘুরত 'চালচোর' শব্দবন্ধটি। তাঁর অস্বাভাবিক সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে গুঞ্জন ছিল রাজনৈতিক মহলে। ২০২১ সালে ক্ষমতায় ফেরার পর তাঁকে খাদ্য দফতর থেকে সরিয়ে বন মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরনো দুর্নীতির ভূত তাঁর পিছু ছাড়েনি। রেশন দুর্নীতি মামলার সূত্র ধরেই তাঁকে হাজতবাস করতে হয়। জেলের ভেতরে থাকলেও বালুর গুরুত্ব কমেনি তৃণমূলের অন্দরে। দীর্ঘ দিন তাঁর মন্ত্রিত্ব না সরিয়ে দল বুঝিয়ে দিয়েছিল, বালু এখনও 'স্পেশাল'।

শেষ পর্যন্ত 'পরিবারের অনুরোধে' তাঁকে মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো 'একঘরে' হতে হয়নি তাঁকে। বিধায়ক পদে থেকে বিধানসভায় নিয়মিত যাতায়াত করেছেন। এমনকি বারাসত সাংগঠনিক জেলার কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক করে তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছিল সংগঠনের দায়িত্ব। নির্বাচনের টিকিট পাওয়ার লড়াইয়ে মানিক ভট্টাচার্য বা জীবনকৃষ্ণ সাহারা ছিটকে গেলেও মমতা ভরসা রেখেছিলেন বালুর ওপর।

এমনকি তাঁর গ্রেফতারিকে 'ষড়যন্ত্র' বলে জনসভায় সরব হয়েছিলেন খোদ তৃণমূলনেত্রী।

জেলের কালো দাগ মুছে ফেলার জন্য তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব যখন সব শক্তি বাজি রেখেছিল, তখন হাবড়ার মানুষ দুর্নীতির অভিযোগকেই বেশি গুরুত্ব দিলেন। ২৬ বছরের দীর্ঘ বিধায়ক জীবনে এই প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেলেন বালু। গণনার রাউন্ড যত এগিয়েছে, তত স্পষ্ট হয়েছে তাঁর পিছিয়ে পড়া। দেবদাস মণ্ডলের কাছে এই হার কার্যত জ্যোতিপ্রিয়ের রাজনৈতিক কেরিয়ারে এক বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে দিল।

রাজনীতির কারবারিদের মতে, শুধু জয়-পরাজয় নয়, এই নির্বাচন ছিল বালুর গ্রহণযোগ্যতার পরীক্ষা। যে জনভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি উত্তর ২৪ পরগনার 'বেতাজ বাদশা' হয়ে উঠেছিলেন, হাবড়ার ইভিএম সেই ভিতটাই ধসিয়ে দিল।

অধীর অতীত ফের বহরমপুর বিজেপির

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ গড় বাঁচাতে মরিয়া লড়াইয়ে নেমেছিলেন তিনি। লক্ষ্য ছিল ১৯৯৯ সালের সেই রূপকথার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সময়ের চাকা ঘুরে গিয়েছে বহরমপুরের ভাগীরথী দিয়ে। লোকসভা নির্বাচনে ইউসুফ পাঠানের কাছে হারের পর এবার নিজের খাসতালুক বহরমপুর বিধানসভা উপনির্বাচনেও পরাস্ত হলেন অধীর চৌধুরী। বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত (কাঞ্চন) মৈত্রর কাছে হার মানতে হলো প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিকে। ২০২৪-এর লোকসভা বিপর্যয়েও যেখানে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তত লিড বজায় রাখতে পেরেছিলেন অধীর, এবার সেই 'শেষ দুর্গ'ও ধুলিসাৎ হয়ে গেল। ২০২১-এর নির্বাচনে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস তৃতীয় হলেও এবার অধীর দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলেন। বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত মৈত্র নিজের জয়ের ধারা বজায় রাখলেন। তৃণমূল প্রার্থী তথা পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় লড়াইয়ে থাকলেও তৃতীয় স্থানেই সন্তুষ্ট থাকলেন। তিন দশক পর ফের বিধানসভা ভোটের ময়দানে ফিরেছিলেন অধীর চৌধুরী। গত তিন দশকে মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে তাঁর নামই ছিল শেষ কথা। ১৯৯৯ সালে অসম্ভবকে 'সম্ভব' করেছিলেন তিনি। মাত্র এক বছরে কংগ্রেসকে তৃতীয় থেকে প্রথম স্থানে তুলে এনেছিলেন। প্রমথেশ মুখোপাধ্যায়ের মতো দাপুটে আরএসপি নেতাকে প্রায় এক লক্ষ ভোটে হারিয়ে শুরু হয়েছিল 'রবিনহুড' মিথের জয়যাত্রা। লোকসভায় টানা পাঁচবার জয়ের রেকর্ড গড়া অধীর ২০২৪-এ তৃণমূলের ইউসুফ পাঠানের কাছে ৮৫ হাজার ভোটে হেরে বড় ধাক্কা খেয়েছিলেন। এবার নিজের মেজাজে বিধানসভা ভোটে লড়ে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফল বলছে, অধীরের সেই ম্যাজিক আর কাজ করেনি। বহরমপুরের এই বিধানসভা আসনটি বিজেপির দখলেই রয়ে গেল। গত কয়েক বছরে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলেছে। ২০১৬ সালের পর থেকেই কংগ্রেসের একচ্ছত্র গড় মুর্শিদাবাদে থাবা বসাতে শুরু করেছিল তৃণমূল। ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোট থেকে শুরু করে ২০১৯-এর লোকসভা; ধাপে ধাপে জমি হারিয়েছে কংগ্রেস। ২০১৯-এর লোকসভায় অধীর জিতলেও ব্যবধান অনেকটাই কমে এসেছিল। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে গোটা রাজ্যে বাম-কংগ্রেস শূন্য হয়ে গেলেও বহরমপুর লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার মধ্যে ছয়টি জিতেছিল তৃণমূল।

একমাত্র বহরমপুর বিধানসভাটি জিতেছিলেন বিজেপির সুব্রত। সেই সময় কংগ্রেস প্রার্থী মনোজ চক্রবর্তী ছিলেন তৃতীয় স্থানে। এবার সেই কেন্দ্রে অধীর নিজে দাঁড়িয়েও বিজেপির বিজয়রথ থামাতে পারলেন না। প্রচারের ময়দান এবার অধীরের জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন। একদা ছায়াসঙ্গী তথা তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কড়া ব্যক্তিগত আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। নাড়ুগোপাল প্রতিটি সভায় সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, 'নবাবি জমানার মতোই রবিনহুড-এর মিথও ভেসে গিয়েছে ভাগীরথীর জলে'। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা শহরের অলিতে-গলিতে অধীরের প্রচারে বাধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই নেতাকে শুনতে হয়েছে 'গো ব্যাক' স্লোগান। এমনকি ভোট মেটার পরেও শহরের কুঞ্জপুর-সাইদাবাদ এলাকায় অধীর অনুগামীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। অধীরের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম স্বাদ ছিল পরাজয়। ১৯৯১ সালে নবগ্রাম আসনে তিনি সিপিএমের কাছে মাত্র দেড় হাজার ভোটে হেরেছিলেন। তবে ১৯৯৬-এ সেই কেন্দ্র থেকেই ২০ হাজার ভোটে জিতে প্রথমবার বিধানসভায় পা রাখেন। সে সময় ফৌজদারি মামলার জেরে এলাকাছাড়া হয়েও ক্যাসেটে রেকর্ড করা বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করে জয়ের নজির গড়েছিলেন তিনি। ১৯৯৯-এ লোকসভায় জেতার পর বিধায়ক পদ ছেড়েছিলেন। দীর্ঘ ২৫ বছর পর ফের বিধানসভা নির্বাচনে লড়ে হারের তিক্ত স্বাদ পেতে হলো এই বর্ষীয়ান নেতাকে। রেল প্রতিমন্ত্রী থেকে শুরু করে লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা; দিল্লির অলিন্দে দাপিয়ে বেড়ানো অধীর এবার ঘরের মাঠেই কার্যত কোণঠাসা। তৃণমূল ও বিজেপির এই দ্বিমুখী লড়াইয়ের চাপে পিষ্ট হয়েই অধীরের দুর্গের পতন হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৯-এ যে জয়ের ব্যবধান ৮০ হাজারে নেমে এসেছিল, ২০২৪-এ তা পরাজয়ে পরিণত হয়। এবার বিধানসভা উপনির্বাচনেও সেই হারের ধারা অব্যাহত থাকল। নির্বাচনের ময়দানে শান্ত স্বভাবের সুব্রত মৈত্র কোনও বিতর্কে না জড়িয়েই দ্বিতীয়বার বাজিমাত করলেন।

অন্য দিকে, তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক জেলায় মজবুত হলেও বহরমপুর শহরে বিজেপির হিন্দু ভোট এবং কংগ্রেসের ক্ষয়িষ্ণু শক্তির লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল পদ্ম শিবিরই। মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে অধীর-যুগ কি তবে সত্যিই অস্তাচলে? লোকসভার পর নিজের 'সেফ জোন' বিধানসভাতেও এই পরাজয় সেই প্রশ্নই উসকে দিল। তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়ল অধীরের শেষ রক্ষা কবচ। ফাইল ফটো।

বিজেপির জয়ে শিল্পের স্বপ্ন গোয়েঙ্কার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলে উল্লসিত শিল্পমহল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার বাংলায় সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের এই ঐতিহাসিক জয়কে রাজ্যের রুগ্ন শিল্পক্ষেত্রের জন্য এক বড়সড় আশার আলো হিসেবে দেখছেন আরপিএসজি গ্রুপের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। তাঁর মতে, নতুন সরকারের হাত ধরে বাংলা তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে এবং বিনিয়োগের বন্ধ দরজাগুলো আবার খুলে যাবে। নির্বাচনী ফলাফল বলছে, ২০৬টি আসন নিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নবান্নে বসতে চলেছে বিজেপি। আগামী ২৫ বৈশাখ অর্থাৎ ৯ মে রাজভবনে শপথ নিতে পারে নতুন মন্ত্রিসভা। এই পটপরিবর্তনে নিজের সন্তোষ গোপন করেননি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতা ও রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যারপরনাই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর কথায়, 'গত কয়েকবছরে কলকাতা এবং বাংলার পরিস্থিতি যেমন হয়ে দাঁড়িয়েছে

তাতে আমি খুবই অসন্তুষ্ট। সেটা বদলানো দরকার।' তৃণমূল জমানায় বারবার বিদেশ সফর বা বিজনেস কনক্লেভ হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি বলেই মনে করছেন বিশিষ্ট এই শিল্পপতি। বিনিয়োগের আকাল দূর করতে তিনি এখন বিজেপির ওপরই ভরসা রাখছেন। নাম না করে পূর্বতন সরকারকে কটাক্ষ করে সঞ্জীব বলেন, 'প্রথমে ঘোষণা করে তারপর সেই নীতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল-সেটা চলতে পারে না।' নতুন সরকারের কাছে তাঁর প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া। তাঁর বিশ্বাস, বিজেপি ক্ষমতায় আসায় বিনিয়োগকারীরা রাজ্যে টাকা ঢালতে এবার প্রকৃত ভরসা পাবেন। বাংলার নতুন ভোরের স্বপ্নে বিভোর সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় শামিল হতে চান। তিনি বলেন, 'ওই বদলের জন্য ছোট্ট হলেও আমি কিছুটা অবদান রাখতে চাই। নতুন যে সরকার আসছে তার থেকে আমার অনেক আশা। বাংলা নিয়ে শিল্পমহলের মধ্যে ভরসা ফেরাতে পারে এই সরকার। আমরা চাই মানুষ এখানে এসে বিনিয়োগ করুন, শান্তিতে থাকুন। সেটার জন্য সুদৃঢ় নীতি নির্ধারণ করা চাই।' সব মিলিয়ে, শাসকের বদলে বাংলার শিল্প-ভাগ্য ফিরবে কি না, সেদিকেই এখন নজর সবার। ফাইল ফটো।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 05-05-2026 09:30 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

অভেদ্য দুর্গ উত্তরবঙ্গে গেরুয়া সুনামি

রেকর্ড ভোটে ঐতিহাসিক জয় শংকর ঘোষের

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি নাকি আরও বড় কোনো রাজনৈতিক উত্থান? ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট করে দিল যে, উত্তরবঙ্গ আজও ভারতীয় জনতা পার্টির অবিসংবাদিত দুর্গ হিসেবে অটুট রয়েছে। গঙ্গা দিয়ে গত পাঁচ বছরে অনেক জল বয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গের মানুষের পদ্ম প্রীতিতে যে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি, তা রবিবারের নির্বাচনী ফলাফল আরও একবার হাতেনাতে প্রমাণ করে দিল। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে মালদা ও দুই দিনাজপুরের সমতল পর্যন্ত সর্বত্রই এখন প্রবল গেরুয়া ঝড় বইছে। উত্তরবঙ্গের মোট ৫৪টি বিধানসভা আসনের সিংহভাগই এখন বিজেপির দখলে চলে গিয়েছে, যা শাসক শিবিরের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারের নির্বাচনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনটি। সেখানে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ যে রেকর্ড জয় ছিনিয়ে নেবেন, তার আভাস বুথ ফেরত সমীক্ষাতেই মিলেছিল। কিন্তু বাস্তবের ফলাফল সমস্ত রাজনৈতিক হিসেবকে ছাপিয়ে এক নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী তথা বর্ষীয়ান রাজনীতিক গৌতম দেবকে প্রায় ৬১,৯৯৪ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছেন শঙ্করবাবু। প্রাপ্ত ভোটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তিনি একাই পেয়েছেন ১,০০,৮১৯টি ভোট। যদিও ভোটের আগে প্রচার চলাকালীন শঙ্কর ঘোষ সত্তর থেকে পাঁচাত্তর হাজার ব্যবধানে জেতার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিলেন, তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শিলিগুড়ির মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহরে ৬০ হাজার পার করা ব্যবধানে জয় কার্যত এক বিরল ও ঐতিহাসিক ঘটনা। এই জয় প্রমাণ করল যে, শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মানচিত্রে শঙ্কর ঘোষের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা আজ আকাশচুম্বী উচ্চতায় পৌঁছেছে। উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার মোট ৫৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি কার্যত একতরফা আধিপত্য বিস্তার করেছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির মতো জেলাগুলোতে তৃণমূল কংগ্রেস খাতা খুলতে হিমশিম খেয়েছে। শেষ পাওয়া খবর ও প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুযায়ী, বিজেপি উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে ৩০টিরও বেশি আসনে নিজেদের জয় ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছে এবং আরও বেশ কিছু আসনে তারা গণনায় বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে শিখা চট্টোপাধ্যায় ১,০০,৮৫৯টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন ৯৭,৭৭৯ ভোটের পাহাড়প্রমাণ ব্যবধানে জয়ী হয়ে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। এই জয়গুলি প্রমাণ করে যে প্রান্তিক এলাকার মানুষের মধ্যেও বিজেপির সমর্থন কতটা সুসংহত। উত্তরবঙ্গের এই নির্বাচনী ফলাফলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জয়ের বিশাল ব্যবধান। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকা থেকে শুরু করে ডুয়ার্সের গভীর চা বাগান অঞ্চল; অধিকাংশ আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার বা তারও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন। শিলিগুড়ির বিভিন্ন আসনেই দশ হাজারের বেশি ব্যবধানে জয় এসেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সিএএ ইস্যু, চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অভিযোগকে বিজেপি যেভাবে প্রচারের প্রধান হাতিয়ার করেছিল, তার সুফল তারা ব্যালট বাক্সে হাতেনাতে পেয়েছে। সাধারণ মানুষ উন্নয়ন ও প্রতিশ্রুতির বদলে নিজেদের অধিকারের প্রশ্নেই হয়তো বিজেপিকে বেছে নিয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণবঙ্গের চিত্র যাই হোক না কেন, উত্তরবঙ্গ ফের একবার রাজ্যের শাসক দলকে কার্যত শূন্য হাতেই ফেরাল। শিলিগুড়ির রাজপথ থেকে কোচবিহারের অলিগলি; সবই এখন গেরুয়া আবিরের রঙে রঙিন। এই বিশাল জয়ের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শঙ্কর ঘোষ অত্যন্ত নম্রতার সাথে জানান যে, এই জয় তাঁর ব্যক্তিগত কোনো সাফল্য নয়, বরং এটি শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষের আস্থার জয় এবং দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের ফসল। এই ফলাফলের ফলে আগামী দিনে রাজ্যের সামগ্রিক রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব ও রাজনৈতিক দরকষাকষির ক্ষমতা যে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল, তাতে রাজনৈতিক মহলের কোনো সন্দেহ নেই। এই গেরুয়া প্লাবন আগামী লোকসভা নির্বাচনেও বড় প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ মাথাভাঙায়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের ট্রেন্ড আসতেই তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের মাথাভাঙা ২ নম্বর ব্লকের পারডুবি এলাকা। পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের লালন পাড়া সংলগ্ন এলাকায় এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি শিবির। স্থানীয় সূত্রের খবর, নির্বাচনের ফলাফল এবং বিজেপির জয়ের খুশিতে এলাকায় বিজয় উল্লাস শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, সেই সময়ই এলাকার তৃণমূল নেতা পরিমল মণ্ডলের বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। পরিবারের দাবি, হামলাকারীরা বাড়ির বেড়া ভেঙে দেয় এবং ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পারডুবির ১ মাইল সংলগ্ন এলাকাতেও অশান্তির খবর।

জহরুল মিয়া নামে এক ব্যক্তির অভিযোগ, তাঁর বাড়ি ও দোকান লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। বাড়ির সামনে রাখা একটি জেসিভি গাড়ির কাঁচও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি প্রতাপ সরকার বলেন, বিজেপির জয়জয়কারে তৃণমূল উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

আমাদের কোনো কর্মী এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি। নতুন করে অশান্তি রুখতে পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে।

গণনার দিন খোলা প্রাথমিক স্কুল! শেষ মুহূর্তের নির্দেশিকায় বিভ্রান্ত অভিভাবকরা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সোমবার ভোটগণনার দিন জলপাইগুড়ি জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলি সকাল থেকে চালু রাখার নির্দেশ দিল জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ বা ডিপিএসি।

শনিবার বিকালে জারি হওয়া নির্দেশিকায় বলা হয়, স্কুল চলবে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত। কিন্তু ততক্ষণে বেশিরভাগ স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। তাই অভিভাবকদের বড় অংশই সময়মতো খবর পাননি। ফলে সেদিন কত সংখ্যক পড়ুয়া স্কুলে হাজির থাকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ধূপগুড়ির অভিভাবক পূর্ণিমা রায় বলেন, গণনার দিন স্কুল খোলা থাকবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। পরে নির্দেশিকার কথা শুনলাম। কিন্তু অনেক অভিভাবকই জানেন না। ফলে তাঁদের সন্তানদের স্কুল মার যাবে। মিড-ডে মিল যাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তাদের সমস্যা আরও বাড়ছে। ধূপগুড়ির গারোখুটা ৩ নম্বর বিএফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, নির্দেশিকা হাতে আসার সময় অভিভাবকদের জানানো সম্ভব ছিল না। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামল রায় বলেন, ভিইসি-র মাধ্যমে ফোন বা মেসেজ করে জানানোর উদ্যোগ নিলে সমস্যা মেটানো যেত। চা বাগান এলাকার অভিভাবক ভবেশ শৈব্যর মতো অনেকেই শেষ মুহূর্তে খবর পেয়ে সন্তানদের স্কুলে পাঠানো নিয়ে চিন্তায়।

১২৫ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার ডঃ গ্রাহামস হোমসে বাংলায় মঞ্চস্থ রবীন্দ্রনাটক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ১২৫ বছরের গৌরবময় পথচলায় কালিম্পংয়ের ডঃ গ্রাহামস হোমসের সুনাম দারুণ। পড়ুয়ারা পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, গান, নাটক সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শামিল হয়। স্কুলে নাট্যচর্চার ইতিহাস পুরোনো হলেও এতদিন ইংরেজি, হিন্দি ও নেপালিতে নাটক হলেও বাংলায় কোনওদিন মঞ্চস্থ হয়নি। এবার সেই অভাব মিটছে।

রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রাক্কালে ৮ মে দুপুরে নাট্যশিল্পী রত্না ঘোষালের নির্দেশনায় স্কুলের অডিটোরিয়ামে বাংলায় তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হবে। বেছে নেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রোগের চিকিৎসা', 'রোগীর বন্ধু' ও 'অভ্যর্থনা'।

গোটা দেশে ১৬০টি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলের মধ্যে চতুর্থ হিসেবে 'দ্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হল অফ ফেম'-এ রয়েছে এই স্কুল। সাহেবি কেতায় পড়ুয়াদের গড়ে তোলাই দস্তুর, সেখানে বাংলায় নাটকের সিদ্ধান্তে কেউ কেউ অবাক। প্রধান শিক্ষিকা জিনা রাঘবনের কথায়, অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি দক্ষিণ ভারতীয় হলেও বাংলা সাহিত্য পড়তে ভালোবাসি। সেই ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতেই এই উদ্যোগ।

৪ এপ্রিল থেকে প্রাইমারি থেকে হাইস্কুলের পড়ুয়ারা ওয়ার্কশপে যোগ দিয়েছে।

'রোগের চিকিৎসা'য় হারাধন চরিত্রে নবম শ্রেণির ঈশানী সাহা, 'রোগীর বন্ধু'তে বৈদ্যনাথের ভূমিকায় একাদশের অনিরুদ্ধ মণ্ডল, দুখিরামে দশমের মৃদুলা পাল। অবাঙালি পড়ুয়াদের প্রথমে বাংলা উচ্চারণ শেখানো হয়েছে বলে জানান রত্না ঘোষাল।

শিলিগুড়িতে পোলট্রি মুরগির দামে আগুন, কেজিতে বৃদ্ধি ১০-১৫ টাকা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পয়লা বৈশাখের পর থেকেই শিলিগুড়িতে পোলট্রি মুরগির দাম বেড়েছে ১০-১৫ টাকা। হঠাৎ দাম বৃদ্ধিতে নাজেহাল আমজনতা।

ফুলেশ্বরী বাজারে মাংস কিনতে আসা সঞ্জয় রায় বলেন, প্রতিদিনই কিছু না কিছু জিনিসের দাম বাড়ছে। এখন চিকেন কিনতে গেলেই বাড়তি ১০ থেকে ১৫ টাকা খরচ। এভাবে চললে মধ্যবিত্তরা কী করবে? বর্তমানে খোলা বাজারে গোটা পোলট্রি মুরগি বিকোচ্ছে ১৫০ থেকে ১৭০ টাকা কেজিতে। মাংসের দাম ২৫০ থেকে ২৭০ টাকা কেজি। ব্যবসায়ীদের দাবি, আমদানি কম হওয়ায় দাম বেড়েছে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় পোলট্রি মুরগির বৃদ্ধি থমকে গিয়েছে। সেইসঙ্গে মৃত্যুও বেড়েছে। উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় দাম ঊর্ধ্বমুখী। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী উত্তম সাহা বলেন, আবহাওয়ার জেরে উৎপাদনে ঘাটতি। তার জেরেই দাম বেড়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফেডারেশনের রেট কমিটির সহকারী সম্পাদক তন্ময় সাহা জানান, উৎপাদন অনেকটাই কমেছে। আগামীতে আরও একবার দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একলাফে ১৫-২০ টাকা বাড়তে পারে। সাধারণ মানুষ এখন দাম কমার অপেক্ষায়।

আলিপুরদুয়ারে গেরুয়া ঝড় ৫ কেন্দ্রেই বড় ব্যবধানে জয়ী বিজেপি প্রার্থীরা

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে আলিপুরদুয়ার জেলায় বিজেপির দাপট স্পষ্ট। ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রেই বড় ব্যবধানে জয়ী হলেন গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীরা। আলিপুরদুয়ার বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাস জয়ী হলেন ৫০,৩২১ ভোটে। মাদারিহাটে লক্ষণ লিম্বু জিতলেন ৪২,৫২৬ ভোটে। ফালাকাটায় দীপক বর্মন পেলেন ৪৬,৩১৯ ভোটের জয়। কালচিনিতে বিশাল লামা জয়ী হলেন ৩৭,৮১৫ ভোটে। সবচেয়ে বড় জয় এল কুমারগ্রাম থেকে। এখানে বিজেপি প্রার্থী মনোজ উড়াও জিতলেন ৫২,৫০ ভোটে। জেলার প্রতিটি কেন্দ্রেই গণনার শুর রাউন্ড থেকেই এগিয়ে ছিল বিজেপি। ফল ঘোষণা হতেই কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। আবির, বাজি, ঢাক-ঢোলে মেতে ওঠে গেরুয়া শিবির। ২০২১ সালের তুলনায় এবার আলিপুরদুয়ারে বিজেপির ব্যবধান আরও বেড়েছে।

৩২ বছরের প্রতিজ্ঞা পূরণ! বিজেপির জয়ে ধূপগুড়িতে মাথা ন্যাড়া করলেন খোকন তালুকদার

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই এক আবেগঘন ঘটনার সাক্ষী থাকল ধূপগুড়ি। দীর্ঘ ৩২ বছরের কঠিন প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে জনসমক্ষে মাথা ন্যাড়া করলেন স্থানীয় বাসিন্দা খোকন তালুকদার। খোকন জানান, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে সপরিবারে ধূপগুড়িতে আশ্রয় নেন তিনি। সেই সময় থেকেই বিজেপির একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে তাঁর পথচলা শুরু। বুকে বিজেপির ব্যাজ লাগিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; যেদিন বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন করবে, একমাত্র সেদিনই মস্তক মুণ্ডন করবেন। বিজেপির নিরঙ্কুশ জয়ের খবর পৌঁছাতেই আজ ধূপগুড়িতে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। সেই আনন্দেই নিজের দীর্ঘদিনের শপথ রক্ষা করেন খোকন। তাঁর এই কৃত্য দেখতে ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ। খোকন তালুকদারের এই একনিষ্ঠ ত্যাগ ও দলীয় আনুগত্য এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। জেলা রাজনীতির আঙিনায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

কুমারগ্রামে তৃণমূলের ব্লক কার্যালয় ভাঙচুর

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই কুমারগ্রাম থেকে এল রাজনৈতিক অশান্তির খবর। কুমারগ্রাম ব্লকের ঘোড়ামারা এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক কার্যালয়টি ব্যাপক ভাঙচুরের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু ভাঙচুর নয়, তৃণমূলের দলীয় পতাকা সরিয়ে সেখানে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হতেই একদল দুষ্কৃতী ঘোড়ামার ওই দলীয় কার্যালয়ে চড়াও হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুষ্কৃতীরা প্রথমে কার্যালয়ের সামনের ব্যানার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে। এরপর কার্যালয়ের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম ভাঙচুর করা হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, এই তাণ্ডবের নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। কুমারগ্রামে বিজেপি ২১হাজারেরও বেশি ভোটে বিজয়ী হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে।

তুফানগঞ্জে বিজেপির লিডে উৎসবের আমেজ, অকাল হোলিতে মাতলেন কর্মীরা

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ গণনার ট্রেন্ড স্পষ্ট হতেই তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উৎসবের আবহ। বিজেপি প্রার্থী মালতি রাভা রায়ের এগিয়ে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো।

কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় আনন্দ উদযাপন। একে অপরকে আবির মেখে শুভেচ্ছা জানাতে দেখা যায়। ঢাক-ঢোলের তালে নাচে-গানে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মীরা। সঙ্গে বাজি ফাটিয়ে কার্যত অকাল হোলির আমেজ তৈরি হয় গোটা এলাকাজুড়ে। রঙে রঙে ভরে ওঠে তুফানগঞ্জের একাধিক প্রান্ত। সমর্থকদের মুখে শোনা যায় জয়ের স্লোগান।

এই উদযাপন শুধু রাজনৈতিক সাফল্যের ইঙ্গিত নয়, বরং কর্মী-সমর্থকদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের প্রতিফলন হিসেবেও দেখা হচ্ছে। অষ্টম রাউন্ড শেষে মালতি রাভা রায় ১২,৩২৭ ভোটে এগিয়ে আছেন।

গণনার চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগেই এমন উচ্ছ্বাস স্পষ্ট করে দিচ্ছে, তুফানগঞ্জে বিজেপি শিবিরে এখন উৎসবের মেজাজ তুঙ্গে।

পাহাড়ে দাপট বিজেপির, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়ায় বড় জয় পদ্মের

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ দার্জিলিং জেলায় বিজেপির দাপট অব্যাহত। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া;

দুই কেন্দ্রেই বড় ব্যবধানে জয় পেল গেরুয়া শিবির।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন জিতলেন ১,০৪,৪৭২ ভোটে। শুর রাউন্ড থেকেই এগিয়ে থাকা আনন্দময় শেষ পর্যন্ত বিশাল ব্যবধান ধরে রাখেন। অন্যদিকে ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু জয়ী হলেন ৪৬,৭৭৬ ভোটে।

তৃতীয় রাউন্ড থেকেই ১৫ হাজারের বেশি ভোটে লিড নিয়ে থাকা দুর্গা মুর্মু শেষ রাউন্ডে জয় নিশ্চিত করেন। শিলিগুড়ি কলেজে কড়া নিরাপত্তায় গণনা শেষে এই ফল ঘোষণা হয়। দুই কেন্দ্রেই বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো।

২০২১ সালেও উত্তরবঙ্গে বিজেপি ভালো ফল করেছিল। এবার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়ার বড় জয় সেই ধারা আরও শক্তিশালী করল।

ফালাকাটায় খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

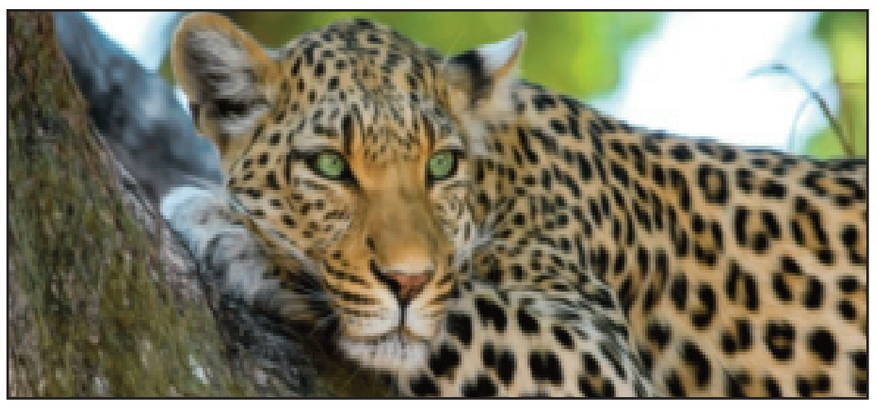

নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ কয়েকদিন ধরে রাত নামলেই আতঙ্কে দিন কাটছিল ফালাকাটার দক্ষিণ পারঙ্গেরপাড় গ্রামের কাদম্বিনী চা বাগান এলাকার বাসিন্দাদের। অভিযোগ, অন্ধকারের সুযোগে একটি চিতাবাঘ নিয়মিত গ্রামে ঢুকে ছাগল তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যা নামলেই কার্যত ঘরবন্দি হয়ে পড়ছিলেন স্থানীয়রা। অবশেষে স্বস্তি মিলল ভোটের ফলাফল ঘোষণার সকালেই। ফালাকাটা ব্লকের কাদম্বিনী চা বাগানের মুন্ডা লাইনে বনদপ্তরের তৎপরতায় খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘটি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবির ভিত্তিতে জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের বনকর্মীরা ছাগলকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে এলাকায় খাঁচা পাতেন।

গত কয়েকদিন ধরে গবাদি পশু নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা বাড়ছিল। পরে গ্রামবাসীরা চিতাবাঘের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। আতঙ্ক বাড়ায় বনদপ্তরের দ্বারস্থ হন গ্রামবাসী। পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে চিতাবাঘটি। বনদপ্তরের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, প্রাণীটির প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। এরপর নিরাপদ আবাসস্থলে ছেড়ে দেওয়া হবে। ঘটনায় আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন কাদম্বিনী চা বাগান ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 05-05-2026 09:30 Page 5

৫ মে ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

মালদা জেলায় বিজেপি ও তৃণমূল ফিফটি-ফিফটি

উমার ফারুক ।। নয়া জামানা ।। মালদা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন(২০২৬) এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে সোমবার। রাজ্যে পালাবদল ঘটিয়ে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করতে চলেছে। এদিন ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় মালদা জেলার ১২ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ও বিজেপি ৬টি করে আসন দখল করেছে। বিজেপি এবারে তৃণমূলের থেকে দুটি আসন ছিনিয়ে নিয়েছে। বিজেপি এবারে হবিবপুর, গাজোল, মানিকচক,মালদহ, ইংলিশবাজার ও বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের গতবারের জেতা চাঁচল মহকুমা এলাকায় চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর,মালতিপুর ও রতুয়া এই চার বিধানসভা এবং মোথাবাড়ি ও সুজাপুর কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে। সুজাপুর কেন্দ্রে রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ৬০২৮৭ ভোটে পরাজিত করেছেন কংগ্রেসের আব্দুল হান্নানকে। তবে কংগ্রেস ও সিপিএম এবারেও জেলায় খাতা খ ুলতে পারেননি যদিও তারা তাদের ভোটার শতাংশ কিছুটা হলেও বাড়িয়েছে।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক জেলার ১২টি বিধানসভার ফলাফল।৪৩ হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জোয়েল মুর্মু ৭৮১৮৮ ভোটে তৃণমূলের অমল কিসকুকে পরাজিত করেছেন। এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ১৪২০৬২, তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ৬৩৮৭৪।৪৪,গাজোল বিধানসভায় বিজেপির চিন্ময়দেব বর্মন তৃণমূলের প্রসেনজিৎ দাসকে ৩৮১৯২ভোটে পরাজিত করেন। বিজেপি পেয়েছে ১৩১৫৪১এবং তৃণমূল পেয়েছে ৯৩৩৪৯ ভোট। চাঁচল মহকুমা এলাকায় তৃণমূল দুর্দান্ত ফল করেছে। ৪৫ চাঁচলে তৃণমূলের প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩৮৭৪ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন।তিনি বিজেপির রতন দাসকে পরাজিত করেন।তৃণমূল পেয়েছে ১২৮০১৪ এবং বিজেপি ৬৪১৪০ ভোট পেয়েছে। ৪৬ হরিশ্চন্দ্রপুরে এমডি মতিবুর রহমান ৪৮২৭১ভোটে জয়ী হন। তিনি বিজেপির রতন দাসকে পরাজিত করেছেন।তৃণমূলের প্রাপ্তি ১১৩১০৪ এবং বিজেপি ৬৪৮৩৩ ভোট পেয়েছে। ৪৭ মালতিপুরে ছিল জোর টক্কর । তবে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি কংগ্রেসের মৌসম বেনজির নুরকে ৫৯৭৪৭ ভোটে পরাজিত করেন।তৃণমূল ১০৪১২৩টি ভোট পেয়েছে এবং কংগ্রেস পেয়েছে ৪৪৩৭৬ভোট। ৪৮ রতুয়ায় তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা সমর মুখার্জি ৩২৫৬২ ভোটে বিজেপির অভিষেক সিংঘানিয়াকে পরাজিত করেছেন। তৃণমূল পেয়েছে ১০৬৮৩৪ ভোট এবং বিজেপি ৭৪২৭২ ভোট। ৪৯ মানিকচকে বিজেপির গৌর চন্দ্র মণ্ডল ১৩৯৩৮ ভোটে তৃণমূলের কবিতা মণ্ডলকে পরাজিত করেছেন।এই কেন্দ্রে বিজেপি ১১০১১৮টি ভোট এবং তৃণমূল ৯৬১৮০ টি ভোট পেয়েছে। ৫০ মালদহে বিজেপির গোপাল চন্দ্র সাহা তৃণমূলের লিপিকা বর্মন ঘোষকে ৫০১২৮ ভোটে পরাজিত করেন।বিজেপি পেয়েছে ১২৩৬৫৬ ভোট এবং তৃণমূল ৭৩৫২৮ ভোট। ৫১ ইংলিশবাজার কেন্দ্রে বিজেপির অম্লান ভাদুড়ী ৯৩৭৮৪ ভোটে তৃণমূলের আশীষ কুণ্ডুকে পরাজিত করেন। এখানে বিজেপি ১৫৪০৯৬ ভোট এবং তৃণমূল ৬০৩১২ ভোট পেয়েছে। ৫২ মোথাবাড়ি বিধানসভায় তৃণমূলের এমডি নজরুল ইসলাম বিজেপির নিবারণ ঘোষকে ১০৪৯৬ ভোটে পরাজিত করেন।তৃণমূলের প্রাপ্তি ৬৫৭০৫ টি ভোট এবং বিজেপি ৫৫২০৯ টি ভোট পেয়েছে। ৫৩ সুজাপুর বিধানসভায় সাবিনা ইয়াসমিন ৬০২৮৭ ভোটে পরাজিত করেছেন কংগ্রেসের আব্দুল হান্নানকে। তৃণমূল পেয়েছে ১১২৭৯৫ টি ভোট এবং কংগ্রেস ৫২৫০৮ টি ভোট। ৫৪ বৈষ্ণবনগরে বিজেপির রাজু কর্মকার ৪৬৮৮১ ভোটে তৃণমূলের চন্দনা সরকারকে পরাজিত করেন। এই আসনে বিজেপির ঝুলিতে ১০৮৬৯২টি ভোট এবং তৃণমূল ৬১৮১১টি ভোট পেয়েছে। জেলার ১২টি আসন পদ্মফুল ও ঘাসফুল শিবিরের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়ায় বাম কংগ্রেস এবারেও শূন্য হাতেই রইলো।

উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূলের দাপট, ইসলামপুর মহকুমার চার কেন্দ্রে বড় জয়

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যজুড়ে ফলাফল মিশ্র হলেও উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমায় তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিশালী উপস্থিতি আবারও প্রমাণিত হল। ইসলামপুর কলেজ ডিসিআরসি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ভোট গণনায় ইসলামপুর, চোপড়া, গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া;এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেই উল্লেখ যোগ্য ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ঘাসফুল শিবির।ভোট গণনার শুরু থেকেই চার কেন্দ্রেই তৃণমূল প্রার্থীরা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে ছিলেন। প্রতিটি রাউন্ডে সেই লিড ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা বড় জয়ে পরিণত হয়। বিশেষ করে ইসলামপুর ও চোপড়া কেন্দ্রে তৃণমূলের বিপুল ব্যবধান রাজনৈতিক মহলে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল অনুযায়ী চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হামিদুল রহমান ৬৯,১২৪ ভোটের ব্যবধানে জয়ী। মোট প্রাপ্ত ভোট ১, ২০,৯৮৬।ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূল প্রার্থী কানাইলাল আগারওয়াল মোট ১,০৭,৭৪৪ ভোট পেয়ে ৪০,৩৯৩ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূল প্রার্থী গোলাম রাব্বানী ৮৩,৪৬৯ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন।

চাকুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূল প্রার্থী মিনহাজুল আরফিন আজাদ ২৮,০০২ ভোটে জয়ী হন।গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়াতেও একই ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে সংগঠনের মজবুত ভিত্তি, স্থানীয় ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা এবং ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৃণমূলের জয়ের মূল চাবিকাঠি হিসেবে উঠে এসেছে।দিনভর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে ইসলামপুর কলেজ ডিসিআরসি কেন্দ্রে ভোট গণনা সম্পন্ন হয়। ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। বিভিন্ন এলাকায় সবুজ আবির, ঢাক-ঢোল এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে জয় উদযাপন করতে দেখা যায়।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উত্তর দিনাজপুরে এই ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনগত শক্তি এবং দৃঢ় জনভিত্তিরই প্রতিফলন। যদিও রাজ্যের সামগ্রিক ফলাফলে ভিন্নতা রয়েছে, তবুও ইসলামপুর মহকুমায় এই জয় আগামী দিনে রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের।

দক্ষিণ দিনাজপুরে গেরুয়া ঝড় ঃ ৬টির মধ্যে ৪টি আসনে জয়ী বিজেপি, ২টি তে তৃণমূল

সাজাহান আলি , নয়া জামানা , দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বিজেপির জোরালো বাতাসে (কার্যত ঝড়ে) দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ধরাশায়ী তৃণমূল কংগ্রেস। জেলার মোট ছটি আসনের মধ্যে বিজেপি জয়লাভ করেছে চারটি কেন্দ্রে।বিজেপি যে চারটি আসনে জয়লাভ করেছে সেগুলি হল কুশমন্ডি , বালুরঘাট , তপন এবং গঙ্গারামপুর। অন্যদিকে যে দুটি কেন্দ্রে ভোট গণনার প্রায় শেষ পর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই প্রার্থী এগিয়ে ছিলেন সে দুটি কেন্দ্র হল কুমারগঞ্জ ও হরিরামপুর। অবশ্য সারা রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পরাজিত হওয়ার পর বালুরঘাট কেন্দ্রের পরাজিত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ ইভিএম মেশিন এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে তারা দলীয়ভাবে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সকাল থেকে ভোট গণনা শুরু হওয়ার পর প্রার্থীদের এগোনো ও পিছনের গতি খুব একটা হের ফের হয়নি। শেষ পর্যন্ত রাত ৮ টার পর সরকারিভাবে ৩৭ নম্বর কুশমন্ডি বিধানসভা আসনে ৮৬৩৭ ভোটে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী তাপস চন্দ্র রায়। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রেখা রায় কে পরাজিত করেন। বিজয়ী প্রার্থী তাপস চন্দ্র রায় মোট ভোট পেয়েছেন ৯৬৪৭৭ টি।জেলার নজরকাড়া কেন্দ্র ছিল ৩৮ নম্বর কুমারগঞ্জ বিধানসভা। জেলা শহর ৩৯ নম্বর বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ কুমার রায়। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের অর্পিতা ঘোষকে ৪৭ হাজার ৫৭৬ ভোটে পরাজিত করেছেন। বিজেপি প্রার্থী ভোট পেয়েছেন ৯৫ হাজার ৬৯৭ টি। জেলার তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ৪০ নম্বর তপন বিধানসভা কেন্দ্রে পুনরায় বিজয়ী হয়েছেন গতবারের বিজয়ী বিধায়ক বিজেপির বুধরাই টুডু । তিনি ৩৬ হাজার ৯৮৭ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী চিন্তামণি বিহাকে পরাজিত করেন।

এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ভোট পেয়েছেন ১ লক্ষ ৫ হাজার ৭৮০ টি ।দক্ষিণ দিনাজপুরের ৪১ নম্বর গঙ্গারামপুর কেন্দ্রে (তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত) বিজয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী তথা গতবারের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় । তিনি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দাস কে ২৫ হাজার ৪১৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে পুনঃ নির্বাচিত হয়েছেন।সারা রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিজেপি অস্বাভাবিক ভালো ফল করায় বালুরঘাট কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ ইভিএম সিস্টেমের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ তুলেছেন। তার বক্তব্য , যেদিন ভোট গ্রহণ শেষ হয় সেদিন ইভিএম এর ব্যাটারির চার্জ যে জায়গায় ছিল আজ গণনা কেন্দ্রে সেই সমস্ত ইভিএম খুলতে দেখা যায় এই ব্যাটারির চার্জ আরো কমে না গিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন , ব্যবহারের ফলে আমরা জানি যে কোনো ব্যাটারির চার্জ ক্রমশ কমে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে ইভিএম এর চার্জ কিভাবে কমে না গিয়ে অবিশ্বাস্য ভাবে বৃদ্ধি পেল তা রহস্যময়। এই বিষয়টি

নিয়ে দলীয়ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে অর্পিতা ঘোষ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন মোটকথা সারা রাজ্য জুড়ে বিজেপির স্বপক্ষে এমন অবিশ্বাস্য রেজাল্ট হতে পারে না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

অবজার্ভারের গাড়ির সাথে টোটোর ধাক্কা, মৃত টোটোচালক!

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেনারেল অবজার্ভারের গাড়ির সঙ্গে টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হলো টোটো চালকের। অবজার্ভারের গাড়ি রাস্তা থেকে ছিটকে পাশের ঝোপে উলটে যায়। তবে গাড়িতে থাকা অবজার্ভার সহ কারোর তেমন ক্ষতি হয়নি। তবে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে টোটো চালকের। রবিবার দুপুরে পতিরাম থানার বাউল সেতুর কাছে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুশমণ্ডি বিধানসভার অবজার্ভার গাড়িতে চেপে বালুরঘাটে আসছিলেন। উলটো দিক থেকে এক টোটোচালক বাউলের দিকে যাচ্ছিলেন। সেসময় টোটোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে উলটে যায় ছোটগাড়িটি।

ঘটনাস্থলেই প্রাণ যায় টোটো চালকের। দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। অবজার্ভার সুস্থ রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত টোটো চালকের নাম খোকন সরকার (৬৬)। বাড়ি পতিরাম থানার বাউল এলাকায়।রবিবার দুপুরে তিনি টোটো নিয়ে ঘাস কাটতে যান। ফেরার পথে বাউল সেতুর কাছে অবজার্ভারের গাড়ির সঙ্গে টোটোর সংঘর্ষ হয়। অভিযোগ, অবজার্ভারের গাড়ি দ্রুত গতিতে থাকায় টোটো দুমড়েমুচড়ে যায়। টোটোচালকেরও মৃত্যু হয়েছে। সংঘর্ষের পর উলটে যায় ছোটগাড়িটি।খবর পেয়ে পতিরাম থানার পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের বাকি গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে অবজার্ভারকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে, কুশমণ্ডির ওই জেনারেল অবজার্ভারের নাম শান মুণ্ডরাজন এস। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গাড়ির আর কারোর কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে, টোটোচালকের মৃতদেহটি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। টোটো ও অবজার্ভারের গাড়ির সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়।

ক্রেতা সেজে অবৈধ অস্ত্র কারবারিকে ধরল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ফের গ্রেপ্তার অবৈধ এক আগ্নেয়াস্ত্র কারবারি।অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ক্রেতা সেজে অভিযান চালায় পুলিশ। ওই অভিযানেই গ্রেপ্তার করা হয় ওই অভিযুক্তকে।

ধৃত যুবক দীর্ঘ দিন ধরেই অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রর কারবার করত বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম মেহেদি ইসলাম। তার বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার কালদিঘি বড়তলা এলাকায়।গোপন সূত্রে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ জানতে পারে, ওই যুবক দীর্ঘ দিন ধরে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের কারবারের সঙ্গে যুক্ত।

এর পরেই পুলিশ ওই আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রেতাকে ধরতে ক্রেতা সেজে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। রবিবার রাতে গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দেখা করার সময় ঠিক হয়।সেই মতো আগে থেকেই জাল বিছিয়েছিল পুলিশ।

নির্দিষ্ট সময়ে অভিযুক্ত যুবক বাসস্ট্যান্ডের ভিতরে একটি কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করতেই গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে।

সিরকি জালে 'লক্ষীলাভ' গৃহবধূদের, স্বনির্ভর ইংরেজবাজারের মহিলারা

নয়া জামানা, মালদা ঃ অভাব অনটনের সংসার সামলাতে বাড়ির পুরুষদের আগে ছুটতে হতো ভিন রাজ্যে। এখন অবস্থা বদলেছে। বাড়ির মহিলারাই প্রশিক্ষণ নিয়ে তৈরি করছেন সিরকি জাল অর্থাৎ, মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত এক প্রকার দেশি ফাঁদ। এটি শুধু মাছ ধরার জন্য নয়, এই জাল বিছিয়ে মাছ শুকোনোর কাজে ব্যবহার করা হয়।মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের সাটটারি চৌধুরীপাড়া এলাকার মহিলারা সিরকি জাল তৈরি করে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। সংসার সামলে অবসর সময়ে এই জাল তৈরি করেন শম্পা চৌধুরী, নীলিমা চৌধুরীরা। তাঁদের বক্তব্য, 'একটা সময়ে আমরা বিড়ি বাঁধার কাজ করতাম। কিন্তু বেশি রোজগার হতো না। অনেকের আবার কোনও কাজ ছিল না।

সংসারের অভাব দূর করতে আমরা কয়েকজন মিলে বেতের জাল তৈরির প্রশিক্ষণ নিই। তারপরেই আমাদের অভাব ঘুঁচেছে।রেখা চৌধুরী নামে এক মহিলা বলেন, 'পুকুর কিংবা নদীতে মাছ চাষের জন্য ঘেরাটোপ হিসেবে এবং সামুদ্রিক মাছ শুকোতে ম্যাট হিসেবে ব্যবহার হয় এই বাঁশের তৈরি জাল। সারা বছর এই জালের চাহিদা রয়েছে।' এক হাজার থেকে বারোশো টাকায় বিক্রি হয় এই সিরকি জাল। প্রতিটি জালে লাভ হয় ৪০০-৫০০ টাকা। বাইরের অনেক মৎস্যজীবী কিনে নিয়ে যাওয়ায় চাহিদা বেড়েছে। বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজু মিয়াঁ বলেন, মহিলাদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ওঁদের দেখে অনেকে উৎসাহিত হবেন। পঞ্চায়েতে আবেদন করলে সহযোগিতা করা হবে।

গাজোলে তৃণমূল নেতার উপর হামলা! ভাঙচুর দোকান ও বাড়ি, মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়া জামানা, মালদা ঃ সম্ভাব্য রাজনৈতিক রদবদলের আবহে চরম উত্তেজনা ছড়াল মালদা জেলায়। গাজোল বিধানসভা এলাকার চাকনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি ত্রিনাথ বিশ্বাসের বাড়ি ও দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাত থেকে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে বিজেপি এগিয়ে থাকার খবর ছড়াতেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উল্লাস দেখা যায়। অভিযোগ, সেই আবহেই একদল দুষ্কৃতী হঠাৎ করে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির বাড়ি এবং দোকানে চড়াও হয়। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুষ্কৃতীরা ভেতরে ঢুকে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের সাধারণ মানুষের মধ্যে।এদিকে, তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত করতে না পেরেই পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এলাকায় সন্ত্রাস কায়েম করতেই বেছে বেছে শাসকদলের পদাধিকারীদের নিশানা করা হচ্ছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং উত্তেজনা প্রশমন করতে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। বর্তমানে এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। তবে এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাপা উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি আপাতত পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের তোলা এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইতিহাস গড়ল বিজেপি, প্রথমবার কুশমন্ডিতে জয় তাপস চন্দ্র রায়ের

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ৮ হাজারের বেশি ভোটে জয়, বুনিয়াদপুর গণনা কেন্দ্রে ফল ঘোষণার পর উচ্ছ্বাসে বিজেপি শিবির।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর মহাবিদ্যালয় গণনা কেন্দ্রে ৩৭ নম্বর কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশিত হতেই এক নতুন রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষী থাকল এলাকা। এই প্রথমবারের মতো কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়লাভ করল বিজেপি।এই কেন্দ্রে প্রায় ৮ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী তাপস চন্দ্র রায়। গণনার শুরু থেকেই তিনি এগিয়ে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবধান অটুট রেখেই জয় নিশ্চিত করেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রেখা রায়কে পরাজিত করে এই ঐতিহাসিক জয় অর্জন করেন তিনি।ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে

সঙ্গেই কুশমন্ডি জুড়ে আনন্দে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। আবির খেলায় মেতে ওঠা, মিষ্টি বিতরণ এবং বিজয় মিছিলের মাধ্যমে উদযাপন করা হয় এই জয়। চারিদিকে উৎসবের আবহ লক্ষ্য করা যায়।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই প্রথম জয় কুশমন্ডিতে বিজেপির সংগঠনকে নতুন মাত্রা দিল এবং আগামী দিনে এই ফলাফল স্থানীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

বিজয়োল্লাস হুটখোলা গাড়িতে গোপাল চন্দ্র সাহারা বর্ণাঢ্য রোড শো, জনসমুদ্রে বিজেপি

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ পুরাতন মালদা শহর এলাকায় নজরকাড়া ভাবে বিজয় উল্লাসে মেতে উঠলেন বিজেপি প্রার্থী গোপাল চন্দ্র সাহা।সোমবার ভোট গণনার ফল প্রকাশের পর বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করে তিনি ৫০,১২৮ ভোটে এগিয়ে থেকে বিজয়ী হন।

এরপরই হুটখোলা গাড়িতে চেপে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেন তিনি।তার সঙ্গে ছিলেন অসংখ্য কর্মী-সমর্থক। গেরুয়া আবিরে রাঙা হয়ে ওঠে চারপাশ, ফাটানো হয় আতশবাজি, ওঠে জয়ধ্বনি ও স্লোগান।শহরের প্রধান প্রধান মোড়ে মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়, অনেকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে নবনির্বাচিত প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানান।গোপাল চন্দ্র সাহা সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং জানান, এই জয় সাধারণ মানুষের আস্থা ও সমর্থনের ফল।

তিনি আশ্বাস দেন, আগামী দিনে এলাকার উন্নয়নে আরও জোর দিয়ে কাজ করবেন। বিজয় মিছিলে উৎসবের আবহে কার্যত গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে ওঠে পুরাতন মালদা শহর।

ফল প্রকাশের পরই উত্তপ্ত মালদহ, তৃণমূল নেত্রীর অফিসে হামলা ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, মালদহ ঃ ভোট গণনার ফল প্রকাশের পরই মালদহ শহরে উত্তেজনার পারদ চড়ল।কানির মোড় এলাকায় তৃণমূল নেত্রী চৈতালী ঘোষ সরকারের

ব্যক্তিগত অফিসে দুষ্কৃতীদের হামলার অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। চৈতালি সরকার মালদহের তৃণমূল নেতা প্রয়াত বাবলা সরকারের স্ত্রী।

অভিযোগ, কিছু দুষ্কৃতী অফিসে ঢুকে তালা ভেঙে ভাঙচুর চালায় এবং লুটপাটেরও চেষ্টা করে। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।এই ঘটনায় তৃণমূল নেত্রী চৈতালী ঘোষ সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।অন্যদিকে, একই দিনে পুরাতন মালদহ পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডেও দেখা যায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি।স্থানীয় তৃণমূল কার্যালয়ের দেওয়াল থেকে দলের নাম মুছে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

শুধু তাই নয়, পার্টি অফিসে তালা ঝুলতেও দেখা যায়।কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

রাজ্যে রাজনৈতিক ফলাফল ঘোষণার পর এই ধরনের ঘটনার জেরে এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে

এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি।স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 05-05-2026 09:30 Page 6

ভবিষ্যদ্বাণী ভুল, সাগরদিঘীতে জয়ী বাইরন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সাগরদিঘীতে তৃণমূলের জয়, বাইরন বিশ্বাসের প্রত্যাবর্তনে নতুন বার্তা নিজেকে নিয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি, কিন্তু বাস্তব ফল সেই অনুমানকে ভুল প্রমাণ করল। তবুও সেই ভুল ভবিষ্যদ্বাণীই যেন শেষ পর্যন্ত শুভ ফল বয়ে আনল বাইরন বিশ্বাসের জন্য। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে তিনি শুধু জয়ীই হলেন না, বরং বিপুল ব্যবধানে জিতে রাজনৈতিকভাবে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করলেন। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ্যে আসতেই সোমবার দুপুর থেকে সাগরদিঘী জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা রাস্তায় নেমে বিজয় মিছিলে অংশ নেন। হাতে দলীয় পতাকা, মুখে স্লোগান;সবুজ আবিরে রঙিন হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ঢাকের তালে তালে নাচ, বাজনার ছন্দে উচ্ছ্বাস;এক কথায় উৎসবমুখর হয়ে ওঠে জনপদ। এই কেন্দ্রে বাইরন বিশ্বাস মোট ৩৪,৪২৫ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন, যা এই নির্বাচনে একতরফা ফলাফলের ইঙ্গিত বহন করে। ভোট গণনার শুরু থেকেই তিনি এগিয়ে ছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত সেই ধারা বজায় রেখে বড় জয় নিশ্চিত করেন। এই ফল শুধু সংখ্যার নিরিখে নয়, রাজনৈতিক বার্তার দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। জয়ের পর বাইরন বিশ্বাস জানান, তএই জয় মানুষের জয়। তবে আমার জয়ের ব্যবধান আরও বেশি হবে বলে ভেবেছিলাম। সাগরদিঘীর মানুষ আমাকে যে ভালবাসা ও সমর্থন দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।দ তাঁর এই মন্তব্যে যেমন আত্মসমালোচনার সুর রয়েছে, তেমনই রয়েছে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভোটের আগে বাইরন বিশ্বাস নিজেই দাবি করেছিলেন যে ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি ও জঙ্গিপুর সহ একাধিক কেন্দ্রে শাসকদল পরাজিত হতে পারে এবং তিনিও পিছিয়ে পড়তে পারেন। বাস্তবে দেখা গেল, সেই পূর্বাভাস পুরোপুরি মেলেনি। যদিও ফরাক্কা ও জঙ্গিপুরে তৃণমূল পরাজিত হয়েছে, তবে সুতি কেন্দ্র ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে দল। আর সাগরদিঘীতে বাইরন বিশ্বাস নিজে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য বিধায়ক নির্বাচিত হলেন। দলীয় নেতৃত্বের মতে, এই জয়ের পেছনে রয়েছে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা এবং সাধারণ মানুষের আস্থা। অন্যদিকে, এই ফলাফল আগামী দিনে সাগরদিঘী তথা মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভেঙে পড়ল শেষ দুর্গও ! পরাস্ত অধীর, ফের জয়ী বিজেপির সুব্রত

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের নির্বাচনে এক তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী থাকল মুর্শিদাবাদ। কংগ্রেসকে তৃতীয় স্থান থেকে প্রথমে তুলে আনার লক্ষ্যে দ্বিতীয়বারের মতো লড়াইয়ে নেমেছিলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টা সফল হল না। এই কেন্দ্রে জয় ছিনিয়ে নিলেন বিজেপি প্রার্থী সুব্রত (কাঞ্চন) মৈত্র। ফলে বহু বছরের রাজনৈতিক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও অধীরকে সন্তুষ্ট থাকতে হল দ্বিতীয় স্থানেই। এক সময় বহরমপুর অধীরের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৯৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি কার্যত অসম্ভবকে সম্ভব করে কংগ্রেসকে তৃতীয় স্থান থেকে প্রথম স্থানে তুলে আনেন। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এই কেন্দ্রে নিজের প্রভাব বজায় রাখেন এবং টানা পাঁচবার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই প্রভাব ক্রমশ কমতে শুরু করে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সেই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট রূপ নেয়। বিজেপির সুব্রত মৈত্র এই কেন্দ্রে নিজের অবস্থান মজবুত করে জয় নিশ্চিত করেন। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ও বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ফলে ত্রিমুখী লড়াইয়ে কংগ্রেস পিছিয়ে পড়েছে, যা জেলার রাজনীতিতে বড় বার্তা দিচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ফলাফল কেবল ব্যক্তিগত পরাজয় নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিফলন। দীর্ঘদিন ধরে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের প্রভাব থাকলেও ২০১৬ সালের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ধীরে ধীরে সেই জায়গা দখল করতে শুরু করে। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং পরবর্তী লোকসভা ভোটে তার প্রভাব স্পষ্ট হয়। পাশাপাশি বিজেপিও এই অঞ্চলে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক বাড়াতে সক্ষম হয়েছে, যার ফলে নতুন ত্রিমুখী সমীকরণ তৈরি হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারের সময়েও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস কর্মীদের বাধার অভিযোগ ওঠে, এমনকি 'গো ব্যাক' স্লোগানও শুনতে হয় অধীরকে। অন্যদিকে, তৃণমূল ও বিজেপি উভয় পক্ষই নিজেদের সংগঠন মজবুত করে ভোটে নামায়। এর ফলেই ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হয়েছে জনমতের পরিবর্তন। সব মিলিয়ে, বহরমপুরের এই ফলাফল রাজ্যের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে। একদিকে কংগ্রেসের ঐতিহ্যবাহী ঘাঁটিতে ধস, অন্যদিকে বিজেপির উত্থান এবং তৃণমূলের ধারাবাহিক উপস্থিতি;এই তিনের মিলিত প্রভাব ভবিষ্যতের রাজনৈতিক লড়াইকে আরও জটিল করে তুলবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হবে এবং জনসংযোগ ও সংগঠনের শক্তিই নির্ধারণ করবে চূড়ান্ত ফলাফল।

ডোমকলে লাল ঝড় ঃ মোস্তাফিজুরের জয়ে সিপিএমের খরা কাটল

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্রে অবশেষে খরা কাটাল সিপিএম। দীর্ঘদিনের রক্তক্ষরণের পর এই কেন্দ্রে জয়ের মুখ দেখল বাম শিবির। সিপিএম প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান (রানা) উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবীরকে পরাজিত করে জয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছেন। ফলাফলের এই প্রবণতা ঘিরে এলাকায় শুরু হয়েছে লাল শিবিরের উচ্ছ্বাস। মোস্তাফিজুর রহমান দীর্ঘদিন ধরেই বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এক পরিচিত মুখ।

ছাত্রজীবনে এসএফআই-এর সক্রিয় কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে হাতেখড়ি তাঁর।

পেশাগতভাবে শিক্ষকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি, পাশাপাশি রয়েছে পারিবারিক ব্যবসা। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও ডোমকল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তবে সেবার পরাজিত হতে হয়েছিল তাঁকে। এবারের নির্বাচনে সেই হার থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ের মুখ দেখছেন তিনি। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে ছিলেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর। এর আগে ডেবরা কেন্দ্র থেকে জয়ী হওয়ার পর দল তাঁকে ডোমকলে প্রার্থী করে। তবে স্থানীয় রাজনীতিতে 'বহিরাগত' ইস্যু বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে। ডোমকলের 'ঘরের ছেলে' হিসেবে মোস্তাফিজুরের গ্রহণযোগ্যতা ভোটে প্রভাব ফেলেছে বলেই অনুমান। ভোটের আগে ডোমকল পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রায় ৫০০ পরিবার তৃণমূল ছেড়ে সিপিএমে যোগদান করে। তাঁদের অভিযোগ ছিল, দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ জমে থাকলেও শাসকদল তা গুরুত্ব দেয়নি। যোগদানের পর থেকেই এলাকায় সংগঠন মজবুত করতে সক্রিয় হয় সিপিএম। ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মিছিল, জনসংযোগ;সব মিলিয়ে সংগঠনকে চাঙ্গা করার চেষ্টা চালানো হয়। প্রচারের সময় থেকেই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন মোস্তাফিজুর। তৃণমূল প্রার্থীকে 'বহিরাগত' বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন, তএটা শুধু ট্রেলার, আসল ছবি এখনও বাকি।দ ফলাফলের এই চিত্র সেই মন্তব্যকেই যেন বাস্তবে পরিণত করল।

আইনি লড়াই জিতে ভোটার, জয়ে ফরাক্কায় নজির গড়লেন মোতাব শেখ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে এক নজিরবিহীন আইনি লড়াইয়ের পর কংগ্রেস প্রার্থী মোতাব শেখের জয় রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্য তৈরি করেছে। ট্রাইবুনালের বিচারে বৈধ ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর মনোনয়নের শেষ দিনে প্রার্থী হিসেবে নাম জমা দিয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সেই লড়াইয়ের ফল মিলল নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে, হাত চিহ্নে জয় এনে দিলেন মোতাব শেখ । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিশেষ ক্ষেত্রে এসআইআর ট্রাইবুনালের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি ঘটে মোতাব শেখের নাম। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবাজ্ঞনমের নেতৃত্বে গঠিত ট্রাইবুনাল শুনানি শেষে তাকে বৈধ ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কমিশনের পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে বিচারপতির বাসভবনেই এই গুরুত্বপূর্ণ শুনানি সম্পন্ন হয়, যা গোটা প্রক্রিয়াকে আরও ব্যতিক্রমী করে তোলে। আইনজীবী ফিরদৌস সামিম এই রায়কে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বলেন, তবিধায়ক হিসেবে তার সাফল্য কামনা করি।দ অন্যদিকে মোতাব শেখ নিজেও এই আইনি জয়কে গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি হিসেবে দেখছেন। প্রসঙ্গত, মোতাব শেখের ভোটার পরিচয় নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় তিনি মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি। এরপরই তিনি সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। শীর্ষ আদালত দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়ে জানায়, প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ট্রাইবুনালে আবেদন করা যেতে পারে। সেই নির্দেশ মেনেই দ্রুত শুনানি এবং রায় ঘোষণা করা হয়। ২০১৮ সালের পাসপোর্ট এবং ২০১২ সালের ভোটার কার্ডসহ প্রয়োজনীয় নথি পেশ করা হয় ট্রাইবুনালে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও অতিরিক্ত সিইও ও যুগ্ম সিইও সওয়াল করেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত দিক বিবেচনা করে ট্রাইবুনাল মোতাব শেখকে বৈধ ভোটার হিসেবে ঘোষণা করে। এই রায় শুধু একজন প্রার্থীর জয় নয়, বরং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আইনি স্বচ্ছতা ও নাগরিক অধিকারের এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

জাকির হোসেনকে হারিয়ে জঙ্গিপুরে জয়ী বিজেপি প্রার্থী চিত্ত মুখার্জি

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের নির্বাচনে এক চমকপ্রদ ফলাফল সামনে এসেছে, যা রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রভাবশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জাকির হোসেনকে পরাজিত করে বিজেপি প্রার্থী চিত্ত মুখার্জির জয় অনেকের কাছেই অপ্রত্যাশিত ছিল। তবে এই ফলাফল যেন আবারও প্রমাণ করে দিল, গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে সাধারণ মানুষই। নির্বাচনের আগে পর্যন্ত জাকির হোসেনকে হেভিওয়েট প্রার্থী হিসেবেই ধরা হচ্ছিল। তাঁর সংগঠন, জনসংযোগ এবং আর্থিক সক্ষমতা;সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ভোটের বাক্স খুলতেই ছবিটা একেবারে বদলে যায়। সাধারণ মানুষের নীরব রায়ে ভর করে বিজেপি প্রার্থী চিত্ত মুখার্জী এগিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে নেন। এই জয়ের পেছনে বড় ভূমিকা নিয়েছে দলীয় কর্মীদের একনিষ্ঠ পরিশ্রম এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ফলাফল শুধু কোনও ব্যক্তির জয় নয়, বরং এটি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ও ক্ষোভের প্রতিফলন। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, স্থানীয় সমস্যা, উন্নয়নের দাবি এবং জনসংযোগের ঘাটতি বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হয়েছে যে শুধু অর্থবল বা প্রভাবই জয়ের একমাত্র চাবিকাঠি নয়। সাধারণ পরিবারের প্রার্থী হয়েও মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব, যদি তিনি মানুষের পাশে থাকেন এবং তাদের কথা শোনেন। জঙ্গিপুরের এই ফলাফল রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক চিত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। একইসঙ্গে এটি অন্য রাজনৈতিক দলগুলির জন্যও একটি বার্তা;জনগণের রায়কে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে। সব মিলিয়ে, জঙ্গিপুরে আটিতে পদ্মফুলদ ফোটা শুধু একটি রাজনৈতিক ঘটনা নয়, এটি গণতন্ত্রের শক্তিরই এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

হুমায়ুনের জোড়া ভিকট্রি, মুর্শিদাবাদের নবাব হুমায়ুন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহের মধ্যেই নজর কেড়েছেন হুমায়ুন কবীর। সদ্য গঠিত আম জনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি)-র প্রতিষ্ঠাতা নিজেই নওদা ও রেজিনগর; এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়ে চমক তৈরি করেছেন। নওদায় তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক সাহিনা মুমতাজকে ২৭,৯৪৩ ভোটে এবং রেজিনগরে আতাউর রহমানকে ৫৮,৮৭৬ ভোটে পরাজিত করেন তিনি। যদিও রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্রে দলের প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেননি, তবুও হুমায়ুনের এই ব্যক্তিগত সাফল্য রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরই মুর্শিদাবাদে শুরু হয় উচ্ছ্বাস। সমর্থকেরা আবির নিয়ে রাস্তায় নামেন এবং 'মুর্শিদাবাদের নবাব হুমায়ুন কবীর জিন্দাবাদ' স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। রাজ্যজুড়ে গেরুয়া ঝড়ের মধ্যেও এই জয়কে ব্যতিক্রম হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। হুমায়ুন কবীর বরাবরই বিতর্কিত এবং চমকপ্রদ রাজনৈতিক চরিত্র। ২০১১ সালে কংগ্রেসের বিধায়ক হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু। ২০১৬ সালে নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। এরপর ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক হন এবং মন্ত্রীত্বও পান। কিন্তু ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে দলবিরোধী অবস্থানের জেরে তাঁকে তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণের দাবি নিয়ে তাঁর অবস্থান তখন রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয়। বহিষ্কারের পরেও তিনি বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ঘোষণা করেন, তৃণমূলকে 'শিক্ষা' দিতেই তিনি নিজের দল গড়বেন। সেই ঘোষণার পরেই তৈরি হয় এজেইউপি।

শুরুতে ২৯৪টি আসনে লড়াইয়ের পরিকল্পনা থাকলেও শেষমেশ প্রায় ১৪৩টি আসনে প্রার্থী দেয় দল। তবে নির্বাচনের আগেই একাধিক প্রার্থী দলত্যাগ করেন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে কার্যত একক নেতৃত্বেই ভোটযুদ্ধে নামে দলটি। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, এজেইউপি-র একমাত্র জয়ী প্রার্থী হুমায়ুন কবীর নিজেই। ভোটের আগে একটি স্টিং ভিডিয়ো ঘিরে বিতর্কও তৈরি হয়। সেই ভিডিয়োতে তাঁকে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে মন্তব্য করতে এবং বিজেপির সঙ্গে সম্ভাব্য সমঝোতার ইঙ্গিত দিতে শোনা যায় বলে দাবি করা হয়। যদিও প্রথমে তিনি ভিডিয়োটিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারসাজি বলে উড়িয়ে দেন, পরে জানান ভিডিয়োটি আসল হলেও তা সম্পাদিত। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ভিডিয়োটি প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিতর্কের জেরে তাঁর জোটসঙ্গী এআইএমআইএম সম্পর্ক ছিন্ন করে। ভোটপর্বও ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। নওদায় ভোটের আগের রাতে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। ভোটের দিন বুথের সামনে উত্তেজনা ছড়ায়, এমনকি 'চোর' স্লোগানও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। পাল্টা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান হুমায়ুন। তাঁর 'সিটি' প্রতীক নিয়েও বিতর্ক হয়, যা তিনি নিজের রাজনৈতিক পরিচয়ের অংশ বলেই দাবি করেন। জয়ের পর হুমায়ুন কবীর বলেন, এই সাফল্য তাঁর একার নয়, নওদা ও রেজিনগরের মানুষের। তিনি জানান, তএই জয় শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জয়। মানুষের রায়ই শেষ কথা, আর সেই রায় আজ আমার হাতে।দ পাশাপাশি এই জয়কে তিনি দীর্ঘদিনের লড়াই, ত্যাগ এবং মানুষের ভালবাসার স্বীকৃতি বলেও উল্লেখ করেন। তবে এখন বড় প্রশ্ন, ভবিষ্যতে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান কী হবে। দুই কেন্দ্র থেকে জয়ী হওয়ায় একটি আসন তাঁকে ছাড়তেই হবে। কাকে সেই আসন ছেড়ে দেবেন এবং রাজ্যের বৃহত্তর রাজনীতিতে তিনি কোন পথে হাঁটবেন, তা নিয়েই জল্পনা শুরু হয়েছে। বিজেপি ও তৃণমূল; এই দুই প্রধান শক্তির বাইরে থেকে উঠে এসে হুমায়ুন কবীর যে বার্তা দিলেন, তা রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা।

রঘুনাথগঞ্জে ঘাসফুলের জয়জয়কার ঃ ৪০ হাজারের বেশি ব্যবধানে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী আখরুজ্জামান

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ মুর্শিদাবাদের ৫৯ নম্বর রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ফের উড়ল সবুজ আবির। টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ভোট গণনা শুরু হলেও, সময় যত গড়িয়েছে ব্যবধান তত স্পষ্ট হয়েছে। শেষ হাসি হাসলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আখরুজ্জামান। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের নাসির সেখকে বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে নিজের আসন ধরে রাখলেন তিনি।সকাল থেকেই রঘুনাথগঞ্জ গণনা কেন্দ্রের বাইরে ছিল কর্মী-সমর্থকদের ভিড়। প্রথম কয়েক রাউন্ডে দুই শিবিরের মধ্যে কিছুটা টক্কর দেখা দিলেও, বেলা বাড়ার সাথে সাথে চিত্রটা পাল্টাতে শুরু করে। রাউন্ড যত এগিয়েছে, তৃণমূল প্রার্থী আখরুজ্জামানের লিড ততই পাহাড়প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী, তৃণমূল প্রার্থী আখরুজ্জামান তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের নাসির সেখের প্রাপ্ত ভোট পেয়েছে ৪৮২৪৮, বিজেপির প্রার্থী সুরজীত পোদ্দারের প্রাপ্ত ভোট ৩৫০২৯, এবং সিপিআইএমের প্রার্থী আবুল হাসনাৎ এর প্রাপ্ত ভোট ১২৮৯৭।তৃণমূল প্রার্থী আখরুজ্জামান তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের নাসির সেখকে ৪০,৫৫৫ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। রঘুনাথগঞ্জের এই জয় ঘাসফুল শিবিরের জমি যে আরও শক্ত করল, তা বলাই বাহুল্য।ফলাফল স্পষ্ট হতেই রঘুনাথগঞ্জের রাস্তায় নেমে আসে সবুজ ঝড়। আবির খেলায় মেতে ওঠেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। জয়ের পর উচ্ছ্বসিত আখরুজ্জামান সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন এই জয় রঘুনাথগঞ্জের সাধারণ মানুষের জয়। তাঁরা উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছেন। মানুষের এই ভালোবাসার মর্যাদা আমি কাজের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেব। অন্যদিকে, এই বড় ব্যবধানে হারের পর মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস শিবিরে নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা। কেন এই বিপর্যয়? সংগঠনের কোথায় খামতি ছিল? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলা কংগ্রেস মহলে শুরু হয়েছে জোরদার আত্মসমীক্ষা। বিশাল ব্যবধানে এই জয় রঘুনাথগঞ্জে তৃণমূলের আধিপত্যকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করল। এখন দেখার, আগামী দিনে এলাকার উন্নয়নের ধারাকে আখরুজ্জামান কতটা ত্বরান্বিত করতে পারেন।

ডোমকলে কড়া নিরাপত্তায় ভোট গণনা, তিন কেন্দ্রে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ডোমকল। ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এবার নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসন। ডোমকল গার্লস কলেজে তৈরি হওয়া গণনা কেন্দ্রকে ঘিরে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাখা হয়েছে সাঁজোয়া গাড়ি। কার্যত নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা। ডোমকল গার্লস কলেজে একসঙ্গে রাণীনগর, ডোমকল এবং জলঙ্গি; এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই গণনা কেন্দ্র চত্বরে তৎপরতা চোখে পড়ে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টরা ধাপে ধাপে প্রবেশ করতে শুরু করেন। সকালে রাণীনগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌমিক হোসেন গণনা কেন্দ্রে ঢোকার সময় আত্মবিশ্বাসী সুরে বলেন, তজয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

দ অন্যদিকে জলঙ্গি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নব কুমার সরকারও সমান আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে জানান, তরাজ্যে পরিবর্তন আসছে, জয় আমারও সময়ের অপেক্ষা।দ ফলে তিনটি কেন্দ্রেই ফলাফল নিয়ে জোরদার রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও খামতি রাখা হয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সাঁজোয়া গাড়ি থেকে নজরদারি চালাচ্ছেন, পাশাপাশি মোতায়েন রয়েছে বিপুল পুলিশ বাহিনী। প্রবেশপথে কড়া তল্লাশি এবং পরিচয়পত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।

জেলার অন্যান্য অংশেও একইভাবে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ডোমকল ছাড়াও বহরমপুর, কান্দি, জঙ্গিপুর ও লালবাগে গণনা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেই জেলার মোট ২২টি বিধানসভা আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ গণনা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। এখন নজর সবার;শেষ পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে কার ঝুলিতে যায় জয়ের মালা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 05-05-2026 09:30 Page 7

চায়ের দোকান থেকে বিধানসভা ঃ মোদীর পথের ছায়ায় কৃষ্ণকান্ত সাহার উত্থান

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া বিধানসভা কেন্দ্র এবার সাক্ষী থাকল এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক উত্থানের। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা জয়ী হয়ে শুধু একটি আসন দখল করেননি, তিনি তুলে ধরেছেন সংগ্রাম, অধ্যবসায় এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার এক অনন্য উদাহরণ।ডেউচা পাঁচামীর প্রত্যন্ত গ্রাম ডেউচা রঘুনাথপুর;এই ছোট্ট গ্রাম থেকেই শুরু তাঁর পথচলা। আর্থিক অনটনের মধ্যে বড় হওয়া কৃষ্ণকান্ত সাহার শৈশব কেটেছে কঠোর বাস্তবতার মধ্যে। বাবার চায়ের দোকানে কাজ করে সংসারে সাহায্য করা ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এই অভিজ্ঞতা অনেকটা মনে করিয়ে দেয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবনের প্রথম দিকের লড়াইকে, যিনি ছোটবেলায় চা বিক্রি করে নিজের পরিবারকে সহায়তা করেছিলেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর কৃষ্ণকান্ত সাহা নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। এলাকায় গৃহ শিক্ষক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু তাঁর কাজ শুধুই পেশা ছিল না;ছিল এক সামাজিক দায়বদ্ধতা।

ডেউচা পাঁচামী এলাকার অসংখ্য গরিব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের তিনি বিনা পয়সায় পড়িয়েছেন। অনেক সময় পড়ানোর মতো নির্দিষ্ট জায়গাও ছিল না, তবুও থেমে থাকেননি। গাছতলা, কারও উঠোন; যেখানেই হোক, শিক্ষা পৌঁছে দিয়েছেন দরিদ্রদের কাছে। এই মানবিক উদ্যোগই তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও আপন করে তোলে। ধীরে ধীরে এলাকার মানুষের আস্থা অর্জন করে তিনি রাজনীতির ময়দানে প্রবেশ করেন। আর সেই আস্থারই প্রতিফলন দেখা গেল এবারের নির্বাচনে। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে কৃষ্ণকান্ত সাহা শুধু জয়ীই হননি, তিনি পরপর দু'বার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়িকা নীলাবতী সাহাকে দশ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করে শক্ত বার্তা দিয়েছেন।জয়ের পর ভোটকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আবেগঘন কণ্ঠে তিনি বলেন;তজাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা আমাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। এই জয় মানুষের জয়। মা নন্দী কিশোরীর জয় ।দকৃষ্ণকান্ত সাহার এই উত্থান প্রমাণ করে;সংগ্রাম কখনও ব্যর্থ হয় না। সঠিক ইচ্ছাশক্তি, মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম থাকলে, একটি সাধারণ পরিবার থেকেও উঠে আসা একজন মানুষ সমাজের নেতৃত্ব দিতে পারে। আর সেই কারণেই তাঁর গল্প অনেকের কাছে আজ অনুপ্রেরণা, অনেকটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবনের মতোই সংগ্রাম থেকে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার এক বাস্তব উদাহরণ।

সারা রাজ্যে গেরুয়া সাইক্লোন ঃ বীরভূমে মিশ্র ফলাফল- ১১টির মধ্যে ৬ আসনে বিজেপি, ৫-এ তৃণমূল

নয়া জামানা ।। বীরভূম

সারা রাজ্য জুড়ে যখন গেরুয়া ঝড় বইছে, তখন বীরভূম জেলায় দেখা গেল মিশ্র ফলাফল। ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৬টি দখল করল বিজেপি, আর ৫টিতে জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে।তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছে নলহাটি, মুরারয়, হাসন, বোলপুর ও নানুর;এই পাঁচটি কেন্দ্র।

অন্যদিকে বিজেপি ছিনিয়ে নিয়েছে লাভপুর, দুবরাজপুর, সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট ও ময়ূরেশ্বর।নলহাটি কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী রাজেন্দ্র প্রতাপ সিং বিজেপির অনিল সিং-কে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। মুরারয় কেন্দ্রেও একই ছবি;তৃণমূলের মোশারফ হোসেন পুনরায় জয়ী হয়ে নিজের আসন ধরে রাখলেন। হাসন কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ জয়ী হয়েছেন স্বচ্ছন্দ ব্যবধানে।বোলপুর কেন্দ্রে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা চতুর্থবারের মতো জয়ী হয়ে নিজের শক্ত ঘাঁটি অটুট রাখলেন। নানুরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে তৃণমূল প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝি বিজেপির খোকন দাসকে পরাজিত করেন।অন্যদিকে বিজেপি শিবিরে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে জয় পাওয়ায়। লাভপুর কেন্দ্রে বিজেপির দেবাশীষ ওঝা বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিনহাকে হারিয়ে আসন দখল করেন। দুবরাজপুরে বিজেপির অনুপ সাহা দ্বিতীয়বারের জন্য জয়ী হয়ে আসন ধরে রাখলেন, পরাজিত করলেন তৃণমূলের নরেশ বাউরিকে।সিউড়ি কেন্দ্রে বিজেপির রাজ্য নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় তৃণমূলের উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে নেন। সাঁইথিয়ায় বিজেপির কৃষ্ণকান্ত সাহা দুইবারের তৃণমূল বিধায়ক নীলাবতী সাহাকে পরাজিত করে চমক দেন।সবচেয়ে বড় ধাক্কা লাগে রামপুরহাট কেন্দ্রে, যেখানে বিজেপির ধ্রুব সাহা পরাজিত করেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ময়ূরেশ্বরে বিজেপির দুধকুমার মণ্ডল দুইবারের তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ রায়কে হারিয়ে জয়লাভ করেন।সব মিলিয়ে, বীরভূমে এই ফলাফল স্পষ্ট করে দিচ্ছে;জেলার রাজনৈতিক জমি আর আগের মতো একপেশে নেই, বরং দ্বিমুখী লড়াই আরও তীব্র হয়েছে।

টিউশন যাওয়ার পথে পড়ুয়াকে হেনস্থা ,থানায় অভিযোগ দায়ের

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ টিউশনি পড়তে যাওয়ার পথে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে হেনস্তার অভিযোগ উঠল কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে এই অভিযোগের ভিত্তিতে পরিবারের পক্ষ থেকে বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রী এদিন সকালে হেঁটে টিউশনি যাচ্ছিল। সেই সময় দু'টি মোটরবাইকে করে চার-পাঁচজন যুবক তার পিছু নেয়। রাস্তায় তার পথ আটকানোর চেষ্টা করা হয়। এমনকি, অশালীন মন্তব্য করা হয় বলেও অভিযোগ। প্রাণভয়ে ওই ছাত্রী দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে বাইক থেকে নেমে দু'-তিনজন যুবক তার পিছু ধাওয়া করে।

কোনোমতে একটি জায়গায় লুকিয়ে পড়ে সে। সেইসময় সেখান দিয়ে যাওয়া এক মহিলা তাকে আতঙ্কিত অবস্থায় দেখে এগিয়ে আসেন। মহিলাকে দেখে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।ওই মহিলা ছাত্রীর কাছ থেকে পরিবারের ফোন নম্বর নিয়ে বাড়িতে খবর দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে বাড়ি নিয়ে যান।

ছাত্রীর মা বলেন, ঘটনায় আমরা অত্যন্ত আতঙ্কিত। পুলিশ-প্রশাসনের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া

।পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগ হয়েছে। কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

চিকিৎসা ছেড়ে রাজনীতিতে! তবুও অপ্রত্যাশিত হার, কল্যাণীতে জয়ী বিজেপি প্রার্থী

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ কল্যাণীতে উড়লো গেরুয়া আবির। সর্বমোট ১, ১৪,৪৬৯ ভোটে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী অনুপম বিশ্বাস। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী তথা চিকিৎসক অতীন্দ্র নাথ মন্ডল।প্রসঙ্গত, কল্যাণী হল নদীয়া জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র। নদীয়ার মধ্যে হলেও বিধানসভা কেন্দ্রটি পড়ে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে। বিধানসভা কেন্দ্রটির বয়সও নবীন। তৈরি হয় ২০১১ সালে। বিধানসভা গঠনের পর কল্যাণীবাসীরা প্রথম রায় দেন ২০১১ সালের ভোটে। পালাবাদলের হাওয়ায় ওই বছর রাজ্যের অন্য বিভিন্ন প্রান্তের মতো কল্যাণীতে ওড়ে সবুজ আবির। জয়ী হয় তৃণমূল।

কল্যাণী থেকে সেইবার বিধায়ক হন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ২০১৬ সালেও তাঁর উপরই ভরসা রাখে কল্যাণীবাসী। টানা দু'বার জয়ের পর ২০২১ সালের ভোটে কল্যাণীতে হোঁচট খায় তৃণমূল। ওই বছর তৃণমূল কল্যাণী থেকে নতুন প্রার্থী দেয়। দাঁড় করায় অনিরুদ্ধ বিশ্বাসকে। তাঁর উল্টো দিকে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হন অম্বিকা রায়। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর দুই হাজারের কিছু বেশি ভোটের ব্যবধানে কল্যাণী তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় বিজেপি। এই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ২ লক্ষ ৫৭ হাজার ভোটার রয়েছে।২০২৬ এ কল্যাণী বিধানসভা থেকে তৃণমূলের টিকিট দেওয়া হয় চিকিৎসক অতীন্দ্রনাথ মন্ডলকে। নিজের চিকিৎসা জীবন থেকে সাময়িক বিরতি নেওয়ার পর অতীন্দ্রনাথ মন্ডল জোর কদমে তার বিধানসভা এলাকায় জুড়ে তৃণমূলের হয়ে ভোট প্রচার চালালেও শেষমেষ বিপুল ভোটে হেরে যান। তার প্রাপ্ত ভোট ৭৯৬৭৭।

তেহট্টে 'পদ্ম' ফোটালেন সুব্রত কবিরাজ!

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ২০১১ সালের পর ২০২৬, দেড় দশকের ব্যবধানে বঙ্গে ফের বদল।প্রত্যাবর্তন নয়, পরিবর্তনকেই বেছে নিল বাংলার মানুষ। প্রথমবার বঙ্গে সরকার গড়তে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি, তাও আবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। সেই গেরুয়া ঝড়ের আবহেই জয়ী হলেন তেহট্ট বিধানসভা বিজেপি প্রার্থী সুব্রত কবিরাজ।তৃণমূল কংগ্রেসের দিলীপ পোদ্দার, তেহট্ট বিধানসভা থেকে ৮৩৮৮৫ ভোট পান। তবে তার থেকেও ১১২১৩৮ ভোট পান বিজেপি প্রার্থী। ফলে সর্বমোট ২৮২৫৩ ভোটে জয়ী হলেন সুব্রত কবিরাজ। নদীয়ায় ভোট শেষে বেতাই বি আর আম্বেদকর কলেজে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন পলাশীপাড়ার জয়ী প্রার্থী তথা বিজেপির বর্তমান বিধায়িকা অনিমা দত্ত। এই বিষয়টি নিয়ে কমিশনে অভিযোগও দায়ের করেছিলেন তিনি। কিন্তু অবশেষে সব জল্পনা কাটিয়ে তেহট্টে শেষমেষ ফুটলো পদ্মফুলই।

বীরভূমের গেরুয়া ঝড়ের মধ্যও শেষ হাসি হাসলো হাঁসনের কাজল শেখ

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ হাঁসনে সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাঙ্কে বরাবরই ভালই ছাপ রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে এখানকার গ্রামীণ অর্থনীতি আদিবাসীদের উপরেও অনেকটাই নির্ভরশীল। অতীতে এটি কংগ্রেসের একটি শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। কংগ্রেসের মিল্টন রশিদ ২০১৬ সালে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন। তবে তার আগে ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা জিতেছেন অসিত কুমার মাল। তবে ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় এই কেন্দ্রে জয়লাভ করেন।তারপর এখানে তৃণমূলের দাপুটে নেতা তথা বীরভূমের জেলা পরিষদের সভাধিপতি হন কাজল শেখ। অন্যদিকে বিজেপি এখানে আদিবাসী ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের সমস্যাকে হাতিয়ার করে হিন্দু ভোট একত্রীকরণের চেষ্টা করেছে। এবারও তাঁদের বাজি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ই। অন্যদিকে কংগ্রেস তাদের হারানো দুর্গ পুনরুদ্ধারে মরিয়া। কিন্তু সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রায় ৩২ হাজারের বেশি ভোটে হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হলেন কাজল শেখ। বীরভূমসহ রাজ্যের একাধিক জেলায় গেরুয়া ঝড় উঠেছে এবং অবিস্মরণীয় ভোটের হারে গেরুয়া শিবির বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রে কাজল শেখের এই জয় ভবিষ্যতে তৃণমূল শিবিরের ঘাঁটিকে মজবুত করতে কতটা সহায়তা করে, তাই এখন বিবেচ্য বিষয়।

বীরভূমে গেরুয়া ঝড়ে ফিকে তৃণমূল, 'কেষ্ট'র কার্যালয়ে নিস্তব্ধতা

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ একসময় রাজ্য রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল বীরভূম। বামদুর্গ ভেঙে অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে এই জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর দাপুটে নেতৃত্ব, বিতর্কিত মন্তব্য ও সাংগঠনিক দখলদারির রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী শিবিরকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। সেই সময়েও তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন হিসেবেই পরিচিত ছিলেন 'কেষ্ট'।তবে সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলেছে। অনুব্রতর অনুপস্থিতির সময়ে জেলায় কাজল শেখের উত্থান সংগঠনকে ধরে রেখেছে। তবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে চিত্রটা একেবারেই আলাদা। বীরভূম জেলার ১১টি আসনের মধ্যে ৬টিতে এগিয়ে থেকে কার্যত বড় ধাক্কা দিয়েছে বিজেপি। যেখানে আগের বিধানসভা নির্বাচনে দশটিতে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস।প্রসঙ্গত, অনুব্রতর গড় বলেই পরিচিত বোলপুর। এখান থেকেই জেলার কার্যালয়ে কোর কমিটি সহ উচ্চ নেতৃত্বে একাধিক বৈঠক হয়েছে।

বীরভূমের মতো জেলায় যেখানে আগে কখনও এত আসনে পদ্মফুল ফোটেনি, সেখানে এবার গেরুয়া আবিরে রাস্তায় নেমে উচ্ছ্বাসে মেতেছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। কেষ্ট গড়েই কোথাও বাজল উচ্চস্বরে বক্স, আবার কোথাও স্লোগান। অন্যদিকে অনেকটাই নিস্তেজ তৃণমূল শিবির। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে দশটার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোলপুরে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভোটের খবরে নজর রেখে ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। পাশাপাশি ফোনে বিভিন্ন বিধানসভা ক্ষেত্রের ব্লক ও অঞ্চল স্তরের নেতৃত্বদের থেকেও খোঁজ খবর নেন। এখানেই তিনি খাওয়া-দাওয়া সরেন বলেই জানা গিয়েছে। তবে সকালের দিকে কার্যালয়ে কর্মী-সমর্থকদের ঠাসা ভিড় থাকলেও, বেলা গড়াতেই তা কমতে থাকে। সারাদিন ধরে অন্যান্য নির্বাচনের মতো দলীয় কার্যালয়ে ভিড় বা কর্মীদের আনাগোনা দেখা যায়নি।

বিকেলের দিকেও সেখানে ছিল স্পষ্ট নিস্তব্ধতা। হাতে গোনা কয়েকজন কর্মী-সমর্থক ছাড়া ভিড় চোখে পড়েনি।এবারে নির্বাচনে জেলায় ফলাফল অনুযায়ী, বিজেপি ৬টি আসন দখল করেছে এবং তৃণমূল পেয়েছে ৫টি। রামপুরহাট, লাভপুর, সাঁইথিয়া ও সিউড়ির মতো আসনে জয় নিশ্চিত ছিল বলেই মনে করেছিল তৃণমূল শিবির। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন অনুব্রত; এমনটাই জানা গিয়েছে দলীয় সূত্রে।বিশেষ করে বোলপুর শহরে লিড না পাওয়ায় আরও হতাশ 'কেষ্ট'। এবারের নির্বাচনে বোলপুরকে 'পাখির চোখ' করে একাধিক জনসভা ও ওয়ার্ডভিত্তিক বৈঠক করেছিলেন তিনি। বোলপুরে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ জয়লাভ করলেও অধিকাংশ ওয়ার্ডেই আশানুরূপ লিড না মেলায় স্বাভাবিকভাবেই ধাক্কা খেয়েছে দলীয় নেতৃত্ব।এদিন তৃণমূল সূত্রে জানা যায়, হার-জিত রাজনীতির অংশ। কিন্তু এত উন্নয়নের পরেও এমন ফল আশা করা যায়নি। এমনটাই মত তাঁর দলের একাংশের।এদিকে রাজ্যের অন্যান্য অংশেও, বিশেষত কলকাতা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের মতো জেলাগুলিতে তৃণমূলের একাধিক পরিচিত মুখের পরাজয়ও তাঁকে অবাক করেছে। এমনটাই জানা গিয়েছে দলীয় সূত্রে। যদিও এদিন চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি। ফল ঘোষণার পর সন্ধ্যার দিকে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি বক্তব্য দেওয়ার কথা থাকলেও, তিনি এদিন কোন বক্তব্য না দিয়েই সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরে যান।বোলপুরে তৃণমূলের আসনে জয়লাভ করে চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি থেকেছি তাই জয় হয়েছে। কিছু জায়গায় গাফিলতি ছিল সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে।

শহরের ভোট ভেবেছিলাম ভালো হবে, কিন্তু তা হয়নি। কেন কিছু জায়গায় পিছিয়ে পড়েছি তা পরে বিশ্লেষণ করে দেখা হবে।

করিমপুরে 'পরাজিত' হলেন অভিনেতা সোহম

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে করিমপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে লড়েন অভিনেতা-বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী এবং তিনি বিজেপির প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে পরাজিত হন।জনপ্রিয় এই তারকা প্রার্থীর হারের পেছনে প্রধান কারণগুলি হিসেবে প্রথমে উঠে আসছে ভোটের ব্যবধান। বিজেপি প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে সোহম ১০,১৮৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।প্রথম দিকে এগিয়ে ছিলেন সোহম।

ষষ্ঠ দফা কাউন্টিং শেষেও তিনি প্রায় ২১ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়েছিলেন। তবে, শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের এই তারকা প্রার্থী করিমপুর কেন্দ্রে হেরে যান, যা ভোটের ফলাফলে একটি বড় অঘটন ছিল।নির্বাচনের আগে, ২০২৪ সালে নিউটাউনে একটি রেস্তোরাঁর মালিককে মারধর করার ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হওয়ার পর সোহমের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই ঘটনার জন্য তিনি ক্ষমাও চেয়েছিলেন, কিন্তু তা ভোটারদের ওপর প্রভাব ফেলেছিল।এছাড়াও ২০২৬ সালের শুরুর দিকেই সোহমের বিরুদ্ধে ঋণ নিয়ে তা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ এবং মামলা হয়েছিল, যা তাঁর জনপ্রিয়তায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। বিশ্লেষকদের মতে, এই কারণগুলি জনতার মনে যথেষ্ট চাপ ফেলেছিল যার প্রভাব শেষমেষ দেখা দিল ইভিএমে।

সিউড়ি,দুবরাজপুর- সাঁইথিয়া,মৌরেশ্বর ঃ গেরুয়া ঝড়ে পরিবর্তনের বার্তা, প্রশ্নের মুখে তৃণমূল !

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সিউড়ি মহকুমার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র;সিউড়ি, দুবরাজপুর ও সাঁইথিয়া, পাশাপাশি রামপুরহাট মহকুমার মৌরেশ্বর;এই চার কেন্দ্রেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। ফলাফলে স্পষ্ট, উন্নয়ন বনাম পরিবর্তনের লড়াইয়ে ভোটাররা শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনের পক্ষেই আস্থা রেখেছেন। গোটা এলাকায় যেন এক নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের সূচনা হলো, যার অভিঘাত বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতেও পড়তে বাধ্য।সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়লাভ করেছেন। দুবরাজপুরে জয় আরও বড় ব্যবধানে;প্রায় ৩৮ হাজার ভোট।

সাঁইথিয়ায় ১০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়েছে বিজেপি, আর মৌরেশ্বরে ২০ হাজারেরও বেশি ভোটে জয় নিশ্চিত হয়েছে গেরুয়া শিবিরের।

এই পরিসংখ্যান শুধু জয়ের ব্যবধান নয়, বরং জনমতের প্রবল স্রোতেরই প্রতিফলন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।এই ফলাফলের পর স্বাভাবিকভাবেই উঠছে প্রশ্ন;তকেনই পরিবর্তন হলো?দ দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের একাংশের ক্ষোভ কি এই ফলাফলের মাধ্যমে সামনে এলো? রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, একাধিক ইস্যু এই পরিবর্তনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষ করে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ার ঘটনা রাজ্যের তরুণ সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছে। চাকরির অনিশ্চয়তা, নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ, তকাটমানিদ সংস্কৃতি নিয়ে বারবার ওঠা অভিযোগ;সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের ক্ষোভ জমতে থাকে। পাশাপাশি ডবল ডবল চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। এই সব কারণ কি ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হলো?;এই প্রশ্ন এখন তৃণমূল শিবিরের অন্দরেই ঘুরছে।এই প্রেক্ষাপটে সাঁইথিয়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, এ জয় মানুষের জয়। মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন, তাই আমি জয়ী হয়েছি। তাঁর এই বক্তব্যে স্পষ্ট, বিজেপি এই জয়কে সরাসরি জনসমর্থনের প্রতিফলন হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে।অন্যদিকে সিউড়ি কেন্দ্রের জয়ী প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন পূরণ হলো।;এই মন্তব্যে আদর্শগত রাজনীতি ও সংগঠনের দীর্ঘদিনের লক্ষ্যের কথাও সামনে আনা হয়েছে। বিজেপি শিবির এই ফলাফলকে মোদীজির ভারত-এর উন্নয়ন মডেলের উপর মানুষের আস্থার প্রতিফলন বলেই দাবি করছে। তাদের মতে, কেন্দ্রীয় প্রকল্প, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও শক্তিশালী প্রশাসনের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং প্রতিশ্রুতি পূরণে ঘাটতির বিষয়গুলো বিরোধীদের প্রচারে বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছিল।তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ফলাফল একপাক্ষিক ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। স্থানীয় ইস্যু, প্রার্থীর ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা, সংগঠনের শক্তি এবং ভোটের দিনকার পরিস্থিতি;সব কিছু মিলিয়েই তৈরি হয় এই ধরনের ফলাফল। সব মিলিয়ে, সিউড়ি মহকুমা ও মৌরেশ্বরের এই চারটি কেন্দ্র যেন বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক প্রতিচ্ছবি;যেখানে উন্নয়ন, ক্ষোভ, প্রত্যাশা ও বাস্তবতার সংঘাতে শেষ পর্যন্ত রায় দিয়েছে সাধারণ মানুষই।

৮
৫ মে ২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

পূর্বস্থলী থেকে মন্তেশ্বর-সব খানেই বিজেপির বিজয় পতাকা

অত্রি চক্রবর্তী, নয়া জামানা,কালনা ঃ কালনা মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে ব্যাপক জয় পেল বিজেপি। পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামীকে ৩০,৪৩৪ ভোটে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায়। একইভাবে, পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকে ১৬,৪১৬ ভোটে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন বিজেপির প্রার্থী প্রাণকৃষ্ণ তপাদার। কালনা বিধানসভা কেন্দ্রেও তৃণমূল প্রার্থী দেবপ্রসাদ বাগকে ২৮,২৮৭ ভোটে পরাজিত করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সিদ্ধার্থ মজুমদার। অপরদিকে, মন্তেশ্বর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে ১৪,৭৯৮ ভোটে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সৈকত পাঁজা। ভোট গণনা শেষে কালনা কলেজ প্রাঙ্গণে বিজয়ী প্রার্থীদের ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন এলাকায় মাইক বাজিয়ে ও আনন্দের মাধ্যমে এই জয় উদযাপন করা হয়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জয় মানুষের ঃ মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ এক কথায় ল্যান্ড স্লাইড জয়। বর্ধমান দক্ষিণের বাহুবলী তৃণমূল নেতা তথা বিদায়ী বিধায়ক খোকন দাস কে ৩০ হাজার ৪৭০ টি ভোটে পরাজিত করে স্বাভাবিকভাবেই শহর জুড়ে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু বর্ধমান দক্ষিণের লড়াকু বিজেপি প্রার্থী তথা আইনজীবি মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। সোমবার বর্ধমানের ইউ আই টি বিল্ডিং এ জেলা সভাপতি অভিজিত তা সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে ভোট গ্রহন কেন্দ্রে চলে যান বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা।

উৎকণ্ঠার প্রহর গুনতে গুনতে একসময় কয়েক রাউন্ড পেরুতেই বুঝতে পারেন মানুষের আশীর্বাদ ঝড়ে পরছে তার উপরেই। এরপর ১৮ রাউন্ডের পরে খোকন দাসকে ৩০ হাজার ৭৭৭ টি ভোটে পরাজিত করে নিজের জয়যাত্রা শুরু করে দিলেন। এদিন মৌমিতা দেবী বলেন, এ হল দুর্নীতির উপর মানুষের জয়। মানুষ পরিত্রান চেয়েছিল, মুক্তি চেয়েছিল। স্বাধীনতা পেলেও পশ্চিমবঙ্গে এবং বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভায় মানুষ পরাধীনতার শিকল পায়ে বেঁধে চলেছিলেন বাধ্য হয়ে। মানুষ যখনই নির্ভয়ে অবাধে ভোট দিতে পেরেছে তাতেই এই ফল মিলেছে। আগামি দিনে বর্ধমানের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবেন বলে জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী।

বারাবনিতে চমক ঃ মেয়র বিধান উপাধ্যায়কে হারিয়ে জয়ী বিজেপির অরিজিৎ রায়

নয়া জামানা,বারাবনি ঃ বারাবনি বিধানসভায় হারলেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র তথা তিনবারের বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের বিধান উপাধ্যায়। তাকে ১১,৪২০ ভোটে হারালেন বিজেপির অরিজিৎ রায়। একেবারে শেষ মুহূর্তে মনোনয়ন জমা দেওয়ার দুদিন আগে অরিজিৎ রায়কে বারাবনিতে বিজেপির করা হয়। বারাবনিতে হারলেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র জয় পেলেন বিজেপির অরিজিৎ রায় বারাবনি বিধানসভায় হারলেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র তথা তিনবারের বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের বিধান উপাধ্যায়। তাকে ১১,৪২০ ভোটে হারালেন বিজেপির অরিজিৎ রায়। একেবারে শেষ মুহূর্তে মনোনয়ন জমা দেওয়ার দুদিন আগে অরিজিৎ রায়কে বারাবনিতে বিজেপির করা হয়। এদিন জয়ের পরে অরিজিৎ বলেন, ২০২১ সালের পরে এই বারাবনিতে বিজেপির নেতা ও কর্মীদের উপরে অনেক অত্যাচার হয়েছে। গত ৫ বছর ধরে অনেকেই ঘরছাড়া রয়েছে। প্রাণের ভয়ে অনেকে ভিনরাজ্যে পালিয়েছে। তাদেরকে আমরা এবার ফিরিয়ে আনবো। তিনি এই প্রসঙ্গে বেশকিছুটা আবেগ প্রবণ হয়ে আরো বলেন, দলের এইসব কর্মীদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিচার দেবো।

পূর্ব বর্ধমানে গেরুয়া ঝড় ঃ দুই মন্ত্রীর ইন্দ্রপতন, ১৬-র মধ্যে ১৩ আসনে বিজেপির দখল

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ রাজ্যের অনান্য জেলার সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানে গেরুয়া ঝড়ে কার্যত বিপর্যস্ত তৃনমূল কংগ্রেস। জেলার দুই মন্ত্রী সহ ১৬ আসনের মধ্যে ১৩ টি আসনেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। যে আসন গুলোতে তৃনমূল কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত ছিল সেই আসন গুলোতে ধুয়ে মুছে গেছে তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলার বেশিরভাগ কেন্দ্র থেকেই প্রথম রাউন্ড এর গণনা শেষে বিজেপির জয়ের খবর আসতে থাকে। তবে বেশ কয়েকটি আসনে পিছিয়ে ছিল বিজেপি। কিন্তু যত রাউন্ড বেড়েছে ততই বিজেপি প্রার্থীদের জয়ের খবর আসতে শুরু করে। এদিন জেলার সবকটি হেভিওয়েট নেতাই ভোটে পরাজিত। পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথও পরাজিত হয়েছেন। বাম জামানা থেকে একটানা চারবার তিনি জয়ী হয়ে আসছিলেন। একই সঙ্গে আরেক বিদায়ী মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী মন্ত্রেশ্বর আসন থেকে বিজেপি প্রার্থীর কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এছাড়াও জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার মেমারি কেন্দ্র থেকে বিজেপির কাছে পরাজিত। তিনি আবার বর্ধমান পৌরসভার কাউন্সিলার। জেলা থেকে পরাজিত হয়েছেন আর এক দলীয় হেভিওয়েট প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ষিয়ান নেতা তথা তৃনমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি।

জয়ের ধারে কাছে পৌঁছে যেতে পারলেন না জামালপুরের ভূমিপুত্র তথা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক। সেখানকার ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খানের সঙ্গে দল করতে এসে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু ভোটের ফলাফলে হেরে গেলেন। প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়ে হারলেন দুই যুব নেতা ভূতনাথ মালিক ও রাসবিহারী হালদার। হেরে গেলেন গতবারের তৃনমূল বিধায়ক খোকন দাস। বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপির মহিলা প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি। যদিও লোকমুখে প্রচার ছিল দক্ষিণ আসনে তৃনমূল কংগ্রেসের পরাজয় ঘটবে। ভোটে হেরেছেন আর এক বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। এবার জামালপুরের বদলে দল তাঁকে গলসি কেন্দ্রে টিকিট দেয়। কিন্তু ওই আসনে বিজেপির যুব নেতা রাজু পাত্রের কাছে পরাজিত হয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা জেলার দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী নিকটতম বিজেপি প্রার্থীর কাছে বড়ো ব্যাবধানে হেরেছেন। স্বপন দেবনাথ বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরেছেন ১৬ হাজার ৪১৬ ভোটে। আর সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী হেরেছেন ১৪ হাজার ৭৯৮ টি ভোটে। উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে পূর্বস্থলী উত্তর থেকে পরাজিত হয়েছেন বসুন্ধরা গোস্বামী। তিনি এক সময়ের বাম নেতা ক্ষিতি গোস্বামীর মেয়ে। ভাতার কেন্দ্র থেকে পরাজিত তৃনমূল কংগ্রেসের আর এক তরুণ নেতা তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোঁয়ার। আউসগ্রামে হারলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার। তিনিও তৃনমূল কংগ্রেসের একজন হেভিওয়েট ছিলেন এই জেলায়। এদিকে এই খবর লেখা পর্যন্ত বর্ধমান দক্ষিণ, উত্তর, খন্ডঘোষ কেন্দ্র গুলোর গণনার ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি কাউন্টিং সেন্টার থেকে। কিন্তু দুপুর থেকে শহর বর্ধমান সহ জেলায় গেরুয়া আবির মেখে হাজার হাজার বিজেপি কর্মী সমর্থক রাস্তায় নেমে এসে উচ্ছাসে ফেটে পড়েন। কোন কোন জায়গায় বাজনা বাজিয়ে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে দেখা যায়। রাস্তার দুধারে থাকা তৃনমূল কংগ্রেসের সমস্ত পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়। বেশিরভাগ এলাকায় একই ছবি ধরা পড়ে। অন্যদিকে ফলাফল ঘোষণা হবার পর বেশ কয়েকটি এলাকায় অপ্রীতিকর ঘটনারও খবর আসে। খন্ডঘোষ বিধানসভায় তৃনমূল কংগ্রেস এগিয়ে থাকলেও ওই কেন্দ্রে বেরুগ্রাম অঞ্চলে তৃনমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ঢুকে তান্ডব চালায় বিজেপি। এই অভিযোগ তৃনমূল কংগ্রেসের। যদিও বিজেপির তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। এদিন বিকেলে বর্ধমানের ইউআইটি গণনা কেন্দ্রের ভিতরে তৃনমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী এজেন্ট সৌভিক পানকে বেধড়ক মারধর করে মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়। সবকিছু ঘটে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের সামনে। যদিও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি বহিনীর জওয়ানদের। সকালবেলা ইউআইটি গণনা কেন্দ্রের মধ্যে সাংবাদিক দের ধাক্কাধাক্কি করেন বাহিনীর জওয়ানরা। সাংবাদিক দের দাবি ছিল ফলাফল নিয়ে তাদের কোন খবরাখবর দেওয়া হচ্ছে না।, সে কথা জানানোর জন্য জেলাশাসকের কাছে সাক্ষাৎ করতে চাইলে বাহিনী কয়েকজন সাংবাদিককে হেনস্থা করেন। সাংবাদিকরা এর প্রতিবাদে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এসে পরিস্থিতি সামাল দেন। তারপর থেকে ফলাফল মাইকে ঘোষণা শুরু করা হয়।

তৃণমূল ক্যাম্পে ভাঙ্গচুরের অভিযোগ, বিজেপিকে ঘিরে উত্তেজনা ও লাঠিচার্জ

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ আসানসোল গণনা কেন্দ্রের বাইরে উত্তেজনা।গণনা কেন্দ্র থেকে কিছুটা অদূরে গোবিন্দপুরে তৃণমূল ক্যাম্প অফিসে হামলা ও ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে।ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌছায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে।তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার শ্রাবণী মন্ডল বলেন, আমরা সবাই মিলে ক্যাম্প অফিসে বসে নির্বাচনের খবর দেখছিলাম। সেই সময় বিজেপি কর্মীরা এসে হামলা চালায়। চেয়ার ভাঙচুর করা হয়েছে। একাধিক মোটরবাইক ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন । তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী কি করছে? বলা হয়েছিলো, প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হয়েছে। তারা কোথায়? তার দাবি, এখনো রেজাল্ট পুরো বেরোয় নি। বিজেপির তরফে অবশ্য কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। এদিকে, এদিন যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে সেই আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিদায়ী মন্ত্রী মলয় ঘটক ৬ রাউন্ড শেষে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের থেকে ১৬ হাজার ৭৩১ ভোটে এগিয়ে আছেন।

প্ররোচনায় পা নয়, শান্ত থাকুন-বার্তা রানিগঞ্জে জয়ী আইনজীবী পার্থ ঘোষের বা

নয়া জামানা ,আসানসোল ঃ প্রথমবার ভোট দাঁড়িয়ে বাজিমাৎ করলেন রানিগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী পেশায় আইনজীবী পার্থ ঘোষ। তিনি ১৭, ৭৮৬ ভোটে হারিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কালোবরণ মন্ডলকে। পার্থ ঘোষ পেয়েছেন ৯৭, ৪১৬ ভোট। অন্য দিকে, কালোবরণ মন্ডল পান ৭৯,৬৩০ ভোট। জয়ের পরে পার্থ ঘোষ বলেন, দল যে ভাবে আমার উপরে ভরসা করেছিলো, আমি তার মর্যাদা রাখতে পেরেছি। আমার এই জয় রানিগঞ্জ ও অন্ডালের মানুষের জয়। তাদের সমর্থন ছাড়া আমার এই জয় আসতো না। ২০২১ সালের পরে পাপের কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের এই হার হয়েছে বলে বিজেপির জয়ী প্রার্থী বলেন। জয়ের পরে তিনি দলের কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, কেউ কোন প্ররোচনায় পা দেবেন না। কোন উস্কানিমূলক কাজ করবেন না। কোন ঝামেলা বা গন্ডগোলে যাবেন না। কোন কিছুতে জড়ালে দল তার দায়িত্ব নেবেনা। যদি কারোর মনে হয় ২০২১ এর পরে অন্য দলের কেউ আপনার সঙ্গে কোন কিছু করেছে, তাকে, মারবেন না। যদি পারেন, তাকে রসগোল্লা খাইয়ে আসুন।

গণনার দিন পশ্চিম বর্ধমানে অশান্তি ঃ তৃণমূল কার্যালয়ে আগুন, ভাঙ্গচুরে উত্তাল জেলা

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ ভোট গণনা শুরু হতেই পশ্চিম বর্ধমান জেলাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল অশান্তির ছবি। মারধর, ভাঙচুর থেকে অগ্নিসংযোগ; একাধিক গুরুতর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিভিন্ন এলাকা। আহত হন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক কর্মী-সমর্থক। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে উঠলেও, সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ৯টি কেন্দ্রে প্রায় সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ হলেও, ৪ মে গণনার দিন সেই চিত্র আমূল বদলে যায়। সকাল থেকেই আসানসোল ও দুর্গাপুরের গণনাকেন্দ্র ঘিরে বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। গণনা চলাকালীন আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নিকটে তৃণমূলের অস্থায়ী ক্যাম্পে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, উভয় পক্ষের মধ্যে ইট-পাথর ছোড়াছুড়ি হয় এবং তৃণমূলের ক্যাম্পে ভাঙচুর চালানো হয়। টিভি, চেয়ার, কুলার ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি আশেপাশে থাকা দু'চাকা ও চারচাকা গাড়িতেও হামলা চালানো হয়। এই ঘটনায় কয়েকজন আহত হন, যার মধ্যে মহিলা কর্মী ও পুলিশকর্মীরাও রয়েছেন বলে জানা গেছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে হালকা বলপ্রয়োগ করা হয়। তবে এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে 'অতিরিক্ত সক্রিয়তা'র অভিযোগ তোলে বিজেপি। তাদের দাবি, লাঠিচার্জে তাদের একাধিক কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। অশান্তি শুধু গণনাকেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গণনার পর থেকেই একের পর এক হিংসার খবর সামনে আসে। জামুড়িয়া বিধানসভা এলাকার চুরুলিয়া, খাস কেন্দা মোড়, পানিহাটি এবং স্থানীয় বিধায়ক কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূলের একাধিক অফিস ও কর্মীদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। একই ধরনের ঘটনা সামনে আসে রানিগঞ্জ ও পাণ্ডবেশ্বর এলাকাতেও। এছাড়াও আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, কুলটি, বারাবনী, দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিম;প্রায় সমস্ত এলাকাতেই তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা, বাড়ি ভাঙচুর এবং দলীয় কার্যালয় লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজেপি নেতৃত্ব অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং ঘটনাগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে জেলাজুড়ে মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ। টহলদারি বাড়ানো হয়েছে স্পর্শকাতর এলাকায়। প্রশাসনের তরফে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, জয়ী বিজেপি প্রার্থীরা কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন; কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে এলাকায় শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি এখনও উত্তেজনাপূর্ণ থাকায় জেলাজুড়ে চাপা উদ্বেগ বজায় রয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমানে গেরুয়া সুনামি ঃ স্বাধীনতার পর প্রথমবার ৯-এ ৯ বিজেপি, মন্ত্রী,মেয়র পরাজিত

রাকেশ লাহা,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ স্বাধীনতার পর এই প্রথম পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নজিরবিহীন ফলাফল;নটি বিধানসভা কেন্দ্রেই একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল বিজেপি। সোমবার গণনা ঘিরে সকাল থেকেই আসানসোল ও দুর্গাপুরের দুটি গণনাকেন্দ্রে তৈরি হয় তীব্র উত্তেজনা, আর রাউন্ড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হতে থাকে গেরুয়া ঝড়ের ইঙ্গিত। শেষ পর্যন্ত জেলাজুড়ে '৯-এ ৯' ফলাফলে কার্যত বিপর্যস্ত তৃণমূল কংগ্রেস। পরাজয় স্বীকার করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী থেকে শুরু করে একাধিক হেভিওয়েট নেতা, এমনকি মেয়র স্তরের নেতৃত্বও। সকাল ৮টা থেকে শুরু হওয়া গণনার প্রথম রাউন্ড থেকেই এগিয়ে যেতে থাকে বিজেপি প্রার্থীরা। বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখা যায় কর্মী-সমর্থকদের গেরুয়া আবির মেখে আগাম বিজয় উদযাপন।

উল্লেখযোগ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ৯টি আসনের মধ্যে ৬টি ছিল তৃণমূলের দখলে এবং ৩টি বিজেপির ঝুলিতে। কিন্তু এবারের ফল সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে একটিও আসন ধরে রাখতে পারেনি তৃণমূল। ফলাফলের নিরিখে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপির অগ্নিমিত্রা পাল প্রায় ৪০,৮৩৯ ভোটে জয়ী হন। আসানসোল উত্তর কেন্দ্রে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক-কে ১১,৬১৫ ভোটে পরাজিত করেন বিজেপির কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি। বারাবনীতে হেভিওয়েট প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়-কে প্রায় ১১,৪২০ ভোটে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নেন বিজেপির অরিজিৎ রায়। হাইভোল্টেজ পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্রে টানটান লড়াইয়ে বিজেপির জিতেন্দ্র তেওয়ারি মাত্র ১, ৩৯৮ ভোটে পরাজিত করেন তৃণমূলের নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-কে। জামুড়িয়ায় তৃণমূলের হরেরাম সিং-ও প্রায় ২২,৫০০ ভোটে পরাজিত হন বিজেপির বিজন মুখার্জি-র কাছে। রানিগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূলের কালো বরণ মন্ডল-কে হারিয়ে প্রায় ১৭,৭৮৬ ভোটে জয় পান বিজেপির পার্থ ঘোষ। কুলটি কেন্দ্রে বিজেপির অজয় পোদ্দার-ও উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয়লাভ করেন। একই চিত্র দেখা যায় দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভাতেও, যেখানে উভয় আসনেই গেরুয়া প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত হয়। মোটের উপর, এবারের নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 'গেরুয়া সুনামি' কার্যত ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। গ্রাম থেকে শহর;সব জায়গাতেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। গেরুয়া আবির, আতশবাজি ও মিছিলের মাধ্যমে চলছে লাগাতার বিজয় উদযাপন। ফলাফল নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় মলয় ঘটক বলেন, তৃজেলায় দলের খারাপ ফল নিয়ে দলীয়ভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।দ অন্যদিকে অগ্নিমিত্রা পাল-এর বক্তব্য, গত ১৫ বছরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি এবং অনুন্নয়নের জবাবই মানুষ ভোটের মাধ্যমে দিয়েছেন। এই ফলাফল যে জেলার রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে চলেছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

জামুড়িয়ায় তৃণমূল অফিসে আগুন, বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা , জামুড়িয়া ঃ চূড়ান্ত ফলাফলের আগেই সোমবার দুপুরে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুরিয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জামুড়িয়ার চুরুলিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। স্বাভাবিক ভাবেই চূড়ান্ত নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার আগেই আসানসোলের জামুরিয়া এলাকায় উত্তেজনা বেড়েছে। জামুরিয়ার চুরুলিয়া এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস দলের অফিসে আগুন লাগানোর ঘটনার জন্য বিজেপির কর্মী ও সমর্থকদের দায়ী করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। যদিও বিজেপির তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এদিকে, জামুড়িয়া বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী ডাঃ বিজন মুখোপাধ্যায় ৭ রাউন্ড গণনার শেষে ১০ হাজার ৩১২ ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হরেরাম সিংয়ের থেকে এগিয়ে আছেন।

চূড়ান্ত ফলাফলের আগেই সোমবার দুপুরে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুরিয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জামুড়িয়ার চুরুলিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে।

আসানসোল গণনা কেন্দ্রে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে উত্তেজনা, মলয় ঘটককে ঘিরে বিক্ষোভ

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী তথা আসানসোল উত্তর বিধানসভার পরাজিত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মলয় ঘটকের উদ্দেশ্যে দ জয় শ্রীরাম ও চোর চোর দ স্লোগান দিলেন বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা। যা নিয়ে বুধবার বিকেল তিনটে নাগাদ আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গণনা কেন্দ্রে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা তার পেছনে পেছনে স্লোগান দিতে দিতে যান। তাকে পেছন ধাক্কা মারার চেষ্টা করেন। তা দেখে একটা সময় মলয় ঘটক মেজাজ হারান ও বিজেপি কর্মীদের সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান। যা, নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান কোন মতে পরিস্থিতি সামাল দেন। পরে সাক্ষাৎকারে মলয় ঘটক বলেন, এই তো অবস্থা। কি আর বলব। চারদিকে অফিসে ভাঙচুর করা হচ্ছে। আগুন লাগানো হচ্ছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 05-05-2026 09:30 Page 9

মানবাজারে বড় ধাক্কা! ২৬ হাজারের বেশি ভোটে হারলেন মন্ত্রী, জয়ী ময়না মুর্মু

নয়া জামানা,পুরুলিয়ার ঃ পুরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে চমকপ্রদ ফলাফল সামনে এলো সোমবার। প্রায় ২৬,৬৩১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হলেন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু। অন্যদিকে উল্লেখ যোগ্য ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিলেন বিজেপি প্রার্থী ময়না মুর্মু। এই ফলাফল ঘোষণার পর গোটা এলাকায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। সোমবার বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ মোট ১৬ রাউন্ড গণনা সম্পন্ন হওয়ার পর এই ফলাফলের ট্রেন্ড স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুরু থেকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকেন ময়না মুর্মু, এবং শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবধান বড় আকার

নেয়। ভোটগণনার প্রতিটি রাউন্ডেই তাঁর লিড বাড়তে থাকায় শেষ ফলাফল নিয়ে আর বিশেষ সংশয় ছিল না। ফল ঘোষণার আগেই বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো ছিল। চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পর তারা রাস্তায় নেমে উদযাপন শুরু করেন। আবির খেলা, মিষ্টি বিতরণ এবং ঢাক-ঢোলের তালে আনন্দে মেতে ওঠেন তারা। দীর্ঘদিন পর এই কেন্দ্রে এমন বড় জয়ের ফলে দলের কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে পরাজয়ের পর সংযত প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু। তিনি বলেন, মানুষের রায় মাথা পেতে নিয়েছি। গণতন্ত্রে জনগণের সিদ্ধান্তই শেষ কথা। আমি মানুষের জন্য কাজ করে গেছি, ভবিষ্যতেও করে যাব।দ তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক সৌজন্যের পরিচয় মিলেছে বলে মনে করছেন অনেকে। এই ফলাফল শুধু মানবাজার নয়, গোটা জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন বার্তা দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভোটারদের একাংশের মনোভাবের পরিবর্তনই এই বড় ব্যবধানের পেছনে অন্যতম কারণ। আগামী দিনে এই ফলাফলের প্রভাব রাজ্যের রাজনীতিতেও পড়তে পারে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

খড়গপুরে ভোটের আবহেই ভাঙচুর! দিলীপ ঘোষের এগোনোর মাঝে উত্তপ্ত ইন্দা এলাকা

নয়া জামানা,খড়গপুর ঃ খড়গপুরে ভোটের ফলাফল ঘিরে উত্তেজনা চরমে উঠতেই সামনে এল ভাঙচুরের অভিযোগ। খড়গপুর সদরে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের এগিয়ে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শহরের ইন্দা এলাকায় হঠাৎই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খড়গপুর পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠার মধ্যেই কিছু দুষ্কৃতী আচমকা তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পার্টি অফিসে হামলা চালায়।

অভিযোগ, অফিসের ভেতরে ঢুকে তারা ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। টেবিল-চেয়ারসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভেঙে ফেলা হয় এবং সাইনবোর্ড ও অন্যান্য সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হঠাৎ এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। যদিও কারা এই হামলার সঙ্গে যুক্ত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক চণ্ডী সিং অভিযোগ করেছেন, বিজেপি সমর্থকরাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই পরিকল্পিতভাবে এই ভাঙচুর করা হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। যদিও পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে, তবুও এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

৩৫-এ ৩৩ ঃ জঙ্গলমহলে জয় বিজেপির

নয়া জামানা ডেস্ক

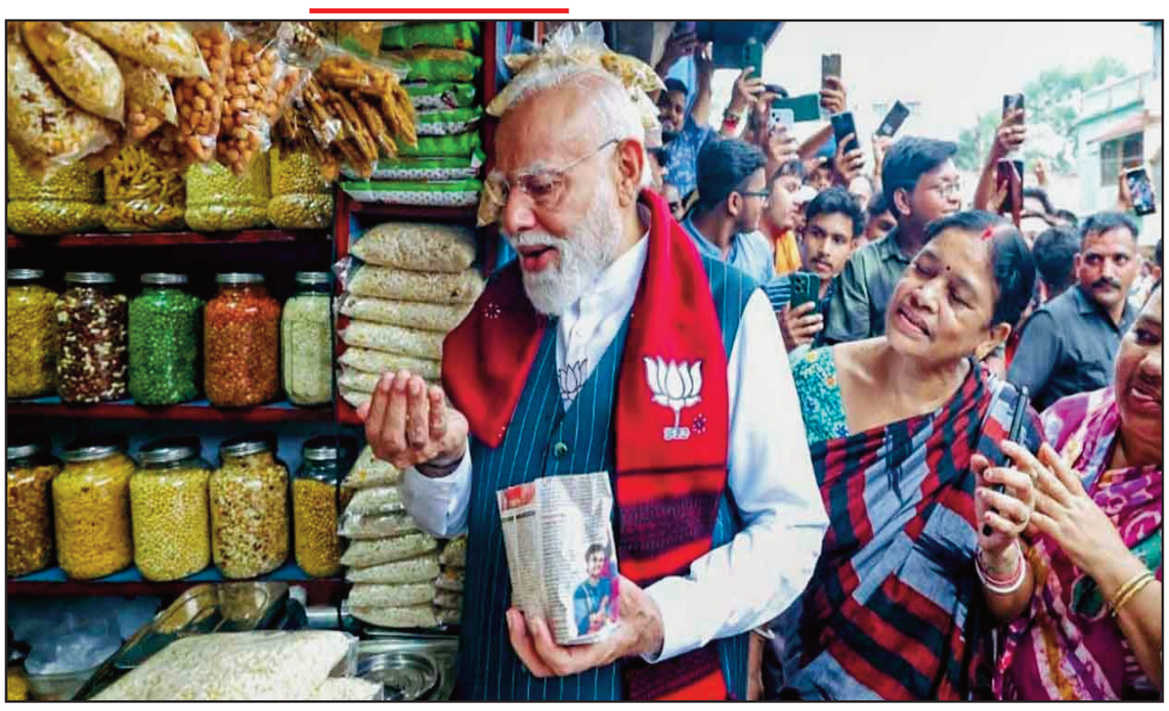

তৃণমূলের সাজানো বাগান তছনছ করে জঙ্গলমহলে আছড়ে পড়ল প্রবল গেরুয়া ঝড়। কুড়মি এবং আদিবাসী ভোটব্যাঙ্ককে একই সুতোয় গেঁথে অভূতপূর্ব 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' সফল করল বিজেপি। সাত বছর আগে জঙ্গলমহলে যে পদ্ম ফুটেছিল, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তা মহীরুহ হয়ে ফিরে এল। মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর; এই পাঁচ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৩৫টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৩৩টিতেই জয়পতাকা ওড়াল বিজেপি। খাস জঙ্গলমহলের ১২টি আসনের মধ্যে ১০টিই এখন পদ্ম শিবিরের দখলে। গত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যে ঘাসফুল দাপট দেখিয়েছিল, মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে সেই চেনা ছবিটা আমূল বদলে গেল। জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক সমীকরণ পুরোপুরি উল্টে দিয়ে কার্যত সাফ হয়ে গেল তৃণমূল। সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে কুড়মি ও আদিবাসী সমাজের মেলবন্ধন। ২০২১ সালের বিধানসভা কিংবা ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এই দুই গোষ্ঠী মূলত বিজেপির বিরুদ্ধেই গিয়েছিল। কিন্তু এবার রণকৌশল বদলে দিয়েছিল পদ্ম শিবির। আদিবাসী এবং কুড়মি, দুই সমাজকেই কাছে টানতে মরিয়া ছিল বিজেপি। অন্য দিকে কুড়মি সংগঠনগুলি বিজেপির দিকে ঝুঁকছে বুঝতে পেরে গোটা আদিবাসী সমাজকে নিজেদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে তৎপর হয়েছিল তৃণমূল। কার হিসাব মিলবে, তা নিয়ে লড়াই ছিল টানটান। শেষ পর্যন্ত কুড়মি সমাজকে পাশে পেতে বড় চাল দেয় বিজেপি। 'পশ্চিমবঙ্গ কুড়মি সমাজ'-এর নেতা রাজেশ মাহাতোকে গোপীবল্লভপুর থেকে টিকিট দেয় বিজেপি। অন্য দিকে, 'আদিবাসী কুড়মি সমাজ'-এর প্রভাবশালী নেতা অজিতপ্রসাদ মাহাতোর ছেলেকে টিকিট দেওয়া হয় জয়পুর আসনে। এই মাস্টারস্ট্রোকই শেষ পর্যন্ত কেল্লাফতে করেছে। কুড়মি ভোটের সিংহভাগ বিজেপির ঝুলিতে আসতেই ধরাশায়ী হয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের পাল্টা কৌশল আদিবাসী গড়ে ধোপে টেকেনি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতি তৃণমূল 'অপমানজনক' আচরণ করেছে বলে অভিযোগ তুলে আদিবাসী সমাজে শাসকদলকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছিল বিজেপি। লাগোয়া ঝাড়খন্ডের আদিবাসী নেতাদের ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায় নিয়ে এসে নিবিড় প্রচারে জোর দেওয়া হয়েছিল। পাল্টা হিসেবে ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে নিয়ে এসে আদিবাসী এলাকায় বিজেপি বিরোধী প্রচার তুঙ্গে তোলার চেষ্টা করেছিল তৃণমূল।

কিন্তু ভোটের ফল বলছে, তৃণমূলের যাবতীয় চেষ্টা জঙ্গলে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ২০২৪ সালে ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাতটি বিধানসভাতেই পিছিয়ে থাকা বিজেপি এবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে অকল্পনীয় ভাবে। বিজেপির আমদানি করা নতুন ধাঁচের এই 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' দ্রুত জঙ্গলমহলের খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ২০২১ সালে এই অঞ্চলের ৩৫টি আসনের মধ্যে ২০টি গিয়েছিল তৃণমূলের দখলে। বিজেপি থমকে গিয়েছিল ১৫টিতে। ২০২৪-এর লোকসভা ফলে তৃণমূল আরও শক্তিশালী হয়ে ২৪টি আসনে এগিয়ে ছিল। কিন্তু এবার সেই সব হিসাব ওলটপালট হয়ে গেল। পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো দাবি করেছিলেন, ৩৫টির মধ্যে ৩৩টি আসনই বিজেপি পাবে। ভোটের ফল বলছে, তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু মিলে গিয়েছে। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি, ঝাড়গ্রামের বিনপুর, নয়াগ্রাম বা পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির মতো 'খাস' জঙ্গলমহলের আসনগুলি তৃণমূলের হাতছাড়া হয়েছে। 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর এই অভাবনীয় সাফল্যে জঙ্গলমহলের হাওয়া এখন পুরোপুরি গেরুয়া শিবিরের অনুকূলে। জঙ্গলমহলের জেলাগুলির রাজনীতিকরা এই অঞ্চলকে কেবল ১২টি আসনে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর লোকসভার অধীনে থাকা ৩৫টি বিধানসভা কেন্দ্রকেই তাঁরা বৃহত্তর জঙ্গলমহল বলে গণ্য করেন। এই বিশাল এলাকায় গত লোকসভা ভোটে বিজেপির হাল বেশ খারাপ ছিল। আদিবাসী প্রধান ঝাড়গ্রামে সাতটি আসনেই পিছিয়ে ছিল তারা। কুড়মি নেতা অজিতপ্রসাদ মাহাতো নির্দল প্রার্থী হয়ে এক লক্ষের কাছাকাছি ভোট টেনে বিজেপির জয়ের ব্যবধান কমিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গত দুই বছরে পরিস্থিতি তলে তলে বদলেছে। সভা-মিছিলে মানুষের ভিড় আর কর্মীদের উৎসাহে বিজেপি অনেক বেশি চনমনে হয়ে উঠেছিল। তৃণমূলের নিজস্ব ধারণা ছিল শালবনি বা ঝাড়গ্রামে কিছুটা সমস্যা হতে পারে, বাকিটা 'সহজ' লড়াই। কিন্তু বাস্তবে ঘাসফুলের সেই দুর্গ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। বিজেপির এই জয়ের ফলে জঙ্গলমহলের মানচিত্র থেকে তৃণমূল কার্যত মুছে গেল। যে ১২টি বিধানসভাকে জঙ্গলমহলের প্রাণকেন্দ্র ধরা হয়, তার মধ্যে ২০২১ সালে তৃণমূল জিতেছিল ১০টিতে। এবার সেখানে বিজেপি জিতেছে ১০টি আসনে। পুরুলিয়ার বলরামপুর ও জয়পুরের পাশাপাশি এবার বাঘমুন্ডি, শালবনি, তালড্যাংরা, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও বিনপুর চলে গিয়েছে বিজেপির দখলে। তৃণমূলের হিসাব ছিল পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় আসন বাড়বে, কিন্তু বাস্তবে উল্টো ফল হয়েছে।

বিজেপির এই বিপুল সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল স্থানীয় আবেগ ও জাতিগত সমীকরণকে নিপুণ ভাবে ব্যবহার করা। কুড়মি ও আদিবাসীদের যৌথ সমর্থনে যে 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' বিজেপি গড়ে তুলেছিল, তার সামনে তৃণমূলের উন্নয়নের কার্ড ধোপে টেকেনি। পরপর দুই নির্বাচনে সাফল্য পাওয়া তৃণমূলও বুঝতে পারেনি জঙ্গলের হাওয়া কখন কোন দিকে বইতে শুরু করেছে। বিজেপি নেতৃত্ব তাঁদের ফর্মুলা জনসমক্ষে না আনলেও নিভৃতে কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। আদিবাসী কুড়মি সমাজের ক্ষোভকে প্রশমিত করে তাঁদের মূল স্রোতের রাজনীতিতে নিয়ে আসাই ছিল বিজেপির আসল লক্ষ্য। রাজেশ মাহাতো ও অজিত মাহাতোর ছেলেকে প্রার্থী করা সেই পরিকল্পনারই অংশ। এর ফলে কুড়মি ভোট যেমন সংহত হয়েছে, তেমনই আদিবাসী এলাকায় রাষ্ট্রপতি পদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোট নিজেদের দিকে টেনেছে বিজেপি। সব মিলিয়ে জঙ্গলমহল এখন পুরোপুরি পদ্ম-শিবিরের শক্ত ঘাঁটি।

৩৫টির মধ্যে ৩৩টি আসন জয়ের এই পরিসংখ্যান রাজ্যের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। তৃণমূলকে ধূলিসাৎ করে জঙ্গলমহলে বিজেপির এই 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' আগামী দিনেও গবেষণার বিষয় হয়ে থাকবে। জঙ্গলমহলের মানুষ বুঝিয়ে দিলেন, রাজনীতির হাওয়া বদলাতে সময় লাগে না, যদি সঠিক কৌশলে জনমতকে প্রভাবিত করা যায়। বিজেপির এই অভূতপূর্ব জয় জঙ্গলমহলের ঘাসফুলকে কার্যত সাফ করে দিল।

'এভাবেও ফিরে আসা যায়' হারের গ্লানি মুছে জয়ী দিলীপ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পুরনো সেই স্মৃতি ফিরে এল রেলশহরে। চেনা পিচে পা রাখতেই ফের ছক্কা হাঁকালেন দিলীপ ঘোষ। লোকসভা নির্বাচনে হারের গ্লানি আর রাজনৈতিক নির্বাসন কাটিয়ে খড়্গপুর সদরের হাত ধরেই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটল তাঁর। সোমবার ভোটগণনার প্রথম রাউন্ড থেকেই লিড নিতে শুরু করেন বিজেপির এই হেভিওয়েট প্রার্থী। বেলা যত বেড়েছে, ব্যবধান তত চওড়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকারকে ৩০ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত করে ফের বিধানসভায় নিজের জায়গা নিশ্চিত করলেন তিনি। হারানো জমি ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে দিলীপ বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর 'ম্যাজিক' এখনও ফিকে হয়নি। সোমবার সকাল থেকেই দিলীপের চোখেমুখে ছিল জয়ের প্রবল আত্মবিশ্বাস। গত লোকসভা ভোটের বিপর্যয় ভুলে মেদিনীপুরের ঘরের ছেলে জানতেন ভোটারদের নাড়ি। গণনার ভোরেই তিনি মেজাজে হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, 'সাধারণ মানুষ যে ভাবে ভোট দিয়েছেন, পরিবর্তন নিশ্চিত।' যদিও খড়্গপুরের মানুষের কাছে এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানের দাবি রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু সেই অঙ্ক ছোঁয়া না গেলেও জয় এসেছে দাপটের সঙ্গেই। দিনের শেষে দিলীপের সেই 'পরিবর্তনের' ভবিষ্যদ্বাণীই যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এল বিজেপি, আর খড়্গপুরে রাজতিলক পরলেন দিলীপ। দিলীপ ঘোষ মানেই বিতর্ক আর খবরের শিরোনাম। সমালোচকরা তাঁকে নিয়ে হাজারো কাটাছেঁড়া করলেও বিজেপি কর্মীদের কাছে তিনিই দলের আসল কাণ্ডারি। বঙ্গ বিজেপির ইতিহাসে তাঁর মতো সফল সভাপতি বিরল বলেই মনে করেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তাঁর মুখের ভাষা নিয়ে বরাবরই তপ্ত থেকেছে রাজনীতি।

কখনও 'গরুর দুধে সোনা' খুঁজেছেন, কখনও আবার বিরোধীদের 'বুকে পা তুলে দেওয়ার' হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বুদ্ধিজীবীদের 'রগড়ে' দিতে চাওয়া কিংবা অবাধ্যদের 'দাওয়াই' দেওয়ার হুমকি; তাঁর ঝুলিতে রয়েছে এমন অজস্র তড়জা। তিনি নিজেই স্পষ্টবক্তা হিসেবে পরিচিত। তাঁর মতে, তাঁর মনে যা, মুখেও তা-ই। সমালোচনাকে পাত্তা না দিয়ে দিলীপ মনে করেন, তাঁর এই ঝাঁজালো মন্তব্যই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রথ ছুটতে জ্বালানি জুগিয়েছে। রাজনীতির আঙিনায় দিলীপের প্রবেশ খুব বেশি দিনের নয়। সাকুল্যে ১২ বছরের রাজনৈতিক কেরিয়ার। অথচ তাঁর লড়াইয়ের ভিত তৈরি হয়েছিল অনেক আগে। ১৯৮৪ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে আরএসএস প্রচারক হিসেবে জীবন শুরু করেন। কঠোর অনুশাসনে বেড়ে ওঠা দিলীপ সঙ্ঘের আদর্শ প্রচারে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেরিয়েছেন। ১৯৯৯ সালে সঙ্ঘ তাঁকে আন্দামানে পাঠিয়েছিল। তখন কেউ ভাবেননি, এই প্রচারক একদিন বাংলার রাজনীতির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠবেন। ২০১৪ সালে সঙ্ঘের গণ্ডি পেরিয়ে সরাসরি বিজেপিতে আসা। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ২০১৬ সালে এই খড়্গপুর সদর কেন্দ্র থেকেই তাঁর নির্বাচনী অভিষেক। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তথা 'চাচা' জ্ঞান সিংহ সোহনপালকে ৬,৩০৯ ভোটে হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন তিনি। সে বার রাজ্যে বিজেপি মাত্র তিনটি আসন পেলেও দিলীপের জয় ছিল নজরকাড়া।

২০১৯ লোকসভায় মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের মানস ভুঁইয়াকে প্রায় ৯০ হাজার ভোটে হারিয়ে সংসদে যান তিনি। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলা থেকে ১৮ জন সাংসদ পেয়েছিল বিজেপি। ২০২১-এর নির্বাচনে বড় লড়াই দিলেও শেষমেশ ৭৭-এ থমকাতে হয়েছিল দলকে। সেই 'অসাফল্যের' দায়ভার কাঁধে নিয়েই খুইয়েছিলেন রাজ্য সভাপতির পদ। চড়াই-উতরাইয়ের রাজনীতিতে ২০২৪ সাল ছিল দিলীপের জন্য বড় পরীক্ষা ও ধাক্কা। নিজের গড় মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে তাঁকে লড়তে পাঠানো হয়েছিল বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে। দলের এই সিদ্ধান্তে মনের কোণে অসন্তোষ থাকলেও তিনি বিদ্রোহ করেননি। কিন্তু কীর্তি আজাদের কাছে এক লক্ষের বেশি ভোটে হেরে সাময়িকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। দলের অন্দরেও যেন ব্রাত্য হয়ে গিয়েছিলেন তৎকালীন এই সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি। দলীয় কর্মসূচিতে ডাক না পাওয়ায় তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু ফিনিক্স পাখির মতো ফের জ্বলে উঠলেন তিনি। ২০২৫-এর শেষলগ্ন থেকে দিলীপের রাজনৈতিক ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে। শমীক ভট্টাচার্য দলের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব নিতেই দিলীপকে সসম্মানে মূলস্রোতে ফেরান। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছেও নতুন করে গুরুত্ব পেতে শুরু করেন তিনি। তিন মাসের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে দিলীপকে ফের নামানো হয় তাঁর পুরনো গড় খড়্গপুর সদরে। যেখান থেকে তাঁর সংসদীয় রাজনীতির শুরু, সেখান থেকেই আবার শুরু হল তাঁর নতুন ইনিংস। এর মাঝেই হঠাৎ ৬০ বছর বয়সে বিয়ে করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবন হোক বা রাজনীতি; দিলীপ ঘোষ বারবার প্রমাণ করেছেন তিনি 'অদম্য'।

খড়্গপুরের জয় বুঝিয়ে দিল, বঙ্গ বিজেপির অন্যতম কাণ্ডারি হিসেবে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা আজও অটুট। দিলীপ ঘোষ চেনা ময়দানে ফিরে ফের প্রমাণ করলেন, তিনি লড়াকু সৈনিক। মেদিনীপুরের মাটি তাঁকে খালি হাতে ফেরাল না। লোকসভার হারের বদলা নিলেন বিধানসভার এই মহাজয়ে। খড়্গপুরের মানুষ তাঁদের 'দিলীপ দা'-কে ফের বিধানসভায় পাঠিয়ে পরিবর্তনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। দিলীপের এই জয় কেবল একটি আসনের নয়, বরং তাঁর লড়াকু সত্তার বিজয়োল্লাস।

নন্দীগ্রামেও জয়ী শুভেন্দু, ধরাশায়ী 'পুরোনো সঙ্গী' পবিত্র

নয়া জামানা, নন্দীগ্রাম ঃ নন্দীগ্রামের অধিকার বজায় রাখলেন শুভেন্দু অধিকারী। হাইভোল্টেজ এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করকে কার্যত পর্যুদস্ত করে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেন বিদায়ী বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। ২০২১ সালের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর পর, এ বারও নিজের গড়ে আধিপত্য বজায় রাখলেন তিনি। শুধু নন্দীগ্রাম নয়, শুভেন্দু-ঝড়ে কার্যত দিশেহারা হয়ে রাজ্যপাটে বসতে চলেছে বিজেপি। গণনা কেন্দ্রের উত্তাপ এ দিন ছিল চোখে পড়ার মতো। পরাজয় নিশ্চিত বুঝে পবিত্র কর যখন গণনা কেন্দ্র থেকে বেরোচ্ছিলেন, তখন চারপাশ থেকে ধেয়ে আসে 'চোর চোর' স্লোগান। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সেই উল্লাসের ভিডিও মুহূর্তেই ভাইরাল

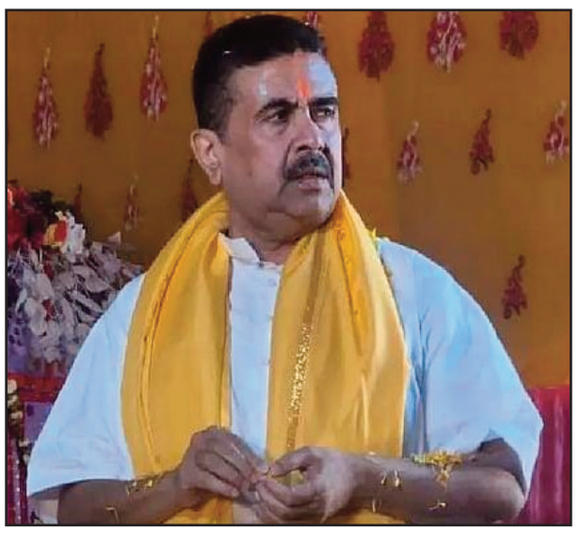

হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, গত বিধানসভা নির্বাচনে মমতাকে যে ব্যবধানে শুভেন্দু হারিয়েছিলেন, এ বার সেই ব্যবধানকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন তিনি। তৃণমূলের হয়ে লড়াই করা পবিত্র কর আদতে শুভেন্দুর দীর্ঘদিনের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের বয়ালের এই দাপুটে নেতা ২০২০ সালে শুভেন্দুর সঙ্গেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। গত নির্বাচনেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন 'দাদার' হয়েই। তবে ভোটের মুখে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ফের তৃণমূলে ফেরেন তিনি। দল তাঁকে প্রার্থী করলেও ঘরের ছেলেকে ফেরানো যায়নি। নিজের পুরোনো সহযোগীকে হারিয়েই এ দিন নন্দীগ্রামে বিজয়ী কেতন ওড়ালেন শুভেন্দু। লড়াই ছিল হাড্ডাহাড্ডি, কিন্তু শেষ হাসি হাসলেন সেই ভূমিপুত্রই। রাজ্য রাজনীতিতে ফের প্রমাণিত হল, নন্দীগ্রামের মাটির নাড়ি শুভেন্দুর হাতের মুঠোতেই রয়েছে।

জয়ের শংসাপত্র হাতে ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ির দোকানে বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি ঝাড়গ্রাম ঃ হাতে জয়ের শংসাপত্র। মুখে হাজার ভোল্টের হাসি। মহকুমা শাসকের দফতর থেকে বেরিয়েই সোজা কলেজ মোড়ের টিটি মার্কেট। গন্তব্য, বিক্রম কুমার সাউয়ের সেই ঝালমুড়ির দোকান। সোমবার ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে জয়ের খবর আসতেই উৎসবে মাতল গেরুয়া শিবির। নবনির্বাচিত সাংসদ লক্ষ্মীকান্ত সাউয়ের উপস্থিতিতে ওই দোকানে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই।

গত ১৯ এপ্রিল খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দোকানে দাঁড়িয়েই ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন। সোমবার জয়ের পর সেই স্মৃতি উসকে দিয়েই বিজয় উৎসব সারলেন লক্ষ্মীকান্ত। কমিশন তাঁকে জয়ী ঘোষণার পরেই শংসাপত্র হাতে নিয়ে দোকানে ঢোকেন তিনি। জয়ের শংসাপত্র যেন পতাকার মতো উড়ছে। এসেই আবদার, 'বানান দাদা।' এদিন বিক্রম অসুস্থ থাকায় দোকান সামলাচ্ছিলেন তাঁর বাবা উত্তম সাউ ও মা সুনীতা দেবী। মুড়ি, মশলা আর লঙ্কার সেই চেনা গন্ধে ম ম করছে চারপাশ। ১০ টাকার ঝালমুড়ি কিনে নিজে খেলেন লক্ষ্মীকান্ত, সঙ্গে থাকা কর্মীদেরও খাওয়ালেন। একেবারে প্রধানমন্ত্রীর স্টাইলেই সারলেন জয় উদযাপন। রাজ্যের রাজনৈতিক দেওয়াল লিখন তখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাত ৯টা ৩৯ মিনিটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৮২টি আসনে জিতে বাংলা দখলের পথে বিজেপি। তৃণমূল সেখানে আটকে গিয়েছে মাত্র ৬২টি আসনে। ঝাড়গ্রামের এই জয় যেন বাড়তি অক্সিজেন দিয়েছে কর্মীদের। দোকানের সামনে তখন গেরুয়া আবিরে মাখামাখি সমীর মাহাতো, অজয় রানারা। বিহারের গয়া থেকে আসা বিক্রমের পরিবার রাজনীতির জটিল সমীকরণ নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। তবে সুনীতা দেবী স্বীকার করে নিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আসার পরে বিক্রি অনেক বেড়ে গিয়েছে। আগে হাফ বস্তা বিক্রি হতো। এখন দেড় বস্তা হয়।'

এই ঝালমুড়ি ঘিরেই ভোট যুদ্ধের মাঝে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক তরজা। বীরভূমের মুরারইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, '১০ টাকা কখনও পকেটে থাকে ওঁর? কত নাটক। নির্বাচনের সময়ে গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন। কখনও নির্বাচনের সময় বলেন আমি চাওয়ালা। ১০ টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। সেটাও নিজেদের তৈরি করা। নয়তো দোকানে ক্যামেরা ফিট করা ছিল কী ভাবে?' মোদীও পাল্টা দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি ঝালমুড়ি খেলাম। আর ঝাল লাগল তৃণমূলের।' সোমবার যেন সেই ঝাল আরও বাড়ালেন লক্ষ্মীকান্ত। তিনি সোজাসুজি বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী ঝালমুড়ি খাওয়ায় তৃণমূলের খুব ঝাল লেগেছিল। এখন সাধারণ মানুষ ওদের রাজ্য থেকেই বিদায় করে দিয়েছে।'

উৎসবের আমেজকে অন্য মাত্রা দিতে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সুখময় শতপথী রীতিমতো ঘোষণা করেছেন, 'এক হাজার ঝালমুড়ির অর্ডার দিয়েছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করব।' ভিড়ের মধ্যে তখন রসিকতা ভাসছে, 'এ সুযোগ পাবে না আর, বল না ভাই কী দাম দেবে...।'

তবে দাম নয়, সোমবার রাতে কলেজ মোড়ে ঝালমুড়ি মিলল একেবারে বিনে পয়সায়।

মতুয়া গড়ে গেরুয়া দাপট ঃ বাগদা পুনরুদ্ধার, তৃণমূলের ঘর ভাঙল হিঙ্গলগঞ্জ-গোসাবায়

নয়া জামানা ডেস্ক

রাজ্য রাজনীতিতে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র বদলালেও মতুয়া ভোটব্যাঙ্কে আড়াআড়ি বিভাজন থেকেই গেল। ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে হারানো জমি পুনরুদ্ধার করে বাগদা ফের নিজেদের দখলে নিল বিজেপি। শুধু নিজেদের জেতা আসন ধরে রাখাই নয়, দীর্ঘ দেড় দশক ধরে তৃণমূলের দখলে থাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা এবং উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ আসনটিও এবার ছিনিয়ে নিয়েছে পদ্ম শিবির। বনগাঁ থেকে রানাঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত 'মতুয়া বলয়'-এ বিজেপির একাধিপত্য যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনই সুন্দরবনাঞ্চলের কিছু পকেটে ঘাসফুল শিবিরের জমি আলগা হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। ঠাকুরবাড়ির অন্দরের রাজনৈতিক লড়াইয়ে এবার শেষ হাসি হাসলেন শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী সোমা ঠাকুর। রাজ্যের বিধানসভা বিন্যাসে মতুয়াদের প্রভাব অপরিসীম। এবারের নির্বাচনেও মতুয়া ভোটের ওপর তৃণমূল এবং বিজেপি উভয়েরই 'দখলদারি' স্পষ্ট। তবে আরও স্পষ্ট হয়েছে মতুয়া ভোটব্যাঙ্কের দুই পৃথক বলয়। একটি বনগাঁ-রানাঘাটের 'মতুয়া বলয়', যেখানে দৃশ্যত একার দাপট দেখাল বিজেপি। অন্যটি সুন্দরবনাঞ্চলের 'মতুয়া বলয়'। শাসন ক্ষমতা হারালেও সুন্দরবনাঞ্চলের এই আসনগুলি মোটের ওপর ধরে রাখল তৃণমূলই। তবে সেই দুর্গের দেওয়ালে এবার বড় ফাটল ধরিয়েছে বিজেপি। ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে হাতছাড়া হওয়া বাগদা আসন এ বার পুনরুদ্ধার করেছে বিজেপি। গত বিধানসভা ভোটে এই আসনটি বিজেপিই জিতেছিল। উপনির্বাচনের সেই ধাক্কা কাটিয়ে বাগদা ফের নিজেদের দখলে নিল গেরুয়া শিবির। উত্তর ২৪ পরগনার মতুয়া প্রভাবিত অপর এক বিধানসভা কেন্দ্র সন্দেশখালিও তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। এ বার হিঙ্গলগঞ্জ থেকে বিজেপি প্রার্থী করেছিল শেখ শাহজাহান-বিরোধী তৎকালীন বিক্ষোভের অন্যতম 'মুখ' রেখা পাত্রকে। অন্য দিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা আসনটিও তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। মতুয়া প্রভাবিত এই আসনটি গত দেড় দশক ধরে তৃণমূলের দখলেই ছিল। এ বার সেখান থেকেও কয়েকটি ঘর দখল করে নিল বিজেপি। এই আসনগুলি ছাড়া মতুয়া প্রভাবিত অন্য বিধানসভা আসনগুলিতে ক্ষমতার বিন্যাস যেমন ছিল, তেমনই রয়েছে। মতুয়াগড় ঠাকুরনগরে রাজনৈতিক বিভাজন দীর্ঘদিনের। 'জয় শ্রীরাম' এবং 'জয় বাংলা'; দুই রাজনৈতিক ভাষ্যই রয়েছে ঠাকুরবাড়ির অন্দরে। এই বিভাজনের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে আছে গোটা পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া সমাজেই। এক দিকে বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং তাঁর অনুগামীরা। অন্য দিকে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর এবং তাঁর অনুগামীরা। ঠাকুরবাড়ির যুযুধান দু'পক্ষের মধ্যে ভোটের লড়াই আরও প্রকট হয়েছে এই নির্বাচনে। সেই লড়াইয়ের অন্যতম উপকেন্দ্র ছিল বাগদা। ঠাকুরবাড়িরই দুই 'মুখ' নেমেছিল সম্মুখসমরে। এক দিকে মমতাবালার কন্যা, বিদায়ী বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর। তাঁর বিপরীতে শান্তনুর স্ত্রী সোমা ঠাকুর। 'ননদ-বৌদির' লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কার মুখে হাসি ফোটে, তা নিয়ে শুরু থেকেই কৌতূহলী ছিল মতুয়া সমাজ। কারণ, গত বিধানসভা ভোটে বনগাঁ-রানাঘাটের 'মতুয়া বলয়' ছিল মূলত বিজেপির হাতেই। এবারের নির্বাচনে মতুয়া ভোটের অভিমুখ অনেকাংশেই আবর্তিত হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে। সেই প্রক্রিয়া ঘিরে উদ্বেগ দানা বেঁধেছিল মতুয়া সমাজের একটি বড় অংশের মধ্যে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া, 'বিবেচনাধীন' হিসাবে ঝুলে থাকা নিয়ে একাংশের মধ্যে অসন্তোষও তৈরি হয়েছিল। মতুয়াদের উদ্বেগ এবং চাপা অসন্তোষ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও যে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহদের নির্বাচনী প্রচার থেকেই স্পষ্ট ছিল। এসআইআর নিয়ে মতুয়াদের উদ্বেগকে ভোট ময়দানে 'হাতিয়ার' করেছিল তৃণমূলও। রাজ্যের শাসকদল বার বার বলেছে, 'যাঁদের নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরই এখন ভোটার হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করার জন্য লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে।' মতুয়াদের সঙ্গে বিজেপি 'প্রতারণা' করেছে বলে অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল। কিন্তু ব্যালট বক্সের ফলাফল বলছে, মতুয়ারা আপাতত বিজেপির প্রতিশ্রুতিতেই বেশি আস্থা রেখেছেন। রাজ্যের তিন জেলার অন্তত ২৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফলের উপরে মতুয়া ভোটের সরাসরি প্রভাব আছে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার সাতটি আসন (যার পাঁচটি বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত), দক্ষিণ ২৪ পরগনার ন'টি আসন এবং নদীয়ার সাতটি আসন (যার পাঁচটি রানাঘাট লোকসভার অন্তর্গত এবং দু'টি বনগাঁ লোকসভার অন্তর্গত)। আসনগুলি হল বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, বাগদা, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, মিনাখাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং পশ্চিম, মগরাহাট পূর্ব, মন্দিরবাজার, বারুইপুর পূর্ব, বিষ্ণুপুর, হরিনঘাটা, কল্যাণী, রানাঘাট উত্তর পশ্চিম, রানাঘাট উত্তর পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, কৃষ্ণগঞ্জ এবং শান্তিপুর। লোকসভা নির্বাচন হোক বা বিধানসভা ভোট, এই এলাকাগুলির মতুয়া ভোট কার পক্ষে গেল, তা ফলাফলের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের সময় থেকে মতুয়া প্রভাবিত আসনগুলির সিংহভাগের উপরে একচ্ছত্র অধিকার ছিল তৃণমূলের। তা প্রথম ধাক্কা খায় ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে। মতুয়া ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসাতে শুরু করে বিজেপি। মতুয়া প্রভাবিত ২৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১১টিতে এগিয়ে যায় তারা। বাকি ১২টিতে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। ২০১৯ সালে যে দল যে আসনে এগিয়ে ছিল, গত বিধানসভা ভোটে সেই দলই সেখান থেকে জয়ী হয়েছিল। গত লোকসভা ভোটের সময়েও নিজেদের জেতা আসনগুলিতে এগিয়ে ছিল তৃণমূল-বিজেপি। পরে ২০২৪ সালের বিধানসভা উপনির্বাচনে বাগদা হাতছাড়া হয় বিজেপির। এবার সেই হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করল বিজেপি। মতুয়া সমাজের ভোট কোন দিকে যাবে, তা অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত হয় ঠাকুরবাড়ি কেন্দ্র করে। ঠাকুরবাড়ির বড়মা প্রয়াত বীণাপানি দেবীর সঙ্গে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুসম্পর্ক ছিল। বীণাপানির দুই পুত্র কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর এবং মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর উভয়কেই সংসদীয় রাজনীতিতে এনেছিলেন মমতা। তবে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিজেপি-তে যোগ দেন মঞ্জুলকৃষ্ণ। ঠাকুরবাড়িতে রাজনৈতিক বিভাজন শুরু হয়েছিল সেই সময় থেকেই। এখন ঠাকুরবাড়ির দুই রাজনৈতিক শিবিরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কপিলকৃষ্ণ-জায়া মমতাবালা এবং মঞ্জুলকৃষ্ণ-পুত্র শান্তনু। এ বারের নির্বাচনে মতুয়া প্রভাবিত আসনগুলির মধ্যে তাই অন্যতম উল্লেখ্যযোগ্য দু'টি আসন ছিল বাগদা এবং গাইঘাটা। বাগদায় বাড়তি নজর ছিল ঠাকুর পরিবারেরই দুই সদস্যের মুখোমুখি লড়াই হওয়ায়। গাইঘাটা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। তিনিও ঠাকুর পরিবারেরই সদস্য। সম্পর্কে শান্তনুর দাদা। 'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ'-এর সঙ্ঘাধিপতিও তিনি। তাঁকে প্রার্থী করা নিয়ে দলের অন্দরেই একাংশের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এসেছিল। 'ঠাকুর পরিবারের প্রার্থী' চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন বিজেপির স্থানীয় এক মণ্ডল সভাপতি তনিমা সেন। দল বোঝানোর পরে অবশ্য তনিমা মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

তবে ভোটের আগে দলের অন্দরে নীচুতলার এই অসন্তোষ অস্বস্তিতে ফেলেছিল বিজেপিকে। সেই গাইঘাটা আসনও শেষ পর্যন্ত নিজেদের দখলেই ধরে রাখল বিজেপি। গত বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে যে দল যেখানে জিতেছিল বা এগিয়েছিল, এ বার সেই সেই এলাকায় দলগুলি মোটের উপর নিজেদের 'শক্তি' ধরে রেখেছে। শুধু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়েছে। তৃণমূলের হাতে থাকা কিছু আসন জিতে নিয়েছে বিজেপি। ফলত, রাজ্যের দুই 'মতুয়া-বলয়ে' নিজেদের পরিধি আরও কিছুটা বিস্তৃত করল পদ্মশিবির। এখন এই পরিধি বিস্তার আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে কেমন প্রভাব ফেলে, সে দিকে নজর থাকবে। এবারের নির্বাচনে উপনির্বাচনে হাতছাড়া হওয়া বাগদা আসন পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি হিঙ্গলগঞ্জ এবং গোসাবা তৃণমূলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। বাকি আসনগুলির মধ্যে যার হাতে যেটি ছিল, সেটি তার আসনেই রয়েছে। বারুইপুর পূর্ব এবং স্বরূপনগর আসনের চূড়ান্ত ফল সোমবার রাত প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি। ওই দু'টি আসনে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। সামগ্রিকভাবে মতুয়ারা বুঝিয়ে দিলেন, তাঁদের রাজনৈতিক আনুগত্য এখন আড়াআড়ি বিভক্ত এবং সেখানে গেরুয়া শিবিরের আধিপত্য দিন দিন বাড়ছে। ভোট ব্যাংকের এই নতুন সমীকরণ বিধানসভায় আগামী দিনে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার।

পানিহাটিতে জয়ী নির্যাতিতার মা, খুলবে কি আরজি করের ফাইল?

লড়াইটা ছিল স্রেফ একটা আসনের নয়, লড়াইটা ছিল তিলতিল করে জমানো ক্ষোভ আর কান্নার। শেষ পর্যন্ত সেই আবেগেরই জয় হলো পানিহাটিতে। আরজি কর হাসপাতালের নিহত সেই তরুণী চিকিৎসকের মা বিজেপির টিকিটে জয়ী হলেন। ২৮,৮৩৬ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করছেন তিনি। দীর্ঘ ১৫ বছরের একাধিপত্য ঘুচিয়ে পানিহাটি থেকে বিদায় নিল জোড়াফুল। এই জয়ের পরেই রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা তুঙ্গে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পানিহাটির প্রচার সভায় এসে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ৪ মে ভোটের ফল বেরোলে নারী নির্যাতনের প্রতিটি 'ফাইল' নতুন করে খোলা হবে। আরজি করের সেই বিভীষিকাময় রাতের তদন্তের খাতা কি এবার তবে নতুন করে খুলবে?

নয়া জামানা,পানিহাটি ঃ লড়াইটা ছিল স্রেফ একটা আসনের নয়, লড়াইটা ছিল তিলতিল করে জমানো ক্ষোভ আর কান্নার। শেষ পর্যন্ত সেই আবেগেরই জয় হলো পানিহাটিতে। আরজি কর হাসপাতালের নিহত সেই তরুণী চিকিৎসকের মা বিজেপির টিকিটে জয়ী হলেন। ২৮,৮৩৬ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করছেন তিনি। দীর্ঘ ১৫ বছরের একাধিপত্য ঘুচিয়ে পানিহাটি থেকে বিদায় নিল জোড়াফুল। এই জয়ের পরেই রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা তুঙ্গে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পানিহাটির প্রচার সভায় এসে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ৪ মে ভোটের ফল বেরোলে নারী নির্যাতনের প্রতিটি 'ফাইল' নতুন করে খোলা হবে। আরজি করের সেই বিভীষিকাময় রাতের তদন্তের খাতা কি এবার তবে নতুন করে খুলবে? মোদীর হুঁশিয়ারি আর নির্যাতিতার মায়ের এই জয় সেই সম্ভাবনাকেই কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল। পানিহাটি আর সোদপুরের রাজপথ গত বছর দেখেছে 'রাতদখল'-এর লড়াই। সেই প্রতিবাদী মানুষগুলোই আজ ব্যালটে তাঁদের রায় শুনিয়েছেন। পানিহাটি মানেই ছিল ঘোষ পরিবারের দাপট। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার জেতার পর থেকে প্রায় তিন দশক এই কেন্দ্রটি নিয়ন্ত্রণ করেছেন নির্মল ঘোষ। মাঝে একবার ২০০৬ সালে গদিচ্যুত হলেও ২০১১ থেকে টানা তিনবার তিনি ছিলেন পানিহাটির বিধায়ক। এবার তৃণমূল তাঁর পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষকে প্রার্থী করে আধিপত্য ধরে রাখতে চেয়েছিল। বিরোধীরা একে 'ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন' বলে আক্রমণ শানিয়েছিল। তৃণমূল অবশ্য পালটা দিয়েছিল সিপিএমের গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের রেকর্ড দেখিয়ে। কিন্তু ২০২৬-এর এই বিশেষ নির্বাচনে ইতিহাসের চেয়েও বড় হয়ে উঠল বিচার পাওয়ার আর্তি। পরিবর্তনের যে হাওয়া একসময় তৃণমূলকে এনেছিল, সেই হাওয়াই এবার তাদের ক্ষমতাচ্যুত করল। আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের নাম যখন প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তখন থেকেই চর্চায় ছিল এই কেন্দ্র। অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় এখন জেলবন্দি, আদালত তাকে আজীবন কারাবাসের সাজা দিয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের উত্তাপ তাতে কমেনি। বিজেপি এই জনআবেগকেই পাথেয় করেছিল। যদিও নির্যাতিতার মায়ের রাজনীতিতে আসাকে সহজভাবে নেয়নি শাসকদল ও বামেদের একাংশ। অভিযোগ উঠেছিল, মেয়ের মৃত্যুকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা হচ্ছে। এর জবাবে প্রার্থী বলেছিলেন, 'মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার পেতে আমি ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভোটে জিতে মেয়েদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চাই।' এমনকি পানিহাটির বিদায়ী বিধায়ক নির্মল ঘোষের ভূমিকা নিয়েও মানুষের মনে প্রশ্ন ছিল। শ্মশানে তাঁর 'অতি সক্রিয়তা' এবং সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ছিল ঘাসফুল শিবির। বামেরাও এই লড়াইয়ে পিছিয়ে ছিল না। আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম 'মুখ' কলতান দাশগুপ্তকে প্রার্থী করেছিল সিপিএম। জেল খাটা এই যুবনেতা তরুণ প্রজন্মের বড় অংশকে নাড়া দিয়েছিলেন। বামেদের যুক্তি ছিল, যে সিবিআই তদন্ত নিয়ে নির্যাতিতার পরিবার খুশি নয়, সেই সিবিআই তো কেন্দ্রের বিজেপির অধীনেই। তাহলে বিজেপিকে ভোট দিয়ে কীভাবে বিচার মিলবে? কলতানের এই প্রশ্ন পানিহাটির পুরনো ভোটব্যাঙ্ক কিছুটা নাড়া দিলেও জয়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। নির্যাতিতার মায়ের সরাসরি অভিযোগ ছিল, কলতানরা বিজেপির ভোট কেটে তৃণমূলকে সুবিধা করে দিতে চাইছেন। ভোটের অংক বলছে, মানুষ সরাসরি মেরুকরণের পথেই হেঁটেছে। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে পানিহাটির এই ফল অবিশ্বাস্য। ২০২১ সালে নির্মল ঘোষ জিতেছিলেন ২৫ হাজার ভোটে। তৃণমূলের পকেটে ছিল প্রায় অর্ধেক ভোট। এমনকি ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও এই কেন্দ্রে সৌগত রায় ১২ হাজারের বেশি লিড পেয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে পানিহাটি পুরসভার ২৯টি ওয়ার্ডের মানসিকতা আমূল বদলে গিয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে যেখানে বিজেপি ৫৯ হাজার ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল, এবার সেই সংখ্যাটা জয় নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্টর চেয়েও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জয় শুধু এক প্রার্থীর নয়, বরং আরজি কর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার সাধারণ মানুষের। যারা বিচার চেয়ে রাজপথে রাত কাটিয়েছেন, তাঁদের কণ্ঠস্বর এখন বিধানসভায়। প্রধানমন্ত্রীর সেই হুঁশিয়ারি; 'তদন্তের ফাইল নতুন করে খোলা হবে'; এখন মানুষের প্রত্যাশা। পানিহাটির জয়ী প্রার্থী কি পারবেন তাঁর মেয়ের ন্যায়বিচার ত্বরান্বিত করতে? পানিহাটির মানুষ কিন্তু তাঁদের কাজটা করে দিয়েছেন। তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাজপথের ক্ষোভ যখন ব্যালটে আছড়ে পড়ে, তখন কোনো দুর্গই আর সুরক্ষিত থাকে না। আরজি করের তদন্তের খাতা এবার কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য। তবে আপাতত পানিহাটির আকাশ গেরুয়া আবিরে ঢাকা। জয়ী মা এখন তাঁর হারানো মেয়ের হয়ে বিধানসভায় সওয়াল করার অপেক্ষায়।

গড় অক্ষুণ্ণ রাখলেন নওশাদ 'ভাইজান'

নয়া জামানা, ভাঙড় ঃ ভাঙড় নিজের দখলেই রাখলেন নওশাদ সিদ্দিকি। তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী তথা 'মাছচোর' গান খ্যাত শওকত মোল্লাকে প্রায় ৩১ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে নিজের গড় রক্ষা করলেন আইএসএফের এই জনপ্রিয় বিধায়ক। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি থাকলেও প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এটা স্পষ্ট যে, ক্যানিং পূর্ব থেকে ভাঙড়ে এসেও জোড়াফুল ফোটাতে ব্যর্থ শওকত মোল্লা। অনেকটা পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত গায়েন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার একচ্ছত্র আধিপত্যের মধ্যেও ভাঙড়ের এই কাঁটা উপড়াতে পারল না শাসকদল। ২০২১ সালে রাজ্যের হাই-ভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে যখন মেরুকরণের রাজনীতি তুঙ্গে, তখন সবাইকে চমকে দিয়ে ভাঙড় থেকে জয়ী হয়েছিলেন ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের নওশাদ। এবারের লড়াই ছিল তাঁর কাছে সেই মাটি ধরে রাখার বড় চ্যালেঞ্জ।

২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল প্রায় ৪২ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল। সেই কঠিন গাণিতিক হিসেব উল্টে দিয়ে ফের জয় ছিনিয়ে নিলেন নওশাদ। রাজনীতির কারবারিদের মতে, শাসকের শক্ত ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে কার্যত একলা লড়াই চালিয়ে নিজের প্রাসঙ্গিকতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করলেন পিরজাদা পরিবারের এই সন্তান। রাজনীতিতে আসার আগে নওশাদ ছিলেন পুরোদস্তুর ভলিবল খেলোয়াড়। জাতীয় স্তরেও মাঠ কাঁপিয়েছেন এই দীর্ঘদেহী তরুণ। তবে দাদা পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির ডাকে খেলার জার্সি ছেড়ে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে রাজনীতির ময়দানে নামেন তিনি। ২০২১ সালে বাম-কংগ্রেসের সংযুক্ত মোর্চার হাত ধরে বিধানসভায় পা রাখা নওশাদ গত পাঁচ বছর ধরে ছিলেন রাজ্য রাজনীতির 'তৃতীয় স্বর'। বিধানসভায় একক প্রতিনিধি হিসেবে লড়লেও নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান বজায় রেখেছেন তিনি। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে জল্পনাও কম হয়নি। কখনও গুজব রটেছে তিনি শাসক শিবিরে ভিড়ে যাচ্ছেন, কখনও আবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে তাঁর বৈঠক ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য। তবে নওশাদ বারবার জানিয়েছেন, ভাঙড়ের উন্নয়নের স্বার্থেই তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন। নওশাদের এই জয় সহজে আসেনি। গত কয়েক বছরে দু'বার শ্রীঘরের দরজা দেখতে হয়েছে তাঁকে। ২০২৩ সালে ধর্মতলায় আইএসএফ-এর কর্মসূচি ঘিরে অশান্তির জেরে ৫৬ দিন জেল খাটতে হয় তাঁকে। একটার পর একটা মামলায় বিদ্ধ করা হয়েছিল তাঁকে। এমনকি গত বছর অগস্ট মাসে ওয়াকফ সংশোধন আইন ও ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়েও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন তিনি। তবে জেল থেকে বেরিয়েও তাঁর লড়াই থেমে থাকেনি। বিরোধীদের অনেকেরই এমন ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, শাসকদলের চাপের মুখে নওশাদ হয়তো নতিস্বীকার করবেন কিংবা নিজের রাজনৈতিক নিরাপত্তার স্বার্থে তৃণমূলে নাম লেখাবেন।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একলা সেনানী হয়েই লড়াই জারি রেখেছেন তিনি। ভাঙড় মানেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার এমন এক জনপদ যা বারবার বোমাবাজি আর মারামারির কারণে শিরোনামে থেকেছে। সেই উত্তপ্ত রাজনৈতিক বাতাবরণেও গতবার নওশাদ প্রায় ২৬ হাজার ভোটে হারিয়েছিলেন তৃণমূলের চিকিৎসক প্রার্থী রেজাউল করিমকে। এবার তৃণমূল সেখানে আরও বড় বাজি ধরেছিল। শওকত মোল্লাকে ক্যানিং পূর্ব থেকে সরিয়ে এই আসনে প্রার্থী করা হয়েছিল। শওকতকে নিয়ে আইএসএফ-এর তৈরি করা গান 'মাছচোর' সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল হয়েছিল। তৃণমূল শিবির মনে করেছিল শওকতের সাংগঠনিক দক্ষতা ভাঙড়ের সমীকরণ বদলে দেবে, কিন্তু ভোটের বাক্সে সেই গানের মতো ঝড় তুলতে পারলেন না তিনি। ভাঙড়ের রাজনৈতিক ইতিহাস বরাবরই একটু ব্যতিক্রমী ঘরানার। ২০০৬ সালে রাজ্যে বামেদের জয়জয়কারের মধ্যেও এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের 'তাজা নেতা' আরাবুল ইসলাম। ঘটনাচক্রে, সেই আরাবুল এখন নওশাদেরই দলের নেতা এবং এবারের প্রার্থী ছিলেন। যদিও আরাবুল নিজে জয়ের মুখ দেখতে পাননি। আবার ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের ঢেউয়ের মধ্যেও এখানে জিতেছিল সিপিএমের বাদল জমাদার। ২০১৬ সালে তৃণমূল এই আসন পুনরুদ্ধার করলেও ২০২১ থেকে তা আবারও হাতছাড়া হয়। অর্থাৎ ভাঙড় কোনো নির্দিষ্ট দলের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাতে নারাজ, তা ফের প্রমাণিত। ফুরফুরা শরিফের পির জুলফিকার আলির সন্তান নওশাদ ধর্মীয় পরিচয়ের জোরে সংখ্যালঘুদের বড় অংশের কাছে ওজনদার। তবে যুযুধান দুই শিবিরের কোনো একটিতে না গিয়েও নিজের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখা তাঁর ব্যক্তিগত অর্জন বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এবারের ভোটেও বামফ্রন্টের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলেছে। বামেরা নওশাদের দলের প্রায় সব দাবিই মেনে নিয়েছিল। সেই মতো আইএসএফ এবার রাজ্যের মোট ৩১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তবে গত বারের মতো এ বারেও ভাঙড় বাদে অন্য কোনো আসনে জয়ী হতে পারেনি নওশাদের দল। নির্বাচন কমিশনের 'নিশ্ছিদ্র' নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেও ভাঙড় বারবার উত্তপ্ত হয়েছে। শাসক বনাম আইএসএফ সংঘর্ষের খবর বারবার উঠে এসেছে। সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে নিজের গড় রক্ষা করলেন নওশাদ। বিশ্লেষকদের মতে, বয়সে নবীন হলেও সাংগঠনিক খুঁটিনাটি সামলানোর যে ক্ষমতা নওশাদ দেখিয়েছেন, তা অনেক অভিজ্ঞ নেতাকেও টেক্কা দেবে। সব মিলিয়ে, 'রাজনৈতিক নিরাপত্তার' জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখলেন ভাঙড়ের এই বিধায়ক। শওকত মোল্লার মতো পোড়খাওয়া নেতাকে হারিয়ে নওশাদ বুঝিয়ে দিলেন, ভাঙড়ের মাটিতে তাঁর শেকড় অনেক গভীরে। তৃণমূলের সমস্ত রণকৌশলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফের বিধানসভায় যাচ্ছেন নওশাদ সিদ্দিকি। শাসকদলের দুর্গে এই জয় বিরোধী শিবিরেও নতুন অক্সিজেন সঞ্চার করল। ভাঙড় যেন আবারও প্রমাণ করল, সে বরাবরই একটু বেপরোয়া এবং নিজস্ব মেজাজে চলে। ফাইল ফটো।

মাথা মোড়ানোর ৩৮ মাস ঃ মমতার হারে আবার চুল গজাবে কৌস্তভের

নয়া জামানা, ব্যারাকপুর ঃ ৩৮ মাসের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। ব্যারাকপুরের গণনাকেন্দ্র থেকে তৃণমূলের রাজ চক্রবর্তী যখন 'পালাচ্ছেন', তখন বিজেপির কৌস্তভ বাগচীর জয়ের আনন্দে ভাসছে গেরুয়া শিবির। ২০২৩ সালের ৪ মার্চ মাথা মুড়িয়েছিলেন কৌস্তভ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে উৎখাত না করা পর্যন্ত মাথায় চুল রাখবেন না বলে কড়া প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সেই 'ব্র্যান্ডেড' চুল রাখার বাধা কাটল। ব্যারাকপুরের জয়ের খবর আসতেই স্বামী কৌস্তভকে তাঁর পছন্দের শ্যাম্পু উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্ত্রী প্রীতি বাগচী। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, সপ্তম রাউন্ড শেষে প্রায় ১৪ হাজার ভোটে রাজের থেকে এগিয়ে গিয়েছেন কৌস্তভ। স্বামীর এই সাফল্যে তৃপ্ত প্রীতি বলেন, 'কৌস্তভের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব।

উপহার দেব পছন্দের ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু।' দীর্ঘ লড়াইয়ের কথা মনে করে তিনি যোগ করেন, 'অনেক সয়েছি। অনেক লড়েছি। ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াইকে কাছ থেকে দেখেছি। আজ বড় তৃপ্ত লাগছে। আরও ভাল লাগছে, যখন দেখলাম কাউন্টিং সেন্টার থেকে রাজ চক্রবর্তী পালাচ্ছেন।' গণনাকেন্দ্রের বাইরে

তখন আবির মেখে উল্লাসে মাতোয়ারা বিজেপি কর্মীরা। ৩৮ মাস পর নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 05-05-2026 09:30 Page 11

হরেকরকম

নয়া জামানা

১ থেকে ৮ মে ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

কম খরচে স্বপ্নের সফর
পরিকল্পনাতেই আরামদায়ক ভ্রমণ

নয়া জামানা ঃ ভ্রমণের ইচ্ছে অনেকেরই থাকে; কখনও পাহাড়, কখনও সমুদ্র, আবার কখনও গভীর অরণ্যের টানে মন ছুটে যেতে চায় অজানার পথে। কিন্তু সেই ইচ্ছের মাঝেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় একটাই বিষয়;খরচ। ট্রেন বা বিমানের টিকিট, থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়া, স্থানীয় যাতায়াত;সব মিলিয়ে বাজেটের হিসেব এলোমেলো হয়ে গেলে অনেক সময়ই ভেস্তে যায় ভ্রমণের পরিকল্পনা। ফলে দূরে কোথাও যাওয়ার স্বপ্ন মাঝপথেই থেমে যায়। তবে একটু সচেতনতা ও পরিকল্পনা থাকলেই কম খরচে আরামদায়ক ভ্রমণ সম্ভব।ভ্রমণের পরিকল্পনা করার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাজেট নির্ধারণ। অনেকেই আগে গন্তব্য ঠিক করেন, তারপর খরচের হিসেব করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। তার বদলে আগে ঠিক করুন, আপনি কত টাকা খরচ করতে পারবেন। সেই অনুযায়ী গন্তব্য, যাতায়াত ও থাকার ব্যবস্থা বেছে নিন। এতে অপ্রয়োজনীয় খরচের চাপ কমবে এবং পরিকল্পনাও বাস্তবসম্মত হবে।আগেভাগে ট্রেন বা বিমানের টিকিট কেটে রাখলে অনেক সময় কম দামে পাওয়া যায়। একইভাবে, হোটেল বা থাকার জায়গাও আগে বুক করলে ভালো অফার পাওয়া সম্ভব। ভ্রমণের সময় স্থানীয় দর্শনীয় স্থান ঘোরার জন্য আলাদা করে গাড়ি বুক করার বদলে শেয়ার গাড়ি বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করলে খরচ অনেকটাই কমে। পাশাপাশি, কাছাকাছি জায়গাগুলি বেছে নিলে যাতায়াতের

খরচ ও সময়;দুইই সাশ্রয় হয়।
ভ্রমণের সময় কম জিনিসপত্র সঙ্গে নেওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যাগে ভরে নিলে তা শুধু বহন করাই কষ্টকর নয়, অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চার্জও গুনতে হতে পারে। তাই প্রয়োজনীয় জিনিসই সঙ্গে রাখুন, এতে ভ্রমণ হবে অনেক স্বচ্ছন্দ।থাকার ক্ষেত্রে ব্যয় কমাতে হোটেলের বিকল্প হিসেবে হোস্টেল, হোমস্টে বা গেস্টহাউস বেছে নেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে এই ধরনের থাকার জায়গাগুলি বেশ জনপ্রিয় এবং তুলনামূলকভাবে সস্তাও। একইভাবে, খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রেও বড় রেস্তোরাঁর পরিবর্তে স্থানীয় খাবারের দোকান বেছে নিলে কম খরচে ভালো মানের খাবার পাওয়া যায়। এতে স্থানীয় সংস্কৃতির স্বাদও নেওয়া সম্ভব।ভ্রমণে গিয়ে অযথা কেনাকাটা থেকে বিরত থাকাও জরুরি। অনেক সময় আবেগের বশে অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ফেলা হয়, যা পরে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে দীর্ঘ ভ্রমণে ভারী ব্যাগ বহন করা বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।সর্বোপরি, সঠিক পরিকল্পনা ও সচেতনতা থাকলে কম খরচেও সুন্দর ও উপভোগ্য ভ্রমণ করা সম্ভব। তাই বাজেটের মধ্যে থেকেই স্মরণীয় ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করুন।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলার প্রতিনিধিত্ব,
প্রযোজনায় নতুন ভূমিকায় পার্নো মিত্র

নয়া জামানা ঃ অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতে সক্রিয় উপস্থিতির পর এবার প্রযোজনার জগতে নতুন অধ্যায় শুরু করলেন পার্নো মিত্র। তাঁর কার্যনির্বাহী প্রযোজনায় নির্মিত তথ্যচিত্র জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ কান চলচ্চিত্র উৎসব-এ। শনিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমে এই সুখবর জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
ট্যাবারনাকল স্ট্রিট ফিল্মস এবং আদ্যা ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এই তথ্যচিত্রটির পরিচালনা করেছেন শ্রীময়ী চক্রবর্তী। প্রযোজনায় রয়েছেন শ্রীময়ী চক্রবর্তী ও ওম সিংহ, আর কার্যনির্বাহী প্রযোজকের ভূমিকায় পার্নো মিত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন রুশা বসু। এছাড়াও ছবির সঙ্গে যুক্ত রাধিকা পিরামল এবং নীরজ চুড়ি।
ছবির বিষয়বস্তু গ্রামীণ বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। দুই সাঁওতাল নারী;অঙ্কিতা ও বিনুর জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই তথ্যচিত্র। তাঁদের জীবিকা মহুয়া তৈরি

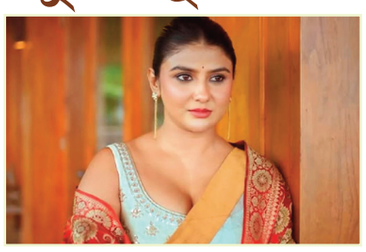

ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। তবে কেবল জীবিকার গল্প নয়, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বপ্ন, পরিচয় সংকট এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াইও উঠে এসেছে এই ছবিতে। বিশেষত, তাঁদের একজনের পুরুষ হিসেবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা এই ডকুমেন্টারিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। ফলে এটি শুধু একটি তথ্যচিত্র নয়, বরং প্রান্তিক জীবনের এক সংবেদনশীল দলিল।
পরিচালক শ্রীময়ী চক্রবর্তী নিজেও এক অনুপ্রেরণার নাম। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে ফিরে আসা এই নির্মাতা বর্তমানে লন্ডনে দুটি রেস্তরাঁ পরিচালনা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতাও এই ছবির নির্মাণে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন অনেকে।এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পার্নো মিত্র বলেন, তঐই ছবিতে সংগ্রামের এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে। যেকোনও ভালো কাজের সঙ্গে থাকতে চাই। এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত ও আবেগাপ্লুত। এখন কানের মঞ্চে ছবিটি প্রদর্শনের অপেক্ষায় আছি।উল্লেখযোগ্য, আন্তর্জাতিক এই উৎসবে এর আগেও টলিউডের উপস্থিতি নজর কেড়েছে। ২০১১ সালে পাওলি দাম শ্রীলঙ্কার পরিচালক বিমুক্তি জয়সুন্দর পরিচালিত ছত্রাক ছবির জন্য কানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর লালপাড় সাদা শাড়ির রেড কার্পেট উপস্থিতি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২২ সালে তাঁর অভিনীত ছাদ ছবিটিও সেখানে প্রদর্শিত হয়, যদিও সে বছর তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

নজরে INSTA

রাইমা

পুজা

নুসরাত

সুদীপ্তা

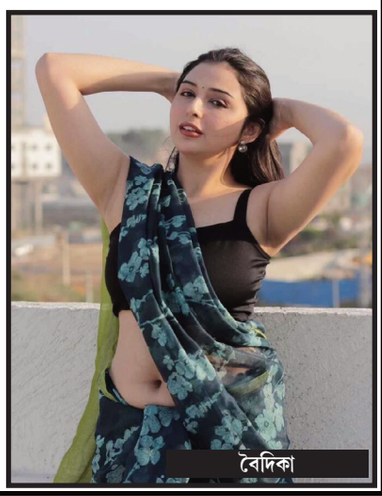
বৈদিকা

রজোনিবৃত্তির প্রস্তুতি
চল্লিশের পর মহিলাদের জন্য তিন জরুরি সাপ্লিমেন্ট

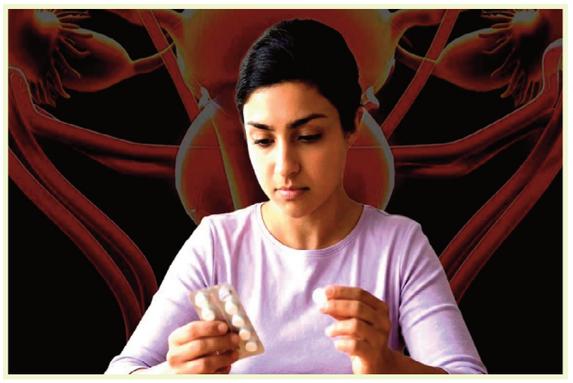

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নারীদের জীবনে একটি স্বাভাবিক জৈবিক পর্ব হল রজোনিবৃত্তি বা মেনোপজ। যেমন একটি নির্দিষ্ট বয়সে ঋতুচক্র শুরু হয়, তেমনই নির্দিষ্ট সময়ের পর তা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি একদিনে ঘটে না; বরং তিনটি ধাপে সম্পূর্ণ হয়; পেরিমেনোপজ, মেনোপজ এবং পোস্টমেনোপজ। বিশেষত পেরিমেনোপজ পর্যায়ে শরীর ও মনের উপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়।
এই সময়ে হরমোনের ওঠানামার কারণে মহিলাদের মধ্যে নানা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়ায় হট ফ্ল্যাশ, অনিদ্রা, মেজাজের অস্থিরতা, অবসাদ, এমনকি 'ব্রেন ফগ'-এর মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি, হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া, পেশিশক্তি হ্রাস পাওয়া বা জয়েন্টে ব্যথার মতো সমস্যাও দেখা দেয়। ফলে চল্লিশ পেরোনোর পর থেকেই এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করলে এই পর্বের সমস্যাগুলি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। দেশের একটি শীর্ষ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে তিনটি সাপ্লিমেন্ট নিয়ম মেনে গ্রহণ করলে অনিদ্রা, হট ফ্ল্যাশ, স্মৃতিভ্রংশ বা মানসিক ক্লান্তির মতো উপসর্গ কমানো যেতে পারে।
প্রথমত, ম্যাগনেশিয়াম সাইট্রেট বা গ্লাইসিনেট। এই খনিজ উপাদানটি শরীরের বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণা অনুযায়ী, এটি ঘুমের মান উন্নত করতে সাহায্য করে এবং অনিদ্রার সমস্যা কমাতে কার্যকর। পাশাপাশি, রজোনিবৃত্তির পর হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বা অস্টিয়োপোরোসিস প্রতিরোধেও ম্যাগনেশিয়াম সহায়ক হতে পারে। স্মৃতিশক্তি হ্রাস বা মানসিক বিভ্রান্তির ঝুঁকি কমাতেও এটি ভূমিকা রাখে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।
দ্বিতীয়ত, ক্রিয়েটিন সাপ্লিমেন্ট। পেরিমেনোপজ পর্যায়ে পেশিশক্তি ধীরে ধীরে কমে যায় এবং হাড়ের ঘনত্বও হ্রাস পেতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে ক্রিয়েটিন পেশির শক্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে। পাশাপাশি, হরমোনগত পরিবর্তনের ফলে যে মানসিক অবসাদ বা মেজাজের অস্থিরতা তৈরি হয়, তা কমাতেও এটি কার্যকর হতে পারে। স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধিতেও ক্রিয়েটিনের ভূমিকা রয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।
তৃতীয়ত, কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট। ত্বক, চুল এবং হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য কোলাজেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রজোনিবৃত্তির পর শরীরে কোলাজেনের মাত্রা কমে যায়, যার ফলে ত্বক শুষ্ক ও ঢিলে হয়ে পড়তে পারে এবং অস্থিসন্ধিতে ব্যথা বাড়তে পারে। কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতে এবং জয়েন্টের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে। পাশাপাশি, ত্বক ও চুলের সুস্থতা বজায় রাখতেও এটি উপকারী।
অনেকেই রজোনিবৃত্তির উপসর্গ কমাতে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির দিকে ঝোঁকেন। তবে এই চিকিৎসা সব ক্ষেত্রে উপযোগী নয় এবং ব্যয়সাপেক্ষও হতে পারে। সে তুলনায় সঠিক ডোজে এবং চিকিৎসকের পরামর্শে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপদ বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
তবে বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট মত, কোনও সাপ্লিমেন্টই নিজে থেকে শুরু করা উচিত নয়। প্রতিটি মানুষের শারীরিক অবস্থা ভিন্ন, তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক ডোজ নির্ধারণ করেই এগোনো উচিত।
সচেতনতা ও প্রস্তুতির মাধ্যমেই রজোনিবৃত্তির এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব।

বিয়ে বাড়ি বিখ্যাত ঝুড়ি আলুভাজা
এবার বাড়িতেই রান্না করুন

নয়া জামানা ঃ বিয়ে বাড়ির খাবারের মধ্যে একটি খুব জনপ্রিয় পদ হলো মুচমুচে আলু ভাজা। পাতলা কাটা আলু, হালকা মশলা আর খাস্তা টেক্সচারের জন্য এই পদটি ভাত-ডাল বা পোলাওয়ের সঙ্গে দারুণ লাগে। চাইলে বাড়িতেও আপনি এই রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারেন।নিচে সহজভাবে রেসিপিটি দেওয়া হলো।উপকরণে লাগবে আলু , ৩,৪টি, হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কা গুঁড়ো,চালের গুঁড়ো বা কর্নফ্লাওয়ার (খাস্তা করার জন্য), তেল এবং স্বাদমতো নুন।
প্রস্তুত প্রণালি প্রথমে আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে খুব পাতলা করে লম্বা বা চিপসের মতো করে কেটে নিন। কাটা আলু ১০ মিনিট ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন। এতে অতিরিক্ত স্টার্চ বেরিয়ে যাবে এবং ভাজা বেশি মুচমুচে হবে।এরপর জল ঝরিয়ে আলুর সঙ্গে নুন, হলুদ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো এবং সামান্য চালের গুঁড়ো বা কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিন।কড়াইয়ে তেল গরম করে মাঝারি আঁচে আলুগুলো ছড়িয়ে দিয়ে ভাজুন। মাঝে মাঝে নেড়ে দিন যাতে সব দিক সমানভাবে ভাজা হয়। আলু সোনালি ও খাস্তা হয়ে গেলে তুলে কাগজে রাখুন যাতে অতিরিক্ত তেল ঝরে যায়।ভাজার শেষে সামান্য লবণ ও কারিপাতা ও চাট মসলা ছিটিয়ে দিলে বিয়ে বাড়ির মতো স্বাদ আসে। চাইলে আপনি ভাজা চিনেবাদামও যোগ করতে পারেন। তৈরি আপনার আলু ভাজা গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন। মনে রাখবেন তেল খুব বেশি গরম হলে আলু বাইরে পুড়ে ভেতরে কাঁচা থাকতে পারে, তাই মাঝারি আঁচে ভাজা ভালো।এইভাবে তৈরি বিয়ে বাড়ির স্টাইল মুচমুচে আলু ভাজা গরম গরম পরিবেশন করলে সবাই খুব পছন্দ করবে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 05-05-2026 09:30 Page 12

ইসরাইলি বাহিনীর ঘুম হারাম করছে হিজবুল্লাহর ‘ফাইবার-অপটিক ড্রোন’

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দক্ষিণ লেবাননের আকাশে নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল বিস্ফোরকবোঝাই একটি কোয়াডকপ্টার ড্রোন। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ভবনের মাঝ দিয়ে ও কাঁচা রাস্তা অনুসরণ করে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এগোচ্ছিল সেটি। ড্রোনটির ক্যামেরায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল লক্ষ্যবস্তু;একটি ইসরাইলি ট্যাংক এবং তার পাশে অবস্থান নেওয়া কয়েকজন সেনা।স্ক্রিনের ওপরে সাদা অক্ষরে ভেসে উঠেছিল দুটি শব্দ; ‘বোমা প্রস্তুত’।বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি ছিল একটি ফাইবার-অপটিক ড্রোন, যা সাম্প্রতিক সময়ে হিজবুল্লাহ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ব্যবহার করছে। এ ধরনের ড্রোন শনাক্ত করা যেমন কঠিন, তেমনি এগুলোকে প্রতিহত করাও জটিল। কারণ এগুলো কোনো বেতার সংকেত ব্যবহার করে না, ফলে ইলেকট্রনিক জ্যামিং প্রযুক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত করা সম্ভব হয় না।ইসরাইলের ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজের জ্যেষ্ঠ গবেষক ইয়েহোশুয়া কালিস্কি বলেন, ‘এই ড্রোনগুলো যোগাযোগ জ্যামিংয়ের বাইরে থাকে। কোনো ইলেকট্রনিক সিগনেচার না থাকায় কোথা থেকে এগুলো চালানো হয়েছে সেটিও শনাক্ত করা যায় না।’রোববার প্রকাশিত হিজবুল্লাহর একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েক কেজি ওজনের কোয়াডকপ্টার ড্রোনটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানছে, অথচ ইসরাইলি সেনারা তার উপস্থিতি টেরই পাননি। ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, ওই হামলায় ১৯ বছর বয়সি সার্জেন্ট ইদান ফুকস নিহত হন এবং আরও কয়েকজন আহত হন। আহতদের সরিয়ে নিতে আসা একটি উদ্ধার হেলিকপ্টার লক্ষ্য করেও পরে আরও ড্রোন হামলা চালায় হিজবুল্লাহ।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফাইবার-অপটিক ড্রোনের কার্যকারিতা এর সরল প্রযুক্তিতেই। সাধারণ ড্রোনের মতো বেতার সংকেতের মাধ্যমে নয়, বরং একটি ফাইবার-অপটিক তারের মাধ্যমে সরাসরি অপারেটরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ড্রোনটি।ইসরাইলি সামরিক সূত্র সিএনএনকে জানিয়েছে, অত্যন্ত পাতলা ও হালকা হওয়ায় এই তার খালি চোখে প্রায় দেখা যায় না। এটি ১৫ কিলোমিটার বা তারও বেশি দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ফলে অপারেটর নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেও লক্ষ্যবস্তুর

উচ্চ রেজুলেশনের সরাসরি ভিডিও দেখতে পারেন।ড্রোন মোকাবিলায় এতদিন প্রযুক্তিগত সুবিধার ওপর নির্ভর করেছে আইডিএফ। তারা সাধারণত ড্রোন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত সংকেত ও ফ্রিকোয়েন্সি জ্যাম করে হামলা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু ফাইবার-অপটিক ড্রোন কোনো সংকেত ব্যবহার না করায় সেই কৌশল এখানে কার্যকর হচ্ছে না। একই সঙ্গে আগত ড্রোন শনাক্ত করাও আরও কঠিন হয়ে পড়ছে।এক ইসরাইলি সামরিক কর্মকর্তা বলেন, ‘জাল বা অন্যান্য শারীরিক বাধা ছাড়া খুব বেশি কিছু করার নেই। এটি অসম যুদ্ধের জন্য তৈরি একটি নিম্নপ্রযুক্তির ব্যবস্থা।’ইউক্রেন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম ব্যাপকভাবে দেখা যায় ফাইবার-অপটিক ড্রোনের ব্যবহার। সেখানে রুশ বাহিনী অত্যন্ত কার্যকরভাবে এই প্রযুক্তি কাজে লাগায়। পরে রাশিয়া ড্রোনের সঙ্গে একটি বেস ইউনিট যুক্ত করে অপারেটরকে আরও দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়, যা অপারেটরের নিরাপত্তা বাড়ায় এবং তাকে লক্ষ্যবস্তু করা আরও কঠিন করে তোলে।বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর কৌশল কিছুটা ভিন্ন। ইসরাইলি ঘাঁটিগুলো সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় বড় সরবরাহ লাইন লক্ষ্য করার সুযোগ কম। তাই হিজবুল্লাহ মূলত দক্ষিণ লেবানন ও উত্তর ইসরাইলে অবস্থানরত ইসরাইলি সেনাদের লক্ষ্যবস্তু করছে।সেন্টার ফর নিউ আমেরিকান সিকিউরিটির জ্যেষ্ঠ গবেষক স্যামুয়েল বেনডেট বলেন, ‘অভিজ্ঞ অপারেটরের হাতে এবং প্রতিপক্ষ প্রস্তুত না থাকলে এটি অত্যন্ত কার্যকর অস্ত্র হতে পারে। এমনকি প্রতিপক্ষ সতর্ক থাকলেও এটি প্রাণঘাতী হতে পারে।’ইসরাইলের ধারণা, হিজবুল্লাহ চীন বা ইরান থেকে বেসামরিক ড্রোন আমদানি করে এবং সেগুলোর সঙ্গে গ্রেনেড বা অনুরূপ বিস্ফোরক যুক্ত করে। এর ফলে অত্যন্ত নিখুঁত কিন্তু কম খরচের এক ধরনের অস্ত্র তৈরি হচ্ছে, যা ছোট পরিসরে লক্ষ্যভিত্তিক হামলায় কার্যকর।চীন এর আগে এ সংঘাতে কোনো পক্ষকে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলার কথা জানিয়েছে।বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে ইরানের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় হিজবুল্লাহ বড় ধরনের রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র ভান্ডার গড়ে তুলেছিল। গাজা যুদ্ধ শুরুর আগে ইসরাইলি কর্মকর্তারা ধারণা করেছিলেন, হিজবুল্লাহর কাছে প্রায় দেড় লাখ রকেট ছিল। তবে যুদ্ধ চলাকালে ইসরাইলি হামলা ও ব্যাপক ব্যবহারজনিত কারণে এখন তাদের হাতে আগের তুলনায় মাত্র ১০ শতাংশ রকেট অবশিষ্ট রয়েছে বলে মনে করছে ইসরাইল।সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তিতে ইসরাইলের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা সম্ভব না হওয়ায় হিজবুল্লাহ এখন অসম যুদ্ধকৌশলের ওপর বেশি নির্ভর করছে, যা ইরানও যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে।আইডিএফ বর্তমানে জাল ও অন্যান্য শারীরিক প্রতিরোধব্যবস্থা ব্যবহার করছে। তবে ইসরাইলি কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, এটি পুরোপুরি কার্যকর নয়।এক সামরিক কর্মকর্তা বলেন, ‘এটি শতভাগ নির্ভরযোগ্য নয়, যতটা আমরা চাই।’ তিনি জানান, ফাইবার-অপটিক ড্রোন মোকাবিলায় নতুন কৌশল উদ্ভাবনে গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে কাজ করছে আইডিএফ। তবে হুমকি এখনও রয়ে গেছে।তার ভাষায়, ‘এটি এমন একটি হুমকি, যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা আমরা এখনও চালিয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে হিজবুল্লাহ একসঙ্গে একাধিক ড্রোন হামলা চালালে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যায়। তারা দ্রুত শিখছে এবং সমন্বিত হামলার চেষ্টা করছে।’

অর্থনৈতিক সংকটে দিশেহারা ইরান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরানে একদিকে দ্রুত বাড়ছে দ্রব্যমূল্য, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের কারণে অর্থনীতিতে বাড়ছে গভীর সংকট। আর এর প্রভাব গিয়ে পড়ছে জনজীবনে। চাকরি হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েছে লাখো মানুষ। খাদ্য ও ওষুধ থেকে শুরু করে গাড়ি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য;প্রায় সবকিছুর দামই গত সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে অনেক বেশি বেড়েছে।স্থানীয় দুর্বল ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোর ওপর হামলা, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা, নৌ অবরোধ এবং রাজধানী তেহরানে সরকারের আরোপিত প্রায় সম্পূর্ণ ইন্টারনেট বন্ধ,যা এখন ৬৪ দিনে গড়িয়েছে;সব মিলিয়ে ৯ কোটিরও বেশি মানুষের এই দেশের অর্থনীতি চাপে পড়েছে।ইরানের জাতীয় মুদ্রা রিয়াল খোলা বাজারে মার্কিন ডলারের বিপরীতে রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে ১৮ লাখ ৪০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। বাজারে অস্থিরতার কারণে মুদ্রা লেনদেনও কমে গেছে।অন্যান্য বাজারেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। বিক্রেতা ও ক্রেতারা কেউই নিশ্চিত নন পরিস্থিতি কতটা খারাপ হতে পারে বা নতুন পণ্য আদৌ আসবে কি না।সরবরাহ কমে

ইরানে একদিকে দ্রুত বাড়ছে দ্রব্যমূল্য, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের কারণে অর্থনীতিতে বাড়ছে গভীর সংকট। আর এর প্রভাব গিয়ে পড়ছে জনজীবনে। চাকরি হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েছে লাখো মানুষ।

যাওয়ায় কিছু বিক্রেতা অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে দাম বাড়াচ্ছেন, যা গত এক দশকের উচ্চ মূল্যস্ফীতির অভিজ্ঞতার মধ্যেও খুব কমই দেখা গেছে।উদাহরণ হিসেবে, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সের ২৫৬ জিবি সংস্করণের যুক্তরাষ্ট্রে দাম ১,২০০ ডলার, তা তেহরানের কিছু দোকানে প্রায় ৫০০ কোটি রিয়াল (২,৭৫০ ডলার) দামে বিক্রি করা হচ্ছে। আবার অনেক দোকান এই পণ্য বিক্রিই করতে চাইছে না।একইভাবে, ফরাসি নির্মাতা পিউজোর জনপ্রিয় মডেল পিউজো ২০৬, যা ইরানেও উৎপাদিত হয়, তার দাম পৌঁছেছে প্রায় ৩০০ কোটি রিয়ালে (১৬,৫০০ ডলার)।আমদানিকৃত গাড়ি আরও দুর্লভ হয়ে উঠেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো পার্শ্ববর্তী বাজারের তুলনায় পাঁচ গুণ পর্যন্ত বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন শুক্রবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গাড়ির বাজারে ‘প্রতিদিনই’ দাম বাড়ছে। তবে তারা এর জন্য মূল্যস্ফীতি-সংক্রান্ত ‘মনস্তাত্ত্বিক’ কারণ এবং মুনাফালোভী বিক্রেতাদের ‘ভুয়া মূল্য নির্ধারণ’কে দায়ী করেছে।হরমুজে নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করতে সামরিক পদক্ষেপ নিচ্ছে ইরানবর্তমানে ইরানে মাসিক ন্যূনতম মজুরি ১৭ কোটি রিয়ালেরও কম (প্রায় ৯২ ডলার)। যদিও পারস্য বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ২১ মার্চ শুরু হওয়া নতুন বছরে সরকার এটি প্রায় ৬০ শতাংশ বাড়িয়েছে। এছাড়া সরকার প্রতি ব্যক্তিকে মাসে প্রায় ১০ ডলারের কম মূল্যের খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ভর্তুকি দিচ্ছে।তেহরানের এক বাসিন্দা বলেন, ‘দাম আর আয়ের দিকে তাকালে বোঝা যায় হিসাব মিলছে না। যা আছে, তা এমন কিছুর পেছনে খরচ করতে হচ্ছে যার মূল্য কমবে না, অথবা এখনই প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ফেলতে হচ্ছে, কারণ পরে হয়তো আর সামর্থ্য থাকবে না।

হরমুজ প্রণালীঃ মাঝ সমুদ্রে মৃত্যুভয়ে দিন কাটছে ২০ হাজার নাবিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের খবরে আমরা তেলের দাম দেখি, মিসাইলের সংখ্যা দেখি। কিন্তু সেই যুদ্ধে আটকে পড়া ২০ হাজার নাবিকের কথা কতটা জানি?স্ট্রেট অব হরমুজ বিশ্ব অর্থনীতির জন্য কতটা জরুরি, তা আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ যত দীর্ঘ হচ্ছে, ততই সামনে আসছে এই জলপথে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বড় প্রভাব। এতে শুধু তেলের দাম বাড়ার আশঙ্কাই নেই, বিপাকে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষও। অথচ তাঁদের কথা খুব কমই সামনে আসে। এঁরা হলেন সমুদ্রযাত্রী নাবিক যাঁরা জ্বালানি, খাদ্য, পণ্য, কনটেনার বা গ্যাস এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছে দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সচল রাখেন।সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থাগুলির হিসেব বলছে, স্ট্রেট অব হরমুজ এবং তার আশপাশে এখন প্রায় ২,০০০ জাহাজ আটকে রয়েছে। সেই জাহাজগুলিতে বন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন অন্তত ২০,০০০ নাবিক। রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থাও এই পরিস্থিতিকে নজিরবিহীন সঙ্কট বলে বর্ণনা করেছে।হরমুজ প্রণালী এমনিতেই বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রুটগুলির একটি। পৃথিবীর মোট সমুদ্রপথে পরিবাহিত তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই পথ দিয়েই যায়। কিন্তু ইরানকে ঘিরে যুদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ, ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কা এবং ড্রোন নজরদারির ফলে এই পথ এখন কার্যত মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। বহু জাহাজকে মাঝসমুদ্রে নোঙর করে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে;না তারা এগোতে পারছে, না ফিরতে পারছে।এই জাহাজগুলির বেশিরভাগই এখন যুদ্ধের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মধ্যে রয়েছে। মাঝেমধ্যেই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, আকাশে ড্রোন ওড়ে, কখনও আবার ক্ষেপণাস্ত্রের অংশ সমুদ্রে এসে পড়ে। নাবিকদের অনেককে জাহাজের বাঙ্কার বা ইঞ্জিন রুমে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। ঘুম বলতে প্রায় কিছু নেই। আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা আর অপেক্ষাই এখন তাঁদের দৈনন্দিন সঙ্গী।এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খাদ্য ও জলের সঙ্কট। জাহাজে যে পরিমাণ রসদ নিয়ে যাত্রা শুরু করা হয়েছিল, তা তো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এখন সেই সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে নাবিকদের জল মেপে খেতে হচ্ছে, খাবার ভাগ করে খেতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বাইরের সাহায্য পৌঁছনোও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সহায়তা পৌঁছে দিতে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকেও ঝুঁকি নিতে হচ্ছে।এই ২০,০০০ মানুষের বড় অংশই ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ফিলিপিন্স, ইউক্রেন, রাশিয়া-সহ নানা দেশের শ্রমজীবী নাবিক। তাঁদের পরিবার দূরে বসে দিন গুনছে। ফোনে ঠিকমতো যোগাযোগ নেই, ইন্টারনেট নেই, জাহাজের অবস্থানও অনেক সময় নিরাপত্তার কারণে গোপন রাখা হচ্ছে। ফলে বাড়ির মানুষ জানতেই পারছেন না, তাঁদের প্রিয়জন বেঁচে আছেন কি না। জাহাজে আটকে থাকা নাবিকদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন, কবে বাড়ি ফিরতে পারবেন, আদৌ ফিরতে পারবেন কি না।এক ভারতীয় ক্যাপ্টেন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাঁরা এই যুদ্ধের নীরব শিকার। যুদ্ধে তাঁরা সরাসরি জড়িত নন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি অসহায় অবস্থায় পড়েছেন তাঁরাই।তাঁরা বন্দুক হাতে নেননি, যুদ্ধও শুরু করেননি। কিন্তু বিশ্ববাণিজ্য সচল রাখার কাজ করতে গিয়েই আজ তাঁরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে আটকে পড়েছেন।সমস্যা আরও বাড়ছে শ্রম আইনের জায়গায়। বহু নাবিকের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের বদলি পাঠানো যাচ্ছে না। অর্থাৎ, আইনত কাজের সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও তাঁরা কাজ থেকে বেরোতে পারছেন না। কেউ কেউ মজুরি নিয়েও অনিশ্চয়তায়। আবার এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে প্রতারকরাও সক্রিয়;নিরাপদে বের করে আনার নামে টাকা দাবি করছে, এমনকী ক্রিপ্টোকারেন্সিতে অর্থ চাওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে।আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন এবং নাবিক ইউনিয়নগুলি ইতোমধ্যে প্রতিবাদ শুরু করেছে। গ্রিসে নাবিকেরা ধর্মঘট করেছেন, আন্তর্জাতিক পরিবহণ শ্রমিক ফেডারেশন বিশেষ ক্ষতিপূরণ, বাড়তি মজুরি এবং বিপজ্জনক রুটে যেতে অস্বীকার করার অধিকার দাবি করেছে। কিন্তু কাগজে নানা চুক্তি বা আশ্বাস থাকলেও বাস্তবে হাজার হাজার মানুষ এখনও সমুদ্রেই আটকে রয়েছেন। কারণ যুদ্ধ থামেনি, আর বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিও সহজে জাহাজ চলাচল বন্ধ করতে পারছে না।আমরা পেট্রল পাম্পে গিয়ে জ্বালানি পাই, বাজারে বিদেশি পণ্য কিনি, রান্নার গ্যাস পাই;কিন্তু সেই সরবরাহের নেপথ্যে যে হাজার হাজার নাবিক মাসের পর মাস সমুদ্রে জীবন কাটান, তাঁদের কথা সাধারণত কেউ ভাবে না। যুদ্ধ না থাকলে এই শ্রম আর এই মানুষগুলির কথা খুব একটা চোখে পড়ে না।বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের খবর আমরা সাধারণত মিসাইল, ড্রোন বা ক্ষয়ক্ষতির হিসেব দিয়ে বুঝি। কিন্তু হরমুজের এই পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিল, যুদ্ধের আরেকটি দিকও আছে;কত মানুষ চুপচাপ বিপদের মধ্যে আটকে পড়ে, যাদের খবরখুব কমই সামনে আসে।

বাংলা-অসমে গেরুয়া সুনামি

চব্বিশের ধাক্কা সামলে মোদীর তূণে এবার ‘ইউসিসি’ ও উন্নয়নের জোড়া তির

বাংলা ও অসমে আছড়ে পড়া গেরুয়া সুনামি কেবল রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রই বদলে দিচ্ছে না, বরং গোটা দেশের আগামী দিনের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে চলেছে। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের এই বিপুল জয় ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার শরিকদের দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ২২টিতেই ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে দিয়েছে, যা ষাটের দশকের পর থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে কার্যত এক নজিরবিহীন আধিপত্য। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর যে ধাক্কা বিজেপি খেয়েছিল, এই জোড়া জয় সেই ক্ষত সম্পূর্ণ নিরাময় করে মোদী সরকারকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। এই রাজনৈতিক আধিপত্যের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়তে চলেছে বিজেপির বহু চর্চিত ‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি’ বা ইউসিসি প্রণয়নের ক্ষেত্রে। লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা না থাকায় কেন্দ্রীয় স্তরে সংবিধান সংশোধন করে ইউসিসি কার্যকর করা বিজেপির পক্ষে আপাতত কঠিন হলেও, এবার নিজস্ব শাসনাধীন রাজ্যগুলিতে এই নীতি পাসের ক্ষেত্রে আর কোনো বড় বাধাই রইল না। দিল্লির ‘সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ’-এর গবেষক রাহুল ভার্মার মতে, আগামী ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে হয়তো রাতারাতি কিছু বদল আসবে না, তবে এই জয় বিজেপিকে তাদের দীর্ঘদিনের আদর্শগত এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়নে প্রবলভাবে উৎসাহিত করবে এবং দেশজুড়ে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করার মতো ভাবনাগুলোও নতুন করে গতি পাবে। একইসঙ্গে, বিরোধী-শাসিত রাজ্যের সংখ্যা তলানিতে এসে ঠেকার কারণে দেশজুড়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও এবার অনেক মসৃণ গতিতে এগোবে বলে দাবি করেছেন দিল্লির বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খাণ্ডেলওয়াল। মোদীর ক্যারিশমা, হিন্দুত্বের সুদৃঢ় আখ্যান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোড়া ফলায় বিরোধীদের সমস্ত প্রতিরোধ কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। বিরোধীরা আসামে সীমানা পুনর্বিন্যাস এবং বাংলায় ভোটার তালিকা থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে লক্ষাধিক সংখ্যালঘু ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ তুললেও, বাস্তব পরিসংখ্যান বলছে বিজেপির সুবিশাল প্রচার পরিকাঠামো এবং বিপুল আর্থিক সম্পদের (বিজেপির ৬৭.৬৯ বিলিয়ন টাকার আয় বনাম কংগ্রেসের ৯.১৮ বিলিয়ন) কাছে বিরোধী জোট আক্ষরিক অর্থেই খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে। এর পাশাপাশি, বাংলায় মহিলাদের ও বেকার যুবকদের জন্য মাসিক তিন হাজার টাকা ভাতা বা দেশজুড়ে ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ভোটারদের পদ্মমুখী করতে জাদুর মতো কাজ করেছে। তামিলনাড়ুতে দক্ষিণী সুপারস্টার বিজয়ের দলের বিপুল উত্থানের মাঝেই বিজেপির জোটের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রমাণ করছে যে, উত্তর থেকে দক্ষিণ; সর্বত্রই বিরোধীদের আদর্শগত এবং সাংগঠনিক ভিত্তি চূড়ান্তভাবে দুর্বল। এককথায়, বাংলা ও অসমের এই অভূতপূর্ব জয় কেবল মোদীর অটুট জনপ্রিয়তাকেই পুনরায় প্রমাণ করল না, বরং গোটা দেশে বিজেপির অপ্রতিহত আধিপত্য এবং নীতিগত অ্যাজেন্ডা বিস্তারের এক প্রশস্ত রাজপথ তৈরি করে দিল।

প্রত্যাবর্তনে রাজা রোহিত, লখনউকে হারিয়ে প্লেঅফের আশা বাঁচিয়ে রাখল মুম্বই

মাঠে নামুন বা রিজার্ভ বেঞ্চে থাকুন-তাঁকে মুম্বই চা রাজা বলেই চেনে ক্রিকেটমহল। সেই রোহিত শর্মা এদিন ফিরলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে। পাঁচ ম্যাচ পরে ফিরে বুঝিয়ে দিলেন, কেন মুম্বইয়ের হৃদয়ে তিনিই রাজা। এদিন মাত্র ৪৪ বলে ৮৪ রান করলেন রোহিত। ভিন্টেজ হিটম্যানের ঝলকও দেখল ক্রিকেটদুনিয়া। ওই একটা ইনিংসেই প্রাণ ফিরল মুম্বইয়ের প্লে অফ স্বপ্নে। এখনও টিমটিম করে বেঁচে আছে আইপিএল প্লে অফের আশা। হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যায় প্রায় তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে ছিলেন রোহিত শর্মা। পুরো ফিট হয়ে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে পরিশ্রম চালিয়ে গিয়েছিলেন 'হিটম্যান'। রবিবার ঐচ্ছিক প্র্যাকটিস সেশন রেখেছিল মুম্বই ম্যানেজমেন্ট। কেউই হাজির হননি নেটে। ব্যাতিক্রম রোহিত। মুম্বই হেড কোচ মাহেলা জয়বর্ধনেকে সঙ্গী করে এদিন দুপুরের পর ওয়াংখেড়েতে আসেন দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। সেই পরিশ্রমের ফল এদিন হাতেনাতে পেলেন পাঁচবার আইপিএলজয়ী অধিনায়ক। তবে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে গিয়ে নিশ্চিত সেঞ্চুরি মাঠে ফেলে এলেন রোহিত। অসুস্থতার কারণে এদিনের ম্যাচে খেলতে পারেননি মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে দলকে নেতৃত্ব দেন সূর্যকুমার যাদব। প্রথমে ব্যাট করে ২২৮ রান তোলে লখনউ। মাত্র ২১ বলে ৬৩ রান করেন নিকোলাস পুরান। এছাড়া ৪৪ রান আসে মিচেল মার্শের ব্যাট থেকে। লোয়ার অর্ডারে হিম্মত সিংও ৪০ রান করেন। তবে এদিনও ব্যর্থ লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। ১০ বল খেলে ১৫ রান করেন তিনি।

এদিন ৪ ওভারে ৪৫ রান দিলেও তিন উইকেট তুলে নিয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ। ২২৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে এদিন ওয়াংখেড়েতে রোহিত শো। ৬টি বাউন্ডারি, সাতটি ওভার বাউন্ডারিতে ইনিংস সাজান হিটম্যান। ওপেনিংয়ে রোহিতের সঙ্গী রায়ান রিকেলটনও এদিন ছিলেন বিধ্বংসী মেজাজে। মাত্র ৩২ বলে ৮৩ রান করেন তিনি। মুম্বইয়ের জয় নিশ্চিত হয়ে যায় ১৪৩ রানের ওই ওপেনিং পার্টনারশিপেই। রোহিত এবং রিকেলটন আউট হতে মুম্বইয়ের রানের গতি অবশ্য অনেকটা কমে যায়। বেশ কয়েকটা উইকেটও পড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ল মুম্বই।

'১৫ বছরের যন্ত্রণা শেষ', আইপিএলে উইকেট তুলে 'জয় শ্রী রাম' চিরকুটে সেলিব্রেশন মুম্বই বোলারের

১৫ বছরের যন্ত্রণার অবসান। তাতেই আইপিলের মঞ্চে 'জয় শ্রী রাম' বার্তা দিলেন স্পিনার রঘু শর্মা। কারও ভাগ্য ফেরে ১৩-১৪ বছর বয়সে। কাউকে অপেক্ষা করতে হয় ৩৩ বছর পর্যন্ত। যেমন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের রঘু শর্মা। আইপিএলের ঝাঁ চকচকে দুনিয়ায় একেবারেই আনকোরা নাম। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে উইকেট পেয়েই চর্চায় পাঞ্জাবের লেগস্পিনার। প্রথম সাফল্যের পর একটা চিরকুট বের করে দেখান তিনি। যেখানে ছিল রঘুর ১৫ বছরের সংগ্রামের গল্প। আর শেষে লেখা 'জয় শ্রী রাম।'মাত্র ৩০ লক্ষ টাকায় রঘুকে কেনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে অভিষেক হলেও সাফল্য আসেনি। যেটা এল লখনউয়ের বিরুদ্ধে। ১৩তম ওভারে অক্ষত রঘুবংশীকে আউট করেন এই লেগ স্পিনার। আইপিএলে প্রথম উইকেট পেতেই পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করে দেখান।

যেখানে লেখা ছিল, '১৫ বছরের কষ্টকর জীবন গুরুদেবের আশীর্বাদে আজ শেষ হল। আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ধন্যবাদ। আজন্ম কৃতজ্ঞ থাকব। জয় শ্রী রাম।' ৩৩ বছর বয়সি ক্রিকেটার অদম্য অধ্যবসায় ও দৃঢ় মানসিকতার জন্য পরিচিত। জীবনে বহু উত্থানপতনের পর ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। সম্ভবত চিরকুটে নিজের কেরিয়ারের ১৫ বছরের সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান তুলে ধরেছেন।

শুধু লেগ স্পিন নয়, আরেকটা বিশেষ কারণে রঘুকে চিনে নেওয়া যায়। সেটা হল মাথায় টিকি বাঁধা। ১২টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচে ৫৭টি এবং ১২টি লিস্ট-এ ম্যাচে ১৮টি উইকেট নিয়েছেন। সেই তুলনায় টি-টোয়েন্টি কম খেলেছেন। তবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স রত্ন চিনতে ভুল করে না। রঘুর লেগ স্পিন মুম্বইয়ের অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

আইপিএলের মঞ্চে নতুন তারকার উদয়!

কথায় আছে, বিপদের দিনেই আসল নায়কের জন্ম হয়। রবিবার আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে সেই প্রবাদেরই যেন বাস্তব রূপায়ণ করলেন পাঞ্জাব কিংসের তরুণ ব্যাটার সূর্যাংশ শেডগে। আইপিএলের মঞ্চে সুযোগ পেয়েই নিজের জাত চেনালেন তিনি। একটা সময় মাত্র ৪৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল পাঞ্জাব। ঠিক সেখান থেকেই পালটা লড়াই শুরু করে মাত্র ২৯ বলে ৫৭ রানের এক ঝোড়ো ইনিংস খেলে গোটা ক্রিকেট বিশ্বের নজর কাড়লেন এই আনকোরা তরুণ। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মহম্মদ সিরাজ, কাগিসো রাবাডা এবং জেসন হোল্ডারদের দাপুটে বোলিংয়ের সামনে রীতিমতো ধুঁকছিল পাঞ্জাবের ব্যাটিং লাইন-আপ। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার থেকে শুরু করে টপ-অর্ডারের হেভিওয়েটরা যখন একে একে সাজঘরে ফিরে গিয়েছেন, ঠিক তখনই খাদের কিনারা থেকে দলকে টেনে তুলতে ক্রিজে আসেন সূর্যাংশ। অভিজ্ঞ মার্কাস স্টোইনিসের সঙ্গে জুটি বেঁধে পরিস্থিতি সামাল দেন তিনি। তবে তাঁর ব্যাটিংয়ের আসল রূপ দেখা যায় স্পিনার মানব সুথারের একটি ওভারে। ওই এক ওভারেই তিনটি পেল্লাই ছক্কা ও দু'টি বাউন্ডারি (৬, ৬, ৪, ৪, ৬) সহ মোট ২৭ রান তুলে নিয়ে গুজরাটের বোলারদের কার্যত দিশেহারা করে দেন তিনি। স্টোইনিসের (৩১ বলে ৪০ রান) সঙ্গে তাঁর মাত্র ৪৪ বলে ৭৯ রানের পার্টনারশিপই শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবকে ১৬৩ রানের একটি সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছে দেয়। মাত্র ২৪ বলে নিজের অভিষেক আইপিএল অর্ধশতরান পূরণ করেন তিনি। যদিও শেষ ওভারে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের পর ওয়াশিংটন সুন্দরের (২৩ বলে অপরাজিত ৪০) ছক্কায় ভর করে ৪ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় গুজরাট টাইটান্স। সাই সুদর্শনের (৪১ বলে ৫৭) দায়িত্বশীল ইনিংস এবং শেষবেলায় সুন্দরের ফিনিশিং গুজরাটকে জয় এনে দিলেও, ম্যাচের পর ক্রিকেট মহলের চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু সেই তরুণ সূর্যাংশ শেডগেই। প্রবল চাপের মুখে দাঁড়িয়ে দলকে টেনে তোলার এই মানসিকতা এবং নির্ভীক ব্যাটিং স্টাইল আগামী দিনে তাঁকে এক অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফিনিশার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের টিকিট পেল ৫টি দল

বতসোয়ানায় আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স রিলেতে মিক্সড ৪অ৪০০ মিটার ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতল গ্রেট ব্রিটেন এবং নর্দান আয়ারল্যান্ড। এর পাশাপাশি গ্রেট ব্রিটেনের আরও চারটি দল ২০২৭ সালের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করেছে। অ্যালেক্স হ্যাডক-উইলসন, লিনা নিলসেন, জেক মিনশুল এবং ইয়েমি মেরি জনকে নিয়ে গঠিত গ্রেট ব্রিটেনের মিক্সড ৪অ৪০০ মিটার দল ৩ মিনিট ৮.২৪ সেকেন্ড সময় করে তৃতীয় স্থানে দৌড় শেষ করে। এই ইভেন্টে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জামাইকা। পদক জেতায় এই দলটি আগামী সেপ্টেম্বরে বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিতব্য উদ্বোধনী 'বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স আল্টিমেট চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর জন্যও যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শনিবারের হিট থেকে রবিবারের ফাইনালে ওঠার মাধ্যমেই আগামী বছর বেজিংয়ে আয়োজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের টিকিট পাকা করে ফেলেছে গ্রেট ব্রিটেনের পুরুষদের ৪X১০০ মিটার, মহিলাদের ৪অ৪০০ মিটার এবং মিক্সড ৪অ১০০ মিটার দল। অন্যদিকে, মহিলাদের ৪অ১০০ মিটার দল প্রথম দিনের হিটে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলেও পরে তাদের বাতিল ঘোষণা করা হয়। তবে রবিবার রেপেশাজ রাউন্ডে দ্বিতীয় হয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের বাকি চারটি স্লটের একটি নিজেদের নামে করে নেয় তারা। তবে পুরুষদের ৪X৪০০ মিটার দল প্রথম রেসে সপ্তম এবং রেপেশাজে তৃতীয় স্থানে শেষ করায় এখনই বেজিংয়ের টিকিট পায়নি। পরবর্তীকালে টাইমিংয়ের ভিত্তিতে তাদের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পেতে হবে। ফাইনালে পারফরম্যান্স ও পেক্ষাপট ফাইনালে মহিলাদের ৪অ৪০০ মিটার দল চতুর্থ স্থানে শেষ করে। তবে পুরুষদের এবং মিক্সড ৪X১০০ মিটার দল ফাইনালে ব্যাটন হাতবদলের সময় ব্যর্থ হয়ে ছিটকে যায়। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে রিলে রেসের পাঁচটি ইভেন্টেই গ্রেট ব্রিটেনের অ্যাথলিটরা পদক জিতেছিলেন, তবে গত বছর টোকিও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তারা কোনও পদক ঘরে তুলতে পারেননি। গ্রেট ব্রিটেন এবং নর্দান আয়ারল্যান্ডের দল গঠনঃ মহিলাদের ৪X১০০ মিঃ রেনে রেজিস (ইমানি-লারা ল্যানসিকট), আলিয়া সিবন্স, নিয়া ওয়েডারবার্ন-গুডসন, সাকসেস এডুয়ান। পুরুষদের ৪অ১০০ মিঃ জেরেমিয়াহ আজু, ঝার্নেল হিউজ, নাথানিয়েল মিচেল-ব্লেক, রোমেল গ্লেভ। মহিলাদের ৪অ৪০০ মিঃ লাভিয়াই নিলসেন, নিকোল ইয়ারগিন, পপি মালিক (এমিলি নিউনহ্যাম), শার্লট হেনরিখ।

পুরুষদের ৪X৪০০ মিঃ লুইস ডেভি, টবি হ্যারিস, লি থম্পসন, সিমাস ডার্বিশায়ার। মিক্সড ৪X১০০ মিঃ এলিয়ট জোন্স (জোনা এফোলোকো), অ্যালিসন বেল, জেরিয়েল কুইনু, ডেজারি হেনরি (কিসিওয়া মেনসাহ)। মিক্সড ৪অ৪০০ মি অ্যালেক্স হ্যাডক-উইলসন, লিনা নিলসেন, জেক মিনশুল, ইয়েমি মেরি জন।

২২ বছর পর মুভ অন! ইমরানকে ভুলে বাগদান সারলেন জেমিমা

খেলার মাঠের ক্যাসানোভা। তাঁকে ঘিরে সবসময় মহিলাদের তীব্র আকর্ষণ। একের পর এক বিখ্যাত মহিলা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়েছে তাঁর নাম। সেই ইমরান খান প্রথমবারের জন্য বিয়ে করেছিলেন জেমিমা গোল্ডস্মিথকে। প্রায় রূপকথার মতো অসম্ভব ছিল তাঁদের প্রেমকাহিনী। লন্ডনের বিখ্যাত মিডিয়া পরিবারের সন্তান জেমিমা। ব্রিটিশ ধনকুবের জেমস গোল্ডস্মিথের কন্যা। ইংরাজি নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন ১৯৯৩ সাল থেকে। কলেজে পড়ার সময়েই বিশ্বকাপজয়ী পাক অধিনায়ক ইমরানের প্রেমে পড়েন জেমিমা। একেবারে সিনেমার মতো পড়াশোনা ছেড়ে ইমরানের সঙ্গে সারাজীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন মাত্র ২১ বছর বয়সি জেমিমা। ১৯৯৫ সালে বিয়ে করেন ইমরান-জেমিমা। ইংল্যান্ডের পাট চুকিয়ে, পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে সুন্দরী জেমিমা পাড়ি দেন পাকিস্তানের শ্বশুরবাড়িতে। বিয়ে করে সংসার শুরু করেছেন। সেসময়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এই বিয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে। উচ্চবিত্ত ব্রিটিশ সুন্দরী আদৌ পাকিস্তানে এসে মানিয়ে নিতে পারবেন কিনা, ইমরানের তুমুল জনপ্রিয়তা সামলাতে পারবেন কিনা-এমন নানা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু সমালোচকদের মুখে ছাই দিয়ে দিব্যি চলেছে ইমরান-জেমিমার সংসার। ২২ বছরের ফারাক ছিল দু'জনের মধ্যে। কিন্তু ইমরানের পাশে হামেশাই দেখা যেত জেমিমাকে। বিয়ের পরের বছরই পুত্র সন্তানের জন্ম দেন জেমিমা। তিনবছর পর ফের তাঁর কোলে আসে পুত্র সন্তান। ইমরানের রাজনৈতিক জীবনের সূচনাতেও জেমিমা ছিলেন স্বামীর পাশে। তবে শেষ পর্যন্ত এত চ্যালেঞ্জ সামলাতে পারেননি জেমিমা। ২০০৪ সালে ভেঙে যায় তাঁর বিয়ে। বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানে জেমিমার মানিয়ে নেওয়ার সমস্যা। অবশ্য বিচ্ছেদের পরও বহুবার ইমরানের হয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। জেমিমার সঙ্গে বিচ্ছেদের ১১ বছর পর রেহাম খানকে বিয়ে করেন ইমরান। সেই বিয়েও টেকেনি। ২০১৮ সালে আধ্যাত্মিক গুরু বুশরা বিবিকে বিয়ে করেন ইমরান। কিন্তু ইমরানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর জেমিমা কাউকে মন দেননি। এবার সেই ছবিটা বদলাতে চলেছে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি বাগদান সেরেছেন জেমিমা। মিডিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন তিনি। সেই সূত্রেই ধনকুবের ক্যামেরন ও রিলির সঙ্গে আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা। প্রায় এক বছর ধরে দু'জনের সম্পর্ক রয়েছে বলে খবর। একান্তে সময় কাটাতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। কর্মক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করার সময় থেকেই ক্যামেরনের সঙ্গে জেমিমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এবার বিয়ে করতে চলেছেন তাঁরা। ৬২ বছর বয়সি ক্যামেরন মূলত আইরিশ এবং অস্ট্রেলিয়ান বংশোদ্ভূত। বেশ কয়েকটি সংবাদসংস্থা পরিচালনা করেছেন তিনি। নিজস্ব সংস্থা বায়ার্ড ক্যাপিটাল শুরু করেছেন কয়েকদিন আগে। কবে বিয়ে করছেন ৫২ বছর বয়সি জেমিমা, তা এখনও জানা নেই। তবে বিচ্ছেদের পর ২২ বছর কেটে গেলেও ইমরানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। তাঁর পুত্ররা অংশ নিয়েছেন ইমরানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। আপাতত জেলে বন্দি ইমরান। তাঁর শারীরিক অবস্থার ব্যাপক অবনতিও হয়েছে। কার্যত অন্ধ হতে বসেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, এমন খবরও ছড়িয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে জেমিমার বাগদানের খবর বেশ চর্চায় উঠে এসেছে।

রাসেলের মুখে কেক মাখিয়ে বাঁধভাঙা উল্লাস কলকাতার

মাঠে বল ও ব্যাটের লড়াইয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে রীতিমতো পর্যুদস্ত করার পর, দলের অন্দরের আবহাওয়া যে কতটা ফুরফুরে, তা আরও একবার প্রমাণ করল কলকাতা। রবিবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয়ের পর দলের খেলোয়াড়দের উল্লাস আছড়ে পড়ল টিম হোটেলে। আর সেই বাঁধভাঙা উদযাপনের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেন দলের অন্যতম কাণ্ডারী আন্দ্রে রাসেল। সতীর্থদের আনা কেক আক্ষরিক অর্থেই তাঁর সারা মুখে মাখিয়ে দিয়ে এক অভাবনীয় ও মজাদার আনন্দে মেতে উঠলেন কলকাতার তারকারা। ম্যাচের পর খেলোয়াড়রা যখন হোটেলে ফেরেন, তখন জয়ের আনন্দে ফুটছেন সকলেই। সেই সময় দলের পক্ষ থেকে উদযাপনের জন্য একটি কেক আনা হয়। রাসেল কিছু বুঝে ওঠার আগেই সতীর্থরা তাঁকে ঘিরে ধরেন এবং কেকের পুরোটাই তাঁর মুখে লেপে দেওয়া হয়। এই মজাদার ও খুনসুটিতে ভরা উদযাপনের দৃশ্য ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে, যা দেখে হাসিতে ফেটে পড়ছেন দলের অগণিত সমর্থক। দৃশ্যটিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সতীর্থদের এই মিষ্টি অত্যাচারে রাসেল নিজেও দারুণ উপভোগ করছেন এবং দলের বাকিদের সঙ্গে হাসিতে গলা মিলিয়েছেন।

টানটান উত্তেজনার ক্রিকেটীয় লড়াইয়ের পর খেলোয়াড়দের মানসিক চাপ কাটাতে এই ধরনের নির্ভেজাল উদযাপন অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন অনেকেই। হায়দরাবাদকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করার পাশাপাশি, দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এই চমৎকার পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ আগামী ম্যাচগুলির জন্য কলকাতাকে যে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ক্রীড়ামহলের। সব মিলিয়ে, হায়দরাবাদ বধের পর কলকাতার শিবিরে এখন শুধুই উৎসবের মেজাজ।

সহজ ম্যাচকে 'কঠিন' করে পাঞ্জাব বধ গুজরাটের!

ঘরের মাঠে জয় পেলেও স্নায়ুর চাপটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় ছিল। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ৪ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিল গুজরাট টাইটান্স। তবে একটা সময় যে জয় খুব সহজ বলে মনে হচ্ছিল, শেষ ওভারে এসে তা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত খেই না হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় স্বাগতিক দল। ম্যাচের শুরু থেকেই গুজরাটের বোলাররা পাঞ্জাবের ব্যাটারদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। টাইটান্সদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে খুব বড় রানের লক্ষ্য খাড়া করতে পারেনি পাঞ্জাব শিবির। জবাবে ব্যাট করতে নেমে গুজরাটের ব্যাটিং লাইন-আপ অত্যন্ত মাপা ছন্দে লক্ষ্যমাত্রার দিকে এগিয়ে চলে। ম্যাচের সিংহভাগ সময় গুজরাটের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও শেষ কয়েক ওভারে পাঞ্জাবের বোলাররা চমৎকারভাবে ম্যাচে ফিরে আসেন। ম্যাচ গড়ায় শেষ ওভার পর্যন্ত। গ্যালারিতে তখন প্রবল উত্তেজনা।

'বাবা, ওরা তো প্রাইভেট প্লেন পাঠাচ্ছে!'

আইপিএল মালিকের অদ্ভুত কাণ্ডের অজানা গল্প শোনালেন মার্ক উড

কোটিপতি লিগ আইপিএলে টাকার ছড়াছড়ি আর জাঁকজমকের কথা গোটা বিশ্বের জানা। কিন্তু শুধুমাত্র একটা ম্যাচ খেলানোর জন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক যে একজন অসুস্থ ক্রিকেটারের জন্য আস্ত একটা ব্যক্তিগত বিমান বা প্রাইভেট প্লেন পাঠাতে পারেন, তা বোধহয় অনেকেই কল্পনা করতে পারবেন না। সম্প্রতি আইপিএল জীবনের এমনই এক অদ্ভুত এবং চরম মজাদার অভিজ্ঞতার কথা ফাঁস করে ক্রিকেট দুনিয়ায় রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের তারকা পেসার মার্ক উড। সম্প্রতি বিবিসির একটি পডকাস্টে অংশ নিয়ে উড তাঁর আইপিএল কেরিয়ারের একটি অজানা গল্প শোনান। ঘটনাটি সেই মরসুমের, যখন তিনি মাত্র কয়েকটি ম্যাচ খেলার পরেই মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীর এতটাই দুর্বল ছিল যে বিছানা থেকে ওঠারও ক্ষমতা ছিল না তাঁর। কিন্তু দল এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক মরিয়া ছিলেন উডকে খেলানোর জন্য। উড জানান, খোদ দলের মালিক তাঁকে ফোন করে এক অভাবনীয় প্রস্তাব দিয়ে বসেন। বলা হয়, উডের জন্য একটি প্রাইভেট প্লেন পাঠানো হবে। সেই বিমানে চড়ে তিনি যাবেন, শুধু ম্যাচটা খেলবেন এবং খেলা শেষ হওয়া মাত্রই আবার সেই প্রাইভেট প্লেনেই তাঁকে হোটেলে নিজের বিছানায় ফিরিয়ে আনা হবে। এমন চোখ কপালে তোলা প্রস্তাব পেয়ে হতবাক হয়ে যান উড। তিনি বলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবাকে ফোন করি। বলি, 'বাবা, জানো ওরা আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাইভেট প্লেন পাঠাচ্ছে!' সব শুনে বাবা শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কিন্তু তোমার শরীর কেমন লাগছে?' আমি বাবাকে বলেছিলাম, সত্যি বলতে আমি উঠে দাঁড়ালেই অজ্ঞান হয়ে যেতে পারি। তখন বাবা স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে আমার যাওয়া একেবারেই উচিত হবে না। বাবার কথা শুনেই শেষ পর্যন্ত প্রাইভেট প্লেনের সেই বিলাসবহুল প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন এই ইংরেজ পেসার। তবে উড হাসতে হাসতে এও স্বীকার করেন যে, খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও আমার মনে হয়েছিল, জীবনে এর চেয়ে দারুণ জিনিস আর কী হতে পারে! আমি তো আস্ত একটা প্রাইভেট জেটে চাপতে পারতাম। ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর হতে পারত। পডকাস্টে উড নির্দিষ্ট করে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি বা মালিকের নাম প্রকাশ্যে না আনলেও, তাঁর আইপিএল কেরিয়ারের পরিসংখ্যান বলছে এই ঘটনা সম্ভবত লখনউ সুপার জায়ান্টস শিবিরের।

কারণ ২০২৩ সালের আইপিএলে লখনউয়ের হয়ে মাত্র চারটি ম্যাচ খেলার পরেই অসুস্থতার কারণে দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল তাঁকে। ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক তাঁকে মাঠে নামানোর জন্য যে মরিয়া চেষ্টাই করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত ক্রিকেটীয় জাঁকজমক আর কৌতূহলের চেয়ে নিজের স্বাস্থ্য এবং বাবার পরামর্শকেই যে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা এই গল্প থেকেই স্পষ্ট।

নয়া জামানা

প্রিয় বন্ধুকে হারালাম, সহজ আর আমি পরস্পরকে সামলাচ্ছি

রাহুলের মৃত্যুর পর প্রথম মুখ খুললেন প্রিয়াঙ্কা

রাহুলের আকস্মিক চলে যাওয়ার এক মাস অতিক্রান্ত। না, তিনি সামলে ওঠেননি। তবে কাজে ফিরেছেন। আদ্যন্ত পেশাদারের মতো। এবার নীরবতা ভাঙলেন প্রিয়াঙ্কা সরকার।একটা সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার আগে এতটা অস্বস্তি বহুদিন পর। প্রশ্নগুলো গোছাতে পারছি না। কিছুতেই না। পেশাগত কর্তব্য আর মন পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। দেখা হতে ঠিক আগের মতো স্মিত হাসলেন। তার ভিতরকার অভিঘাত এতটুকু টেরপেতে দিলেন না। (একটু ভেবে) দেখো, এক-একজন মানুষ এক-এক রকম ভাবে সিচুয়েশন কোপ-আপ করে। আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা ইমোশনকে তার নিজস্ব সময় দেওয়ার। জানি, যে কোন সময়টা আমি পুরোপুরি 'রেজ' থেকে অ্যাক্ট করেছি, কোন সময়টা আইসোলেট করেছি, কোন সময়টা কথা বলে প্রসেস করেছি, এখনও করছি। সেখানে কাজে ফেরা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই যে ক্যামেরার সামনে রয়েছি, আবার পারফর্ম করতে পারছি, আবারও বুঝতে পারলাম যখন ক্যামেরা চলছে আই অ্যাম মোস্ট মাইসেলফ। সেই সময় আমি সব থেকে অথেনটিক। নয়তো মাথায় অনেক কিছু চলছে। ক্যামেরার সামনে থাকলে ওসব ভাবার অবকাশ নেই। আই ক্যান সুইচ অফ অ্যান্ড বি মাইসেলফ।

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাহুলের আকস্মিক চলে যাওয়ার এক মাস অতিক্রান্ত। না, তিনি সামলে ওঠেননি। তবে কাজে ফিরেছেন। আদ্যন্ত পেশাদারের মতো।এবার নীরবতা ভাঙলেন প্রিয়াঙ্কা সরকার।একটা সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার আগে এতটা অস্বস্তি বহুদিন পর। প্রশ্নগুলো গোছাতে পারছি না। কিছুতেই না। পেশাগত কর্তব্য আর মন পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। দেখা হতে ঠিক আগের মতো স্মিত হাসলেন। তার ভিতরকার অভিঘাত এতটুকু টেরপেতে দিলেন না।(একটু ভেবে) দেখো, এক-একজন মানুষ এক-এক রকম ভাবে সিচুয়েশন কোপ-আপ করে। আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা ইমোশনকে তার নিজস্ব সময় দেওয়ার। জানি, যে কোন সময়টা আমি পুরোপুরি 'রেজ' থেকে অ্যাক্ট করেছি, কোন সময়টা আইসোলেট করেছি, কোন সময়টা কথা বলে প্রসেস করেছি, এখনও করছি। সেখানে কাজে ফেরা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই যে ক্যামেরার সামনে রয়েছি, আবার পারফর্ম করতে পারছি, আবারও বুঝতে পারলাম যখন ক্যামেরা চলছে আই অ্যাম মোস্ট মাইসেলফ। সেই সময় আমি সব থেকে অথেনটিক। নয়তো মাথায় অনেক কিছু চলছে। ক্যামেরার সামনে থাকলে ওসব ভাবার অবকাশ নেই। আই ক্যান সুইচ অফ অ্যান্ড বি মাইসেলফ। এটাই আমার সবথেকে প্যাশনের জায়গা। অথেনটিক ফিল করাটা আমার জন্য খুব জরুরি ছিল। আর আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করব তাদের, যারা নিজেরা খানিকটা ট্রাবল নিয়ে সাপোর্টিভ থেকেছে, আমাকে কো-অপারেট করেছে। আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। ১৫ মে, 'কুহেলি' রিলিজ হচ্ছে। আরও অনেক আগে প্রচার শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা আমার জন্য এই সময়টা দিয়েছে। আমিও চাই কাজটা যেন ভালোভাবে দর্শকের কাছে পৌছয়। কাজে ফেরা মানে আমার কাছে কাছের মানুষদের সঙ্গে থাকা। যেটা আমার জন্য খুব দরকার। 'তারকাটা'-র শুটিংয়ের ক্ষেত্রেও বলব পুরো টিম আমাকে সাপোর্ট করেছে। আর দেরি করা সম্ভব ছিল না। ওরা আমাকে জোর করেনি, কিন্তু আমি কাজে ফিরতে চেয়েছি। এটাকে যদি নরমালসি বলি আমার জন্য সেখানে ফেরা দরকার ছিল সেই সময়।আমার জন্য প্রকাশ করাটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমার যারা কাছের মানুষ সংকটে আমার সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করেছে, বাড়িয়েছে, আবার তারাই ফিল্টারগুলো অ্যাড করেছে। যাদের থাকার ছিল না তারা নেই। যাদের থাকার তারা আছে। আমি যদি প্রকাশ নাও করতে পারি আমি কী ভাবছি তারা জানে। আমাকে বলতে হয় না।

এই তো ফেব্রুয়ারিতে শুটিং করলে, এর মধ্যেই 'কুহেলি' আসছে। পরিচালক অদিতি রায়ের সঙ্গে একাধিক কাজ করেছ। ফলে কমফর্টজোন ছিল নিশ্চয়ই?

এখন এরকমই হয়। অদিতিদি এমন একজন পরিচালক, যার কাছে সারেন্ডার করে দেওয়া যায়। টেকনিক্যাল দিক তো বটেই, অভিনয়টাও খুব ভালো বোঝেন। যেটা চান সেই বিষয় ভীষণ সর্টেড, ঠিকঠাক ভাবে গাইড করে দেন। অদিতিদি এবং তাঁর টিম আমাদের কমফর্ট বিষয়ে ভীষণ পার্টিকুলার। এই পরিবেশটা খুব ভালো লাগে। মানুষ হিসেবেও অদিতিদিকে ভালোবাসি। আমাকেও ভালোবাসেন এবং স্নেহ করেন। পরিচালক যখন আমার ওপর বিশ্বাস রাখেন, আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।পুলিশের চরিত্র করেছি, তবে 'কুহেলি'র মতো নয়। ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার মানেই টানটান থ্রিল। 'কুহেলি'র ক্ষেত্রে বলব কমিক থ্রিলার, পুলিশের রাফ অ্যান্ড টাফ ব্যাপার, অ্যাকশন থাকলেও একটা কমেডির স্তর আছে। কোনও চরিত্রই শুধু সাদা-কালো বা ভালো-খারাপ বলে ডিফাইন করা যাবে না। খুব রিয়েল স্ক্রিপ্ট, সেই সঙ্গে এন্টারটেনিং। গা ছমছমে ব্যাপার আছে। সিকিমে শুটিং। কুহেলি একটা হিল স্টেশন। কুহেলিতে যারা থাকে, যারা আসছে সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আমার চরিত্রটাই বাইরে থেকে আসছে কুহেলিতে, এবং জড়িয়ে পড়ছে নানা কিছুর মধ্যে। একটা মৃত্যুর তদন্তে আমার চরিত্রটি এগোচ্ছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ঋদ্ধিমা, সুস্মিতা, আরও সকলে রয়েছে।তুমি ওয়েব সিরিজে চমৎকার জায়গা করে নিয়েছ। 'ছোটলোক', 'লজ্জা'-র দুটো সিজন। তার আগে 'হ্যালো'।(হাসি) থ্যাঙ্ক ইউ। আই হ্যাভ বিন ব্লেসড। যবে থেকে বাংলায় ওটিটি-র কাজ শুরু হয়েছে, তখন থেকেই আমি করছি। আমাকে যে ভাবা হচ্ছে নানারকম চরিত্রে, আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ। 'কুহেলি' যেমন হইচই-তে, অন্য প্ল্যাটফর্মে 'ছোটলোক' করেছিলাম, সেখানেই আসবে আমার অন্য একটা কাজ 'তারকাটা'। হইচই-এ তে 'হ্যালো' যখন করেছিলাম, তার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রথম অন্য ভাবে এক্সপ্লোর করে ছিলাম। আর দর্শক গ্রহণ করেছিল। যেগুলো করেছি প্রত্যেকটাই খুব প্রিয়। সিরিজ ছাড়াও পাইপ লাইনে যে ছবিগুলো রয়েছে সেগুলোও ইন্টারেস্টিং।'মায়া সত্য ভ্রম' (পরিচালনা শমীক রায়চৌধুরি), একদম অন্যরকম কাজ। ফেস্টিভ্যালে ঘুরছে ছবিটা। আরেকটা ছবি আছে 'বৃত্ত রহস্য'। আর কয়েকটার রিলিজ ডেট এখনও ঠিক হয়নি।আমাদের বন্ধুত্ব বহু বছরের। একুশ-বাইশ বছরের বেশি। প্রথমে, 'অরুণোদয়'দায়ের সঙ্গে আলাপ। সেই বন্ধুত্ব, এত বছর টেলিভিশনে কাজ করা, প্রিয় বন্ধু থাকা দীর্ঘদিন। তারপর 'চির দিনই'। তারপর আমাদের সম্পর্কে নানা পর্যায় দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু অল থ্রু বন্ধুত্বটা ছিল, দূরত্ব এলেও। সেটা মানুষ জানে না। এই সময়ই 'নধরের ভেলা' কলকাতা ছাড়িয়ে গ্রামেগঞ্জে পৌছে গিয়েছে। বহু মানুষ দেখছে।ভীষণ ভালো লাগছে। প্রদীপ্তদা, ঋত্বিকদা, পুরো টিমটা বন্ধু। এদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারছি যখন ভালো লাগছে। দে আর ভেরি ক্লোজড টু রাহুল। কত ঘটনা শেয়ার করছে, ভালো লাগছে। 'নধরের ভেলা'-র সাফল্যে ভীষণ খুশি। চাইব এটা যদি আর একটু সিস্টেমের মধ্যে চলে আসে। সিঙ্গল ক্রিন কমছে বলে সমস্যা, সেখানে আমরা ছবিটাকে দর্শকের কাছে নিয়ে গিয়েছি। কল শো-এর মতো ডাক আসছে। থিয়েটারগুলোতে যে এ ভাবে ছবি দেখানো যেতে পারে এই বিষয়টা প্রোমোট করা খুব দরকার। আর সরাসরি দর্শক যখন কাজটা নিয়ে ভালো কথা বলছে, সেটা খুব জোর দেয়। যা আমাকে এই মুহূর্তে স্টেবল রেখেছে।ব্যক্তিগত শোককে কখনও এমনভাবে প্রকট করোনি যা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলাদাভাবে। জানি না গো। আসলে আমি খুব অগোছালো ভাবনাচিন্তার মানুষ। আনলেস আই অ্যাম পেড আমি ঠিকঠাক ইমোট করতে পারি না। একটা ঠিকঠাক স্ক্রিপ্ট দিয়ে দাও আমি ইমোট করে ফেলতে পারব (হাসি)। নয়তো আমি, না গুছিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারি, না প্রকাশ করতে পারি। এটা এক এক পর্যায় আমার কাছে চ্যালেঞ্জ হিসাবে এসেছে। আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গায়, আমার বন্ধুত্বের জায়গায়। আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারি না। ভাবছি হয়তো হাজার জিনিস, তার মধ্যে হয়তো একটা বাক্য বলতে পারব। অনেক সময় যেটা ভেবেছি তার ঠিক উল্টো জিনিসটা ইমোট করেছি। বা দেখে হয়তো এক রকম মনে হয়েছে, আসলে আমি ভেবেছি আলাদা কিছু। আমার জন্য প্রকাশ করাটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমার যারা কাছের মানুষ সংকটে আমার সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করেছে, বাড়িয়েছে, আবার তারাই ফিল্টারগুলো অ্যাড করেছে। যাদের থাকার ছিল না তারা নেই। যাদের থাকার তারা আছে। আমি যদি প্রকাশ নাও করতে পারি আমি কী ভাবছি তারা জানে। আমাকে বলতে হয় না। আমি কৃতজ্ঞ যে সেই মানুষগুলো আমার পাশে আছে। আমাকে কখন ছেড়ে দিতে হবে, আর আমার কখন প্রয়োজন কিন্তু বলতে পারছি না তারা জানে। হয়তো সেই কারণেই জেনুইন মানুষরাই আমার পাশে রয়েছে। তাদের সংস্পর্শে থেকেই হয়তো আমি এরকম। এক মাস হয়ে গেল রাহুলের চলে যাওয়া। তুমি নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছ। না, এখনও সামলে নিতে পারিনি। প্রসেসের মধ্যে আছে। এটা তোমাকে বলেই বলছি, নিজেকে গুছিয়ে উঠতে পারিনি। চেষ্টা করছি। কখনও এনগেজড থেকে, কখনও একা থেকে, কখনও ভেঙে পড়ে, কখনও রাগ করে, কথা বলে, মজা করে, চেষ্টাটা চলছে। এখনও দ্য সাডেননেস হিটস ভেরি ডিপলি। যেটা শুধু আমাকে নয়, প্রত্যেককে আঘাত করে চলেছে। যে সম্পর্কগুলো রাহুল জীবনে তৈরি করেছে এত জেনুইন, প্রত্যেকে অ্যাফেক্টেড।আমার একটা কাজ দেখে সৎ মতামত আর কে দেবে! রাহুলের সঙ্গে শেষ যখন মেসেজে কথা হয়, বেড়ানোর প্ল্যান করছিল। ছুটিতে বান্ধবগড় যাওয়ার কথা বলেছিল। আমি মেসেজ করেছিলাম, এখনও তো সময় আছে, পরে রিসার্চ কোরো।

অভিনেতা বা লেখক রাহুলকে হারানোর পাশাপাশি প্রকৃত বন্ধুকে হারিয়েছে অনেক মানু।। আমাদের বন্ধুত্ব বহু বছরের। একুশ-বাইশ বছরের বেশি। প্রথমে, 'অরুণোদয়'দায়ের সঙ্গে আলাপ। সেই বন্ধুত্ব, এত বছর টেলিভিশনে কাজ করা, প্রিয় বন্ধু থাকা দীর্ঘদিন। তারপর 'চির দিনই...। তারপর আমাদের সম্পর্কে নানা পর্যায় দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু অল থ্রু বন্ধুত্বটা ছিল, দূরত্ব এলেও। সেটা মানুষ জানে না। আই হ্যাভ লস্ট মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। এখনও ওর চারটে রেকমেনডেশন আছে। যেগুলো আমি এখনও দেখে উঠতে পারিনি সিরিজ, সিনেমা মিলিয়ে। বলেছিল এটা এটা দেখতে হবে। আমার তো বেড়ে ওঠাটাই এই মানুষটার সান্নিধ্যে। সিনেমা দেখা, বই পড়া, গান শোনা, জীবনযাপন সবটাই তো হিউজলি ইনফ্লুয়েন্সড। যেটা আমি কোনওদিনই অস্বীকার করতে পারব না। ওইগুলো আমি দেখব। একটু সময় লাগবে।

ওর সম্পর্কে পাস্ট টেন্সে কথা বলাটাই অদ্ভুত। হি ওয়াজ সামবডি যার মতামত আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমি প্রশংসা বা নিন্দায় খুব যে প্রভাবিত হয়ে যাই তা নয়। রাহুল সেই অল্পসংখক মানুষের মধ্যে ছিল, যার মতামত আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট লস। আমার একটা কাজ দেখে সৎ মতামত আর কে দেবে! রাহুলের সঙ্গে শেষ যখন মেসেজে কথা হয়, বেড়ানোর প্ল্যান করছিল। ছুটিতে বান্ধবগড় যাওয়ার কথা বলেছিল। আমি মেসেজ করেছিলাম, এখনও তো সময় আছে, পরে রিসার্চ কোরো।

সহজ নিজের মতো করে কোপ আপ করছে। আমি ওকে কিছু বলব না, শুধু কমিউনিকেশনের গ্রাউন্ডটা ওপেন রেখেছি। তুমি অনেক কিছু সইয়ে নিলে। সহজকে যে ভাবে সামলেছ, হ্যাটস অফ টু ইউ।

থ্যাঙ্ক ইউ, তোমরা এগুলো বললে একটু জোর পাই (স্মিত হাসি)। আমি কিছুই করছি না। আমি একা পারতাম না। সহজও আমাকে সামলাচ্ছে। এবং সকলে আশপাশে এই মুহূর্তে যাঁরা রয়েছেন, সব কিছু থেকে জোর পাচ্ছি। শুধু ফিজিক্যালি যাঁরা পাশে রয়েছেন তাঁরা নয়, সমাজমাধ্যম থেকেও পজিটিভ ভাইভস পেয়েছি। সব কিছুর মধ্যে থেকে ইতিবাচক দিকটা খোঁজার জন্যই নিজেকে ট্রেন করেছি বহু বছর ধরে। ট্রোলিং, ব্যাশিং তো হতেই থাকে। এই সিচুয়েশনের জন্য নয়, যাদের নেগেটিভ বলার, তারা বলতেই থাকে। সেটাকে গুরুত্ব দেওয়ার মানে নেই। এবার দেখলাম একটা খারাপ কমেন্ট হলে তার প্রেক্ষিতে কুড়ি-পঁচিশটা কমেন্টস চলে আসছে ফাইট ব্যাক করার জন্য। যাঁরা স্ক্রিনের ওপার থেকে এই জোরটা দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের বক্তব্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে। আমি তাঁদের থেকে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। কাছের মানুষ, বন্ধু এবং এই ভালোবাসার মানুষদের থেকে আমি জোর পাচ্ছি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইন্ডাস্ট্রিও একত্রিত হল। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, যিশু সেনগুপ্ত আরও সকলে যেভাবে তোমার পাশে ছিলেনখ আমি বলব এইগুলো রাহুলের অর্জন করা। এই ভালোবাসা, স্নেহ ওই পেয়েছে। ও ডিজার্ভ করে। এই সম্পর্কগুলো থেকে যায়। কাজ হয়তো আসবে যাবে, ভালো খারাপ হবে, কিন্তু এই সম্পর্কগুলো থেকে যাবে। এমনকী, তোমরা, মিডিয়া বুঝতে পেরেছে, যখন আমি ক্যামেরার সামনে আসতে চাইনি, সেই স্পেসটা আমাকে দিয়েছে।এমন আকস্মিক অভিঘাত, এই বয়সে। সহজ কি একটু ধাতস্থ হতে পেরেছে? আমি জানি না। ও নিজের মতো করে কোপ আপ করছে। আমি ওকে কিছু বলব না, শুধু কমিউনিকেশনের গ্রাউন্ডটা ওপেন রেখেছি। আমরা অনেকে রয়েছি একসঙ্গে পরস্পরের সাপোর্ট সিস্টেম হিসাবে। ও কী ভাবছে, কীভাবে ডিল করছে, একটা বয়সের পর হয়তো ওই বেটার বলতে পারবে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।